ফদ্‌লুস্‌ সালাওয়াত

(দরূদ শরীফের ফজিলত)



মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ (মেদিনীপুরী)

ফদ্‌লুস্‌ সালাওয়াত

(দরূদ শরীফ এর ফযীলত)

মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ (মেদিনীপুরী)

প্রাপ্তিস্থান
সৈয়দ মুহাম্মদ সালিমুর রহমান (01713245442)
আফতাব অটোমোবাইল লিঃ ফার্নিচার ইউনিট
রাজফুলবাড়ীয়া, সাভার, ঢাকা।

ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত (দরূদ শরীফ এর ফযীলত)
মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ (মেদিনীপুরী)

প্রকাশক
সৈয়দ মুহাঃ সালিমুর রহমান
রাজফুলবাড়ীয়া, সাভার, ঢাকা

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০০৯

প্রচ্ছদ
মদীনা গ্রাফিক্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার (৪র্থ তলা)
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা।

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) ১৪৩০ হি: উপলক্ষে- আল্লাহ পাকের এক বান্দা এই বইটি তাঁর পরলোকগত পিতা-মাতার আত্মার মাগফেরাতের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন।

উৎসর্গ

যার নামে বইটি উৎসর্গ হতে চায়
উম্মী মা–
সাইয়্যেদা উম্মে শরীফা
নবী-নন্দিনী ফাতেমা জোহ্‌রার رضى الله عنها উত্তরসূরী
যিনি মোবাইল ফোনে উপদেশ দিয়েছিলেন।
সৃষ্টির আধার, অস্তিত্বের মূলনীতির
মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم- এর
এ শব্দ ও মুহাব্বত পাথারে
জনমের তরে হারিয়ে যেতে।
একা না পারলে পরিবারের সবাই মিলে হলেও
প্রতিদিন পাঁচ হাজার দরুদ পড়বে।
তাঁর এই উপদেশ মেনে চলার তওফীক ভিক্ষার আশে
তাঁরি নামে কিতাবটি উৎসর্গ করার প্রয়াসে
রাহমানের রাজকীয় দ্বারে প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে

– মোহাম্মদ মুজতবা

সূচীপত্র

বিনীত নিবেদন

কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদে, অবনত শিরে, বিনয়-নম্র বেশে, হাম্‌দ প্রশংসার ডালি রাহমাতুল্লিল-আলামীনের ওসীলায় আরহামুর রাহেমীনের-নূরানী চরণে, আশায় বুকবেঁধে ভয়ে কেঁপে কেঁপে পেশ করছি। যাঁর অনুপম অনুদানে সালাতের বিশাল বাগিচা হতে বিচিত্র সালাতের মনোমুগ্ধকর ফুল সংগ্রহ করে সালাতের মালা গেঁথে ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় দাদাজান, আশেকে-রসূল, মোহাম্মদ বেশারতুল্লাহ আকবরী (র.) যার সুনামে মোহিত হয়ে আসছে ১৯৬৪ সাল থেকে বাংলা ভাষী নবী প্রেমিক দল। ফদলুস-সালাওয়াত নামে সালাতের ফুলদান হাজার নবী ভক্তদেরে আহ্লাদিত করেছে, কেতাব শেষ হয়ে গেল। ফটোস্ট্যাট করে অনেকদিন পিপাসার্তদের পিপাসা মিটানো হয়েছে।

এরি মাঝে সাহাবীদের পদধূলায় ধন্য বীর চট্টলার এক আশেকে রসূল মোহাম্মদ আবুল কাসেম, আগ্রহ ভরে নিজ উদ্যেগে কিতাবটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করে, শফীয়ে মাহশার صلى الله عليه وسلم-এর প্রেম ও শাফায়াত লাভে ধন্য হওয়ার উপলক্ষ খুঁজেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আশাকে নিজ মহত্ব দানে পূর্ণ করুন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে ২য় সংস্করণও শেষ হয়ে যায়। আবারো ফটোস্ট্যাটের পালা।

আমার শায়খ আমার জীবন পথের দিশারী আল্লাহ ওয়ালাদের দিশারী আওলাদে রসূল (সা.) আল্লামা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আনওয়ার হুসাইন তাহের আল-জাবেরী মাঃ জেঃ অন্তরভেদী দোয়া ও অনেক নবী ভক্তদের তৃষ্ণার্ত চাহনী করুণ কাকুতি রব্বুল আরশেল আজিমের রহমত পাথারে বাঁধ ভেঙ্গেছে। যার ফলশ্রুতিতে ভাই শফীউল করীমের সহযোগিতায় ফদ্‌লুস সালাওয়াত (দরূদের সম্মান বা দরূদ পাঠে পাঠকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতে কি ভাবে সম্মানিত করা হয়, তার জ্বলন্ত ছবি, বাস্তব দৃষ্টান্ত) ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

অত্র কিতাবের পান্ডুলিপি পুনঃমুদ্রণের জন্য মাসিক মদীনার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের নিকট নিয়ে আসি। উনি কিতাবটির আদ্যপান্ত পড়ে মুগ্ধ হন। পরে উনার কাছে মোবাইল ফোনে কথা বললে, উনি বললেন, এই কিতাবে কুলবের খোরাক আছে। আপনি অনুমতি দিলে আমিও এক হাজার কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করব। আমি আলহামদু লিল্লাহ বলে সানন্দে ছাপানোর সায় দিলাম। সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহিউদ্দিন খান সাহেবের অন্তরে যেভাবে নবী প্রেমের শিহরণ জেগেছে, আশা করি প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকে তেমনি মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم -এর সুমহান মর্যাদা অনেককে হিল্লোলিতও করে, শরীয়তে মোহাম্মদীর صلى الله عليه وسلم অনুসরণে উদ্দীপিত করবে।

ورفعنا لك ذكرك ওগো মহান যাঁর আলোচনাকে তুমি নিজে মহিমান্বিত করেছ। সম্ভব নয় কোনো সৃষ্টির তাঁর মহিমা গাঁথা গাওয়া, তাঁর উচ্চতা উপলব্ধি করা। অপারগতার স্বীকৃতি মাথা পেতে নিয়ে, ক্ষুদ্র দেহ ওগো মহান, তোমার মহান রবের শাফায়াত চেয়ে তাঁরি ওসীলায় তোমার নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে জীবনকে সার্থক করার মানসে প্রকাশনায় সহযোগিতার কারণে মহান রাব্বুল আলামীন তাকে নিজ দানে তাঁর চির সন্তুষ্টি উপায়নে ইহ পরকালীন জীবন স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করুন।

লুণ্ঠিত মাথা তোমার পায়ে রেখে
তোমারি ক্ষমা ও আদবের আশায়
মোহাম্মদ মুজতবা, খাদেম– ফুরফুরা শরীফ।

নবীজীর উপর সালাওয়াত প্রেরণের রহস্য

আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন ঃ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত নাজেল করিতেছেন তাঁহার নবী (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের) উপর। ফেরেশতাগণ (রহমত লাভের আশায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর রহমত নাজেল করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছেন। অতএব হে, বিশ্বাসীগণ! তোমরাও (রহমত লাভের জন্য) আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর রহমত বর্ষণের আবেদন পেশ করিতে থাকিও, যেন তোমরা তাঁহার মাধ্যমে রহমত লাভ করিতে সমর্থ হও এবং তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিও।'

কালাম পাকের এই আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিশ্বব্যাপী বিশালতার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা-তো সর্ববিরাজমান। তিনি প্রত্যেক অণু-পরমানুর সহিত আছেন। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। এই বিশ্বের কার্য নির্বাহের জন্য তাঁহার আবার মাধ্যমের আবশ্যক হইবে কেন? উত্তরে ইহাই বলিতে চাই যে আল্লাহ তা'আলার এই সমস্ত গুণই আছে কিন্তু তিনি তাঁহার হেকমত ও এরাদায়ে-আজলী অনুযায়ী প্রত্যেক কাজই মাধ্যমের ভিতর দিয়া সম্পাদন করার নীতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। পিতা-মাতার মাধ্যম ব্যতীতও সন্তান দান করিতে পারেন বটে যেমন হজরত আদম আলায়হেস্ সালামকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই সৃজন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার হেকমতের আবশ্যকতা হেতু তিনি তাহা করেন না। এইরূপে বিনা উপার্জনে তিনি প্রত্যেক মানুষকে রেজেক দান করিতে পারেন কিন্তু তিনি তাহা করেন না। উপার্জনের মাধ্যমেই তিনি রেজেক দান করিয়া থাকেন। এই একই নিয়মে তিনি মেঘের মাধ্যমে পানি, পানির মাধ্যমে শীতলতা, আগুনের মাধ্যমে উষ্ণতা, নিমের মাধ্যমে তিক্ততা, চিনির মাধ্যমে মিষ্টতা, পান-ভোজনের মাধ্যমে জীবনধারণ ক্ষমতা, বীজের মাধ্যমে বৃক্ষ তরুলতা পাতা দান করিয়া থাকেন।

এক কথায় হেতুর মাধ্যম ব্যতীত কোন ফল বিকাশ করেন না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এক সেইজন্য তাঁহার প্রথম সৃজনও এক। এই একের মধ্যস্থতা

দিয়া তিনি বহুত্বের বিকাশ করিয়াছেন। আপনারা যে আজ এই কোটি কোটি লোক দেখিতেছেন ইহারা কি প্রথমেই কোটি কোটি রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে? নিশ্চয় তাহা নহে, এক হজরত আদম আলায়হেস্ সালাম হইতে আজ এই বহুত্বের বিকাশ। এতো শুধু মানবজাতি সম্বন্ধে বিবেচনা। আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃজন সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে সমস্তই যে ঐ একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত তাহা পরিষ্কার বোধগম্য হইবে।

অতএব, ইহা এক অনৈস্বীকার্য সত্য যে, এই সমগ্র সৃজনের বহুবিধ বহুত্বের আদিতে রহিয়াছে এমন এক সৃজন বীজ যাহা হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে এই বিরাট সৃজন বৃক্ষ ও তাহার অগণণীয় শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব, ফল, ফুল। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে বীজটি কি হওয়া উচিৎ। আমরা অনায়াসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যদি আমরা এই প্রাকৃতিক নিয়মের দিকে একটু দৃকপাত করি।

আমরা যদি একটি আম গাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে একটি বীজ হইতে বাহির হইয়াছে প্রথমে একটি গুঁড়ি, সেই গুঁড়ি হইতে কয়েকটি শাখা, শাখা হইতে বহু প্রশাখা, প্রশাখা হইতে বহু পল্লব, পল্লব হইতে অগণনীয় মুকুল এবং মুকুল হইতে বহু সংখ্যক ফল, যাহা গাছের উৎপত্তির মূল উদ্দেশ্য এবং গাছের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশেষ উৎপাদন। এই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশেষ উৎপাদনকে আমরূপে দেখিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারিব যে এই গাছের বীজ নিশ্চয় আমই হইবে, যদিও এই আমের সহিত গাছের কোন অংশের আকারে, অবয়বে, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে কোন প্রকার মিল নাই। গাছের কোন অংশের সহিত অন্য কোন অংশের মিল না থাকিলেও এটা আমরা অন্ততঃ প্রাকৃতিক নিয়মের ভিতর দিয়া ভাল ভাবে জানি যে গাছের আদি ও অন্তের মধ্যে আকারে, অবয়বে, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে সংগতি থাকিবেই।

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। ইহাই যদি স্বভাব ও প্রকৃতি সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে এই সৃজন বৃক্ষের শেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট উৎপাদনকে মানবতার স্বরূপে দেখিয়া আমাদিগকে নিশ্চয় এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে যে এই সৃজন বৃক্ষের আদি বীজ নিশ্চয় মানবতাই হইবে, যদিও এই মানবতার বীজোৎপাদিত বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও মুকুল ইত্যাদি যাহা আরশ, কুরসি লওহো, কলম, মালাক, ফালাক, আকাশ ও পাতালরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাদের সহিত মানবতার আকারে অবয়বে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে কোন

সামঞ্জস্য নাই। সৃজনের এই মধ্যস্থিত অংশ সমূহের সহিত সামঞ্জস্য না থাকিলেও যখন এই সৃজন বৃক্ষের শেষ ও উৎকৃষ্ট ফল মানবতাই প্রতিপন্ন হইতেছে তখন একথা অতি অবশ্য মানিতে হইবে যে, সৃজনের আদি এবং সর্বপ্রথম বীজ হইতেছে মানবতা এবং উহা এক, বহু নহে। মানবতা যে সৃজনের উৎকৃষ্ট ফল তাহা আল্লাহ তা'আলা কোরআনেই ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন।

তাঁর এবাদতে নিরংকুশভাবে মশগুল নিঃশেষে ফেরেশতা বলেছেন ঃ অর্থাৎ, 'আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করিয়াছি। মানুষকে আমি সর্বোৎকৃষ্ট সৃজন করিয়াছি।'

এক্ষণে, আরও চিন্তা করুন, যদি আপনি বৃক্ষের প্রতিটি অংশকে সবুজ ও সজীব রাখিতে চাহেন তাহা হইলে উহার গোড়ায়, সেখানে উহার প্রধান বীজকোষ থাকে সেইখানে পানি ঢালিবেন না উহার উপরিভাগে সিঁটাইয়া দিবেন? আপনি নিশ্চয় বলিবেন যে, না, গাছের প্রতিটি অংশ পানি পৌছাইতে হইলে উহার গোড়াতেই পানি ঢালিতে হইবে, কারণ ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আল্লাহ তা'আলারই রচিত এবং অনুমোদিত নিয়ম প্রত্যেক স্বাভাবিক নিয়ম।

যদি ইহাকে মানিয়া লওয়া হয় তবে যেহেতু প্রত্যেকটি স্বাভাবিক নিয়ম আল্লাহ তা'আলারই প্রণোদিত ও অনুমোদিত, অতএব, সেই নিয়ম অনুযায়ী তিনি যদি তাঁহার সৃজনকে সতেজ রাখিবার জন্য তাঁহার রহমতের পানিকে সৃজন বৃক্ষের উপরিভাগে সোজাসুজি না ঢালিয়া সৃজনের বীজের উপর ঢালেন তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার ও অস্বীকার করিবার কি আছে? এইরূপ সহজ ও সরল নিয়মের প্রতিকূলে যদি কেহ মত পোষণ করে তাহা হইলে সে সত্যের উপর দারুন কুঠারাঘাত করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোরআনের বাণী–

অর্থাৎ, হে রাসূলুল্লাহ, সারা বিশ্বের উপর রহমত সিঞ্চনের মাধ্যম স্বরূপে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি।) এবং

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত নাজেল করিতেছেন তাঁহার নবী (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের) উপর এবং ফেরেশতাগণ রহমত সৃজনের আবেদন জানাইতেছেন। অতএব, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরাও (রহমত লাভের জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর রহমত সৃজনের আবেদন পেশ করিও এবং সালাম দিও।' এ বিরাট স্বাভাবিক সত্যেরই বিকাশ করিতেছে।

বাজাও দামামা

মোহাম্মদ নামের বাজাও দামামা,
বিশ্বরে শোনাও তাঁহার শান,
তিনি যে খোদার খাস পেয়ারা,
সাল্লে আলার গাওরে গান।

যার উপর দরূদ পড়েন দিবানিশি,
খোদ এলাহী রহীম ও রহমান,
দরূদ পাঠে তাঁর ব্যস্ত মালায়েকা
দেখরে বুঝে তাঁর কেমন শান।

মোহাম্মদী নূরে রচিত জাহান,
মোহাম্মদী নূরে জমীন ও আসমান।
মোহাম্মদী নূরে জ্বেন ও এনসান,
মোহাম্মদী নূরে রচিত কাওনান্।

মোহাম্মদী নূরে আলম উজালা,
মোহাম্মদী নূরে আরশ মুয়াল্লা।
মোহাম্মদী নূরে মালাউন আলা,
মোহাম্মদী নূর বোলন্দ ও বালা।

মোহাম্মদ নামের চলছেরে তুফান,
মোহাম্মদ নামের গাহিরে গান।
হাজার শজর ঃ বাহর ও বর্।
মালাক ফালাক, জমীন আসমান।

মোহাম্মদ নাম আলম আরা,
মোহাম্মদ নাম জাহান আরা,
মোহাম্মদ নাম নূরের ধারা,
মোহাম্মদ নাম চোখের তারা।

মোহাম্মদী নূরে ভাস মুরীদান,
পাবেরে তবে মাওলার সন্ধান।
আসবেরে তবে রহমানী দান,
দোজখ হতে পারে পরিত্রাণ।

মোহাম্মদী নূরে ভাসিছে কওনান,
মোহাম্মদী নূরে ভাসিছে ফেওদাওস্,
মোহাম্মদী নূরে ভাসে ওলী আওলেয়া
মোহাম্মদী নূরে ভাসে কুতুব ও গাওস্।

মোহাম্মদী নামের উঠাও তুফান,
মোহাম্মদী নামের উড়াও নিশান।
মোহাম্মদী নামের উঠাও আজান,
মোহাম্মদী নামে হিলাও জাহান।

দরূদের তানে কাঁপাও মেদিনী;
হুজুরের প্রশংসায় ভাসাও তটিনী,
হুজুর যে নূরে রহমানী;
তাঁহার এ উচ্চতা বুঝুক ধরণী।

স্থিতি দায়েরার পূর্ব গগণে,
উঠেছে দেখরে উজ্জ্বল রবি,
এই রবির, কিরণে আলোকিত সব,
গওস, কুতুব, ওলী ও নবী।

মালাক, ফালাক, হাজর, শজর,
আরশ কুরসী লওহো ও কলম,
এই রবির কিরণে ঝলকিছে সব;
জমীন, আসমান, খোদার আলম।

এই রবিই মোদের মোহাম্মদ মুসতাফা
এলাহী কুদরতের জওহরে এতীম,
আমীনা মায়ের লাল চাঁদ ইনি
নোকতায়ে বিসমিল্লাহের রহমানের রহীম।

এই রবিই বিশ্বের সঞ্জীবনী সুধা,
এই রবিই বিশ্বের আবে হায়াত্।
এই রবিই বিশ্বের স্থিতির ধারা,
এই রবিই বিশ্বের জীবনী প্রপাত।

এই রবিই আজ হয়েছে উদয়
মোদের কলিজায় আলহামদুলিল্লাহ্।
ওরে মুরীদান লুটাও জানমাল,
শোকরান লিল্লাহে আজ্জা ও জাল্লা।

এসব নসীব বোলন্দ হয়রে কাহার,
এ নসীব আজ হয়েছে তোদের।
এখনও তোরা দিলিনারে দাম
এর নাম যে জান মালরে তোদের।

মাওলানা মুহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ
মেদিনীপুরী।

الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم

الصلوة السلام على من * به سبحات ذات الله تجلى
الصلوة والسلام على من * ظهر منه جميع خلق الله
الصلوة والسلام على من * هو فى الامكان اعظم خليفة الله
الصلوة والسلام على من * منه استفاض جميع رسول الله
الصلوة والسلام على من * هو الواسطة بين الخلق وبين الله
الصلوة والسلام على من * فيه انعكست جميع اسماء الله
الصلوة والسلام على من * به تعزز اللوح والقلم وعرش الله
الصلوة والسلام على من * هو مدينة العلم وعرفان الله
الصلوة والسلام على من * هو الفيض الاقدس الاول من الله
الصلوة والسلام على من * هو القاعد المكرم على عرش الله
الصلوة والسلام على من * بروحه يسع جميع خلق الله
الصلوة والسلام على من * حقيقته مظهر جل حقائق الله
الصلوة والسلام على من * به فاض انهار الوجود من الله
الصلوة والسلام على من * فيه اندرجت تصاوير خلق الله
الصلوة والسلام على من * ليس فوقه احد من دون الله
الصلوة والسلام على من * بنوره تنور العوالم بقضاء الله
الصلوة والسلام على من * لولاه لما ظهر اسرار الله

الصلوة والسلام على من * هو الشافع المشفع عند الله

الصلوة والسلام على من * لاطريق الابه الى قرب الله

الصلوة والسلام على من * سواء اطاعته لا اطاعة الله

الصلوة والسلام على من * منكره مطرود من باب الله

الصلوة والسلام على من * هو المخبر الصادق عن غيب الله

الصلوة والسلام على من * له خضعت جميع ملائكة الله

الصلوة والسلام على من * او نقت بيه رياض ملكوت الله

الصلوة والسلام على من * تدفقت به حياض جبروت الله

الصلوة السلام على من * هو المقصود والمراد فى صنع الله

الصلوة والسلام على من * هو بحر الانوار ومعدن اسرار الله

الصلوة والسلام على من * عروس المملكة وامام حضرة الله

الصلوة والسلام على من * تجلى على عينه جمال الله

الصلوة والسلام على من * هو الجنس العالى فى عماء الله

الصلوة والسلام على من * هو الجوهر الفريد فى خلق الله

الصلوة والسلام على من * الصلوة عليه تجذب غفران الله

الصلوة والسلام على من * للمصلى عليه درجات عند الله

الصلوة والسلام على من * هو احب الى من اهلى والى والله

فـضــل الـصـلـــوات

ফদ্লুস্ সালাওয়াত্

(দরূদ শরীফের ফযীলত)

الـحـمـد لـلـه حـمـدا كـثـيـرا طـيـبـا مـبـاركـا فـيـه ثـم الـصـلـوة والـسـلام علي سـيـدنـا مـحـمـد وعـلـى ال سـيـدنـا مـحـمـد عـدد خـلـقـه ورضـا نـفـسـه وزنـة عـرشـه ومـداد كـلـمـاتـه وعـدد مـعـلـومـاتـه امـا بـعـد فـقـد قـال الـلـه تـعـالـى ان الـلـه ومـلائـكـتـه يـصـلـون عـلـى الـنـبـى يـاايـهـا الـذيـن امـنـوا صـلـوا عـلـيـه وسـلـمـوا تـسـلـيـمـا ـ

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর উপর রহমত নাযিল করিতেছেন এবং তাঁহার ফেরেশতাবর্গও নবীর উপর রহমত বর্ষণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন, (অতএব), হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর রহমত নাযিল করিবার জন্য প্রার্থনা করিও (অর্থাৎ, দরূদ শরীফ পাঠ করিও) এবং সালাম দিও।" – আল-কুরআন, সূরা আহযাব-৫৬

এই মর্মার্থ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, 'দরূদ শরীফ' পাঠরূপ কার্যে আল্লাহ তা'আলা নিজেও অংশগ্রহণ করিতেছেন এবং সঙ্গে তাঁহার ফেরেশতাবর্গও। এবং সেই সঙ্গে ঈমানদারগণকেও 'দরূদ শরীফ' পাঠের জন্য আদেশ করিতেছেন। কুরআন মজিদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান রাখেন, এমন ব্যক্তিও আশা করি জানেন যে, একমাত্র এই **'দরূদ শরীফ'** পাঠ ব্যতীত অন্য কোনো কার্যেই আল্লাহ তা'আলা নিজে অংশ গ্রহণ করেন না। এই কার্যে তাঁহার অংশগ্রহণ করা হইতেই সুস্পষ্টরূপে

প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের জন্য দরূদ শরীফ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কত অধিক। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই বুযুর্গানে দ্বীন যেমন আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা'রানী (রা.) তাঁহার কিতাব তাম্‌বীহুল মুগতার্‌রীনের মধ্যে, আবদুল আজিজ দাব্বাগ (রা.) তাঁহার 'এবরীজ' কিতাবের মধ্যে, ফক্বিহ আবুল লায়স্‌ সমরকান্দী (রা.) "তাম্‌বিহুল গাফেলীন-এর মধ্যে 'দরূদ শরীফ' পাঠ করাকে সর্বোত্তম আমলসমূহের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, এতদ্‌সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যাও নিতান্তও কম নহে। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত হাদীস এবং বুযুর্গদের বাণীসমূহ একথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য **'দরূদ শরীফ'** পাঠ ঈমানদারদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

আমার প্রণীত 'মানারূত তাওহীদ' কিতাবে উপযুক্ত আয়াত সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা হইয়াছে এবং ইন্‌শাআল্লাহ্‌ অত্র গ্রন্থেও যথাসময়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে। উপস্থিত, 'দরূদ শরীফ' সম্বন্ধে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের আহাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীসমূহ যতদূর সম্ভব বর্ণনা করা হইতেছে। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই গ্রন্থে বর্ণিত আহাদীস ও অন্যান্য বাণী সমূহের মধ্যে কতিপয় বাণী আংশিক উদ্ধৃতি মাত্র– সার্বিক নহে। এমন ধারণা কখনই সত্য নহে যে, এই গুলি ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস বা মূলবান বাণী নাই। পাঠকবর্গকে অবহিত করানোই আমার উদ্দেশ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(দরূদ শরীফ পাঠের অত্যাবশ্যকতা ও ফযীলত এবং উহা ত্যাগের পরিণাম) সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস

ইমাম নবুবী (রা.) তাঁহার গ্রন্থ 'আজ্‌কার' এর ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, '**দরূদ শরীফ**' পাঠের ফযীলত ও আদেশ সূচক হাদীস সংখ্যায় অনেক। আমি শুধুমাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিলাম, যদ্বারা অন্যান্য হাদীস সমূহের প্রসারতা সম্বন্ধে অনুমান করা যাইবে।' ইমাম সাহেবের এই উক্তি অতি সত্য। কারণ এই সম্পর্কে হাদীসের সংখ্যা অধিক যে, তাহা সংখ্যায় গণনা করা প্রায় অসম্ভব। তাঁহারই অনুসরণ মাত্র কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

١- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة صلى الله وملائكته عليه عشرا فليكثر عبد او ليقل (اخرجه ابن عاصم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما) -

হাদীস নং-১

'যে কেহ আমার উপর একবার '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতারাও তাহার প্রতি রহমত নাযিল হইবার জন্য দশবার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাহার ইচ্ছা হয় বেশি করুক অথবা কম করুক।' (এই হাদীস ইব্‌নে আবু আসেম হযরত আবদুল্লাহ বিন্‌ উমর রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন)

٢- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة كتب الله له قيراطا والقيراط مثل احد (اخرجه عبد الرزاق عن على رضى الله عنه)

হাদীস নং-২

'যে কেহ আমার উপর একবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এক কীরাত সওয়াব দিয়া থাকেন। এক কীরাত ওহুদ পাহড়ের সমতুল্য।' (ইমাম আবদুর রাজ্জাক হযরত আলী রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٣۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على يوم الجمعة مائة صلاة غفر له خطيئة ثمانين عاما) قال ابومحمد جبر فى كتاب الملاذ والاعتصام على الراوى فرايت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت يارسول الله حدثنى ابو مقاتل عنك بان من صلى عليك يوم الجمعة مائة صلاة غفرت له خطيئة ثمانين سنة قال صدق ابو مقاتل فكان روايه يقول انا احدثكم عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا احدثكم عن ابى مقاتل لان الشيطان لايقدر ان يتمثل بالنبى صلى الله عليه وسلم ۔

হাদীস নং-৩

আল্লামা আবু মুহাম্মদ জবর্ স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল 'মালাজ্ ওয়াল এ'তেসাম; এ বর্ণনা করিয়াছেন– 'অতঃপর আমি নবী পাক্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামাকে স্বপ্নে দেখিলাম। বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আমাকে আবু মুকাতিল আপনার বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর শুক্রবারে ১০০ বার **'দরূদ শরীফ'** পড়িবে তাহার আশি বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। রাসূলে পাক্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা

ইরশাদ করিলেন আবু মুকাতিল সত্যই বলিয়াছে। ঐ হাদীসের বর্ণনাকারী বলিলেন, আমি নবী পাক্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা হইতে তোমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করিতেছি– আবু মুকাতিল হইতে হাদীস বর্ণনা করিতেছি না। কেননা শয়তান নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম এর আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।

(যে কেহ জুমার দিন আমার উপর একশত বার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিবে তাহার আশি বৎসরের গুনাহ্‌কে আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করিবেন।) আবু মুহাম্মদ জবর 'কিতাবুল মালায্‌ ওয়াল এ'তেসামের' মধ্যে বলিয়াছেন– রাবি বলিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞেস করিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু মুকাতিল আপনার এক হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন যাহাতে আপনি বলিয়াছেন, যে কেহ জু'মার দিন আমার উপর একশতবার "দরূদ শরীফ" পাঠ করে তাহার আশি বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। (ইহা কি সঠিক?) তিনি বলিলেন– আবু মুকাতিল সঠিক রেওয়ায়েত করিয়াছে।

সেই অবধি রাবি বলিতেন, আমি এই হাদীসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হইতে নিজেই বর্ণনা করিয়া থাকি, আবু মুকাতিল হইতে নহে। কারণ, শয়তান কখনও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের রূপ ধারণ করিতে পারে না। অর্থাৎ, স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে কোন হাদীস শুনিলে তাহা সঠিক হইতে বাধ্য, যেহেতু হাদীস অনুযায়ী তাঁহাকে দেখা সম্বন্ধে কোন স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

(سعادة الدارين للنبهانى)

٤۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة واحدة امر الله حافظيه ان لايكتب عليه ذنبا ثلاثة ايام (ذكره الحافظ السخاوى فى القول البديع)

হাদীস নং-৪

'যে কেহ আমার উপর একবার 'দরূদ শরীফ' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার আমল লেখক ফেরেশ্‌তাকে তিনদিন তাহার গুনাহ্ লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন।'(এই হাদীস শরীফ আল্লামা হাফেজ সাখাভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'আল কাউলুল বাদী' এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।)

٥۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على فى يوم الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة (رواه الضياء فى المختار وغيره عن انس بن مالك رضى الله عنه واخرجه ابن شارهين عنه)

হাদীস নং–৫

'যে কেহ প্রতিদিন আমার উপর এক হাজার বার 'দরূদ শরীফ' পাঠ করবে, সে বেহেশতে তাহার স্থান না দেখিয়া মরিবে না।' (আল্লামা জিয়া "মুখতার" কিতাবের মধ্যে হযরত আনাস্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরো বর্ণনা করেন-ইবনে শারেহীন)

٦۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على فى يوم مائة مرة كتب الله له بها الف الف حسنة ومحا عنه الف الف سيئة وكتب له مائة صدقة مقبولة ومن صلى على ثم بلغتنى صلاته صليت عليه ونالته شفاعتى (ذكره ابوسعيد فى شرف المصطفى عن انس رضى الله عنه رفعه)

হাদীস নং-৬

'যে কেহ প্রত্যহ আমার উপর একশতবার 'দরূদ শরীফ' পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য এক লক্ষ নেকি লিখিয়া দেন– তাহার এ লক্ষ গুনাহ্‌কে

মুছাইয়া দেন, একশত সদ্‌ক্বার সওয়াব দেন। যে কেহ আমার উপর 'দরূদ শরীফ' পাঠ করে, সেই 'দরূদ শরীফ' আমার নিকট উপস্থাপিত হইলে আমি তাহার জন্য রহমতের প্রার্থনা করি এবং সে আমার শাফায়াত্ লাভ করিয়া থাকে।' (এই হাদীস শরীফ আল্লামা আবু সাঈদ 'শরফুল মুস্তফা' এর মধ্যে হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আন্‌হুর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।)

٧ـ قال رسول الله صلى الله علـه وسلم من صلى على فى كل يوم مائة مرة قضى الله مائة حاجة سبعين منهالاخرته وثلاثين منها لدنياه (اخرجه ابن مندة عن جابر رضى الله عنه وقال الحافظ ابوموسى المدينى انه حديث غريب حسن)

হাদীস নং-৭

'যে কেহ প্রত্যহ আমার উপর একশতবার "দরূদ শরীফ" পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার একশত 'হাজত্' পূর্ণ করেন। তন্মধ্যে ৭০টি আখেরাত সম্বন্ধীয় ও ৩০টি পার্থিব। (এই হাদীস শরীফ ইবনে মুনদা হযরত জাবের রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফেজ আবু মুসা মদিনী বলিয়াছেন– এই 'হাদীস শরীফ' গরীব এবং হাসান)।

٨ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على من بعيد اعلمته (اخرجه ابو الشيخ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال الحافظ السخاوى وسنده جيد)

হাদীস নং-৮

'যে কেহ আমার কবরের নিকট 'দরূদ শরীফ' পাঠ করে আমি তাহা শুনিতে পাই এবং যে দূরবর্তী স্থানে থাকিয়া আমার উপর 'দরূদ শরীফ' পাঠ করে তাহা আমাকে জানানো হয়।' (এই হাদীস শরীফ আবু শেখ হযরত আবু হুরায়রা

রাদীআল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা হাফেজ ছাখাভী বলিয়াছেন এর বর্ণনা সূত্র সঠিক)

٩ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا وكل الله ملكا ليبلغنى وكفى امر دنياه واخرته وكنت له يوم القيامة شهيدا او شفيعا اخرجه العشارى عن ابى هرير رضى الله عنه)

হাদীস নং-৯

'যে কেহ আমার কবরের নিকট '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করে তাহা আমি শুনিতে পাই এবং দূরবর্তী স্থানে আমার উপর '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করিলে উহা আমার নিকট পৌছাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। এই দরূদ শরীফের সাহায্যে তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিষয় সুসম্পাদিত হয় এবং কেয়ামত দিবসে আমি তাহার পরিত্রাণের জন্য সাক্ষী অথবা শাফাআতকারী হইব।'

١٠ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة من الصلاة قضى الله مائة حاجة سبعين من حوائج الاخرة وثلاثين من حوائج الدنيا الحديث (رواه الديلمى فى الفردوس وغيره عن انس رضى الله عنه)

হাদীস নং-১০

অর্থাৎ, 'যে কেহ জু'মার দিন ও রাত্রিতে একশতবার '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার একশত মনোবাসনা পূর্ণ করেন– তন্মধ্যে ৭০টি আখেরাত সম্বন্ধীয় এবং ৩০টি পার্থিব।' (আল্লামা দায়লমী মস্‌নদে ফেরদাউসে এই '**হাদীস শরীফ**' হযরত আনাস রাদীআল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

۱۱- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على مائة صلاة حين يصلى الصبح قبل ان يتكلم قضى الله مائة حاجة يعجل له منها ثلاثين ويؤخر له سبعين الحديث (رواه احمد بن موسى عن جابر رضى الله عنه)

হাদীস নং-১১

'যে কেহ ফজরের নামাজ ব্যতীত কথাবার্তা বলিবার পূর্বেই একশতবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার একশত মনোবাসনা পূর্ণ করেন তন্মধ্যে ৩০টি পৃথিবীতেই দিয়া থাকেন ও ৭০টি আখেরাতের জন্য গচ্ছিত রাখেন।' (এই **'হাদীস শরীফ'** আহমদ বিন মূসা হযরত জাবের রাদীআল্লাহ তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন)

۱۲- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة لم يصل فيها على اهل بيتى لم تقبل منه (اخرجه الدارقطنى والبيهقى عن ابى مسعود الانصارى رضى الله عنه)

হাদীস নং-১২

'যে কেহ নামাজ পড়ে কিন্তু সেই নামাজের মধ্যে আমার এবং আমার পরিবারবর্গের উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে তবে সেই নামাজ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।' (আল্লামা দারেকুতনী এবং বায়হাকী হযরত আবু মাসউদ আন্‌সারী রাদীআল্লাহ তা'আলা আন্‌হু হইতে এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করিয়াছেন।

۱۳- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على يوم الجمعة كانت شفاعة له عندى يوم القيامة (اخرجه الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها)

হাদীস নং-১৩

'যে কেহ জুমা'র দিন আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে, কেয়ামত দিবসে সেই **'দরূদ শরীফ'** আমার নিকট তাহার জন্য শাফায়াতের কারণ হইবে।' (আল্লামা দারে কুত্বনী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদীআল্লাহু তা'আলা আন্‌হার বরাত দিয়ে এই **'হাদীস শরীফ'** বর্ণনা করেন)।

١٤ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة (رواه الدارقطنى عن ابى هريرة رضى الله عنه وحسنه العراقى ومن قبله عبد الله بن النعمان وروى نحوه الخطيب عن انس رضى الله عنه ـ

হাদীস নং-১৪

'যে কেহ জুমা'র দিন আমার উপর ৮০ বার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ্‌কে ক্ষমা করেন।'

(দারে কুত্বনী হযরত আবু হুরায়রা রাদীআল্লাহু আনহুর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আল্লাম ইরাকী হাসান বলিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা খতীব বোগদাদী হযরত আনাস্ রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)।

١٥ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العصر من يوم الجمعة فقال قبل ان يقوم من مكانه اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى اله وسلم تسليما ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما وكتبت له عبادة ثمانين سنة (رواه ابن بشكوال عن ابى هريرة رضى الله عنه)

হাদীস নং-১৫

'যে কেহ জুমা'র দিন আসরের নামাজান্তে দাঁড়াইবার পূর্বে আমার উপর এই **'দরূদ শরীফ'** ৮০ বার পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং ৮০ বৎসর এবাদতের সওয়াব লিখেন। **'দরূদ শরীফ'** আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়ি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম তাস্লীমা।' (ইহা ইব্নে বিশকাওয়াল হযরত আবু হুরায়রা রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)।

١٦ـ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلى على فى كتاب الم تزل الملائكة يستغفرون له مادام اسمى فى ذالك الكتاب (رواه الطبرانى وغيره عن ابى هرير رضى الله عنه)

হাদীস নং-১৬

'কোন কিতাব পাঠ করিলে তন্মধ্যে আমার নাম পড়িয়া যদি কেহ **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে তবে যতদিন সেই কিতাবে আমার নাম বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন।' (ইহা আল্লামা তাবারানী এবং আরো অনেকে হযরত আবু হুরায়রা রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

١٧ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عنى علما فكتب معه صلاة على لم يزل فى اجرما قرى ذالك الكتاب (اخرجه الدارقطنى وغيره عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه)

হাদীস নং-১৭

'যদি কেহ আমার হাদীস লিখিবার সময় তদ্‌সহিত আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** লিখিয়া থাকে তবে যতদিন পর্যন্ত সেই কিতাব মনুষ্য সমাজে পঠিত হইতে থাকিবে ততদিন তাহার (ঐ লেখকের) সওয়াব হইতে থাকিবে।' (ইহা আল্লামা

দারে কুত্বনি এবং আরো অনেকে হযরত আবু বকর্ সিদ্দীক রাদীআল্লাহ আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

١٨ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت له (رواه البخارى فى الادب المفرد والطبرانى والعقيلى عن ابى هريرة رضى الله عنه وهو حديث حسن ورجاله رجال الصحيح)

হাদীস নং-১৮

'যে কেহ এই **"দরূদ শরীফ"** পাঠ করিবে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লে ইব্‌রাহীমা ওয়া বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলে ইবরাহীমা ওয় তারাহ্‌হাম্ আ'লা মুহাম্মাদেঁও ওয়াআলা আ'লে মুহাম্মাদিন্ কামা তারাহ্‌হাম্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলে ইব্‌রাহীমা'– তাহা হইলে কিয়ামত দিবসে আমি তাহার জন্য সাক্ষী ও শাফায়াত্‌কারী হইব।' (ইহা ইমাম বুখারী আল্-আদাবুল মুফ্‌রাদ এ এবং ইমাম তাবারানী ও ওক্বাইলী হযরত আবু হুরায়রা রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীস হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ।)

١٩ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى (رواه الامام

احمد وغيره عن رويفع بن ثابت الانصارى رضى الله عنه)

হাদীস নং-১৯

'যে ব্যক্তি এই '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আন্‌জিল্‌হুল মুকার্‌রাবা ইন্‌দাকা ইয়াওমাল্ কেয়ামাতে'– তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইয়া যায়।' (ইমাম আহমদ এবং অনেকে হযরত রুয়াইফা বিন্ সাবিত আন্‌সারী রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٢٠۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله اتعب سبعين ملكا الف صباح (رواه ابو نعيم وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما)

হাদীস নং-২০

'যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করে– 'জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা বিমা হুয়া আহ্‌লুহু' সেই ৭০ জন ফেরেশতাকে ক্রমাগত এক হাজার দিন সকালে (ইহার সওয়াব লিখিবার জন্য) কষ্ট দিয়া থাকে।' (আবু নুয়াইম এবং অনেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন)

٢١۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدان الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودان الذى وعدته حلت له شاعتى يوم القيامة (رواه البخارى عن جابر رضى الله عنه)

হাদীস নং-২১

আজান শুনিয়া যেই ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্ দাওয়াতিত, তাম্মাতি ওয়াস্সালাতিল ক্বায়িমাহ্ আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াব্আস্হু মাকামাম্ মাহ্মূদা নিল্লাজি ওয়াআদ্তাহু– 'কিয়ামত দিবসে তাহার শাফায়াত্ আমার জন্য ওয়াজিব হইবে।' (ইমাম বুখারী হযরত জাবের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٢٢ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان انجاكم يوم القيامة من اهوالها ومواطنها اكثركم على صلاة فى دار الدنيا انه قد كان في الله وملائكته كفاية اذ يقول ان الله وملائكته يصلون على النبى الاية فامر بذالك المؤمنين ليثيبهم عيه (اخرجه ابو القاسم التيمى فى ترغيبه عن انس رضى الله عنه)

হাদীস নং-২২

'হে মানবমণ্ডলী-[অবগত হও] কেয়ামত দিবসে সমস্ত বিপদাপদ অধিক পরিত্রাণ লাভকারী ঐ ব্যক্তি, যে পৃথিবীতে আমার উপর অধিক পরিমাণে '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে বলিয়াছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর প্রতি রহমত নাযিল করিতেছেন এবং সমস্ত ফেরেশ্তাবর্গ [নবীর উপর] রহমত নাযিল করিবার জন্য প্রার্থানা জানাইতেছেন। হে ঈমানদারগণ তোমরাও রহমত নাযিল করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইও।'– এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার ফেরেশ্তাবর্গই যথেষ্ট ছিলেন নবীর প্রতি রহমত নাযিল করিবার ও তজ্জন্য প্রার্থনা করিবার জন্য– শুধুমাত্র ঈমানদারদিগকে পুরস্কৃত করণার্থে সেই রহমতের প্রার্থনায় শামিল হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।' (আবুল কাসেম আত্তাইনী 'তারগিব'-এর হযরত আনাস রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٢٣۔ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلی علی صلاة صلی الله علیه وملائکته عشرا ومن صلی علی عشرا صلی الله علیه وملائکته مائة ومن صلی علی مائة صلی الله علیه وملائکته الف صلاة ولم یمس جسده النار (رواه السخاوی عن انس بن مالك رضی الله عنه)

হাদীস নং-২৩

'যে কেহ আমার উপর একবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ দশবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর ১০০ বার রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ একশতবার রহমতের প্রার্থনা করেন। এইরূপে যে ১০০ বার আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে আল্লাহ্ তাহার উপর ১০০০ বার রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ ১০০০ বার রহমত নাযিলের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তির দেহকে দোযাখের অগ্নি স্পর্শ করিতে পারে না।' (আল্লামা ছাখাভী হযরত আনাস বিন মালেক রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٢٤۔ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلی علی مائة کتب الله بین عینیه براءة من النفاق وبراءة من النار واسکنه یوم القیامة مع الشهداء (رواه الطبرانی فی الاوسط والصغیر عن انس رضی الله عنه)

হাদীস নং-২৪

'যে কেহ প্রত্যহ আমার উপর ১০০ বার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দুই চোখের মাঝখানে 'নেফাক্' ও দোযখের আগুন হইতে মুক্তির

সুসংবাদ লিখিয়া দেন অর্থাৎ, তাহাকে নেফাক্ ও দোযখ হইতে মুক্তি দান করেন এবং কেয়ামত দিবসে শহিদানদের সহিত তাহার বাসস্থান নির্ধারিত করিবেন।' (ইমাম তাবারানী আউসাত ও ছগির এর মধ্যে হযরত আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٢٥ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات (اخرجه النسائى وغيره عن انس رضى الله عنه)

হাদীস নং-২৫

'যে কেহ আমার উপর একবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। (এতদ্ব্যতীত) তাহার দশটি গুনাহ মুছিয়া দেওয়া হয় এবং (আল্লাহ তা'আলার নিকট) দশগুণ পদোন্নতি হয়। (ইমাম নাসাঈ এবং অনেকে হযরত আনাস্ রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٢٦ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عشرا فكانما اعتق رقبة (ذكره فى الشفاء عن ابن وهب رضى الله عنه)

হাদীস নং-২৬

'যে কেহ আমার উপর একবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে সে যেন একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেয়– অর্থাৎ, একটি গোলাম আজাদ করিবার সওয়াব্ লাভ করে।' (আল্লামা ক্বাযী আয়াজ শেফা শরীফে হযরত ইবনে ওয়াহাব রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٢٧ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على

(اخرجه الديلمى في مسند الفردوس وغيره عن عائشة رضى الله عنها)

হাদীস নং-২৭

'যদি কেহ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় দেখা করিতে চায়, যে তিনি তাহার উপর সন্তুষ্ট। তবে তাহার কর্তব্য আমার উপর আধিক্যের সহিত **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করা।' (আল্লামা দাইলামি মস্‌নদুল ফেরদাউসে এবং আরো অনেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٢٨- من ذكرت عنده فليصل على ومن صلى على مرة صلى الله عليه عشرا (اخرجه الامام احمد وغيره عن انس بن مالك رضى الله عنه)

হাদীস নং-২৮

'কাহারো নিকট আমার নাম উচ্চারিত হইলে তাহার উচিত আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করা। আমার উপর একবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দশবার রহমত বর্ষণ করেন।' (ইমাম আহমদ এবং আরো অনেকে হযরত আনাস্ বিন মালেক রাদীয়াল্লাহু তা'লা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٢٩- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بهؤلاء الدعوات فى دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة منى يوم القيامة اللهم اعط محمدن الوسيلة واجعل فى المصطفين محبته وفى العالين درجته وفى المقربين داره (رواه الطبرانى فى الكبير عن ابى امامة رضى الله عنه)

হাদীস নং-২৯

'যে কেহ প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই দোয়া পাঠ করে, কেয়ামত দিবসে তাহার জন্য আমার শাফায়াত্ ওয়াজিব হইবে।' (ইমাম তাবারানি 'কাবীর' এর মধ্যে হযরত আবু উমামা রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

দোয়া ঃ 'আল্লাহুম্মা আতে মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াজ্‌আল্ ফিল্ মুসতাফায়ানে মুহাব্বাতাহু ওয়া ফিল আ'লিনা দারাজাতাহু ওয়া ফিল্ মুকার্‌রাবিনা দারাহু।'

٣٠۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يحدث بحديث فنسيه فليصل على فان فى صلاته على خلفا من حديثه وعساه ان يذكره (اخرجه الديلمى عن عثمان بن ابى حرب الباهلى رضى الله عنه)

হাদীস নং-৩০

'যদি কেহ কোন হাদীস বর্ণনা করিবার সময় [হঠাৎ] উহা ভুলিয়া যায় এবং সে তাহা স্মরণ করিবার ইচ্ছা রাখে, [তৎক্ষণাৎ] আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করুক। কেননা দরূদের গুণে সে হাদীস বলার মধ্যে সাহায্য পাইবে। সম্ভবতঃ সে যাহা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা স্মরণ হইবে।' (ইমাম দাইলমি হযরত উসমান বিন আবি হারব বাহেলি রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٣١۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا فيه من الصلاة على فان صلاتكم معروضة على قالوا يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يعنى بليت قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء (رواه احمد وغيره عن اوس بن اوس رضى الله عنهما قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخارى وصححه كثير من الحفاظ)

হাদীস নং-৩১

'দিবসের মধ্যে উত্তম হইতেছে জুমা'র দিবস। ঐ দিবসে আদম আলাইহিস্ সালামের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছিল। সেই দিবসেই সিঙ্গা ফুঁক দেওয়া হইবে এবং সকলের মৃত্যু হইবে। অতএব, তোমরা ঐ দিবসে (জুমাদিবস) আমার উপর অধিক পরিমাণে **'দরূদ শরীফ'** পাঠ কর।' তাঁহারা [সাহাবাগণ] আরজ করিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, মৃত্যুর পর আপনার দেহ তো মাটিতে মিশিয়া যাইবে, তাহা হইলে কি করিয়া আমাদের [পঠিত] **'দরূদ শরীফ'** আপনার নিকট উপস্থিত করা হইবে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা নবীগণের দেহকে মাটির জন্য হারাম করিয়াছেন, অর্থাৎ, নবীগণের দেহ কখনও মাটিতে মিশিয়া যাইবে না।'

(ইমাম আহ্‌মদ এবং আরো অনেকে হযরত আওস বিন আওস রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকেম বলেন—এই হাদীস শরীফ ইমাম বুখারীর শর্ত অনুসারে সহীহ্ এবং অধিকাংশ হাফেজ এটাকে সহীহ বলিয়াছেন।)

٣٢۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن عبد مؤمن يذكرنى فيصلى على الاكتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات (رواه النسائى وغيره بسند حسن عن انس رضى الله عنه)

হাদীস নং-৩২

'কোন ঈমানদার বান্দা আমাকে স্মরণ করিয়া আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দশটি নেকী দান করেন: দশটি গুনাহ্ মুছিয়া ফেলেন এবং দশগুণ পদোন্নতি দান করেন।' (ইমাম নাসাঈ এবং অনেকে হাসান সনদে হযরত আনাস্ রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٣٣۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن عبد يسلم على الارد الله تعالى روحى حتى ارد

عليه السلام (رواه احمد وغيره عن ابى هريرة رضى الله عنه ورواه ابن عساكر باسناد حسين بل صححه النووى فى الاذكار وغيره)

হাদীস নং-৩৩

'যখন কোন বান্দা আমাকে সালাম দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ মুবারককে আমার মধ্যে ফিরাইয়া দেন, যে পর্যন্ত না আমি তাহার সালামের জবাব দিই।' (ইমাম আহমদমসহ অনেকে হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্ আজকার এর মধ্যে ইমাম নববী এই হাদীস শরীফটি সহীহ্ বলিয়াছেন।)

٣٤ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على النبى صلى الله عليه وسلم الالم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ماتقدم منهما وماتأخر (اخرجه الحسن بن سفيان وغيره)

হাদীস নং-৩৪

'দুইজন মুসলমানের সাক্ষাৎ হইলে যখন তাহারা পরস্পর মোসাফাহ্ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে তখন তাহারা পৃথক হইবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন।' (হাসান ইবনে সুফিয়ানসহ অনেকে এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন)

٣٥ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعاء الابينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد وعلى ال محمد فاذا فعل ذالك انخرق ذالك الحجاب ودخل الدعاء واذا لم يفعل رجع الدعاء (رواه البيهقى وغيره عن على بن ابى طالب رضى الله عنه)

হাদীস নং-৩৫

'যখন কোন ব্যক্তি দোয়া করে তখন ঐ দোয়া এসে ব্যক্তি এবং আকাশের মাঝখানে একটি পর্দা পড়িয়া থাকে যাহা ভেদ করিয়া সেই দোয়া উপরে উঠিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার বংশধরদের জন্য **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে। **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিলে সেই পর্দা ছিন্ন হইয়া যায় এবং দোয়া আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়। **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করিলে দোয়া (ব্যর্থ হইয়া) ফিরিয়া আসে।' (ইমাম বায়হাকি সহ অনেকে এই হাদীস শরীফ হযরত আলী ইব্‌নে আবু তালিব রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٣٦۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم الاكان عليهم من الله ترة يوم القيامة فان شاء عذبهم وان شاء غفرلهم (رواه احمد وغيره عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وحسنه الترمذى)

হাদীস নং-৩৬

'যদি অনেক লোক (একত্রিত হইয়া) মজলিশ করিয়া বসে অথচ তাহারা আল্লাহর যিকিরও করে না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের জন্য দরূদ শরীফও পাঠ করে না তবে ঐ সমস্ত লোকের জন্য এই অপরাধ আল্লাহর তরফ হইতে কেয়ামত দিবসে অনুতাপের কারণ হইবে এবং সেই অপরাধের জন্য ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে আযাব করিবেন ইচ্ছা করিলে তাহা ক্ষমাও করিতে পারেন।'

(ইমাম আহ্‌মদসহ অনেকে হযরত আবু হুরায়রা রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٣٧۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم ثم تفرقوم غير ذكر الله وصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم الاقاموا عن انتن جيفة (رواه الطيالسى وغيره عن جابر رضى الله عنه قال الحافظ السخاوى ورجاله رجال الصحيح على شرط مسلم)

হাদীস নং-৩৭

'যদি কতকগুলি লোক একত্রে মিলিত হইয়া আল্লাহ তা'আলার যিকির ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর '**দরূদ শরীফ**' পাঠ ব্যতিরেকেই (পুনঃ) ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় তবে তাহার উপমা গলিত মৃতদেহের সংসর্গ হইতে উঠার সমতুল্যই হইবে।'

(ইমাম তায়ালসিসহ অনেকে হযরত জাবের রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ছাখাভি বলেন এই হাদীস শরীফের বর্ণনাকারীগণ মুসলিম শরীফের শর্তানুসারে সহীহ্।)

٣٨۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيئ طهارة وغسل وطهارة قلوب المومنين من الصدا بالصلاة على (ذكره السخاوى فى القول البديع عن محمد بن القاسم رفعه)

হাদীস নং-৩৮

'প্রত্যেক বস্তুকে ধৌত ও পরিষ্কার করিবার এক একটি উপকরণ আছে- ঈমানদারদের হৃদয়কে মরিচা হইতে পবিত্র করিবার উপকরণ হইতেছে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ।' (ইমাম ছাখাভী কাওলুল বাদী এর মধ্যে মুহাম্মদ বিন্ কাসেম (র.) র বরাত দিয়ে বর্ণনা করিয়াছেন-এই হাদীসখানা মা'রফু।)

٣٩ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء موقوف بين السماء والارض لايصعد حتى يصلى على فلا تجعلونى كغمر الراكب صلوا على اول الدعاء واوسطه واخره (اخرجه الترمذى موقوفا على عمر ورفعه رزين)

হাদীস নং-৩৯

'আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করা পর্যন্ত সমস্ত দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে। অতএব, তোমরা আমাকে মোসাফের-দিগের পেয়ালার ন্যায় অগ্রাহ্য ও অবহেলা করিও না। দোয়ার প্রথমে, মাঝে এবং শেষে আমার উপর 'দরূদ শরীফ পাঠ করিও।'

٤٠ـ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته ولم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بماشاء (تيسير الاصول عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه)

হাদীস নং-৪০

'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে শুনলেন কিন্তু **'দরূদ শরীফ'** পড়িতে শুনিলেন না–তখন তিনি বলিলেন, 'এই লোকটি তাড়াতাড়ি করিয়াছে।' অতঃপর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেহ নামাজ পড়িলে তাহার উচিত প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও মহিমা জ্ঞাপন করা, তৎপরে নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর **'দরূদ শরীফ'**

পাঠ করা এবং তৎপরে যাহা ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করা।' (তায়সিরুল উসূলের মধ্যে হযরত ফুদালাতা বিন উবায়দ রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণিত।)

٤١ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فان صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم (اخرجه ابو داؤد وغيره عن ابى هريرة رضى الله عنه)

হাদীস নং-৪১

'তোমরা নিজেদের গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করিও না। (অর্থাৎ, গৃহে সুন্নাত্ ও নফল নামায পড়িবার ব্যবস্থা রাখিও) এবং আমার কবরকে ঈদগাহে পরিণত করিও না অর্থাৎ, ঈদের দিনের মতো শুধু একদ্বিন আমার রওজায় এসে সারা বৎসর বসে থেকো না অথবা তোমরা আমার রওজাকে ঈদের মত আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র বানাইও না) বরং আদবের সাথে যেয়ারত করতে থাকো। আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিও–তোমরা যেখানে থাক না কেন, তোমাদের (পঠিত) **'দরূদ শরীফ'** আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।' (ইমাম আবু দাউদ সহ অনেকে হযরত আবু হুরায়রা রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٤٢ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لايذكر الله تعالى فيه فيبدأ به وبالصلاة فهو اقطع ممحوق من كل بركة (اخرجه الديلمى فى الفردوس وغيره عن ابى هريرة رضى الله عنه)

হাদীস নং-৪২

'আল্লাহ তা'আলার যিকির ও আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার বাক্যালাপই বরকতশূন্য হইয়া থাকে।' (ইমাম দাইলমি মস্‌নদুল ফেরদাউস সহ অনেকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٤٣- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم (اخرجه الديلمى فى الفردوس عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم)

হাদীস নং-৪৩

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করিলে প্রত্যেক দোয়া অবরুদ্ধ থাকে (অর্থাৎ, গ্রহণীয় হয় না)।'

(ইমাম দাইলমি মসনদুল ফেরদাউসে হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٤٤- كان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما اذا صلى على النبى صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سوله فى الاخرة والاولى كما اتيت ابراهيم وموسى (رواه عبد بن حميد وغيره عن عباس رضى الله عنهما قال الحافظ السخاوى واسناده جيد قوى صحيح)

হাদীস নং-৪৪

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন তখনই এই দোয়া পড়িতেন– 'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল শাফা'য়াতা মুহাম্মাদিনিল কুব্‌রা ওয়ার্‌ফা দারাজাতাহুল্‌ উল্‌ইয়া ওয়া আ'তেহি সুলাহু ফিল আখেরাতে ওয়াল উলা জামা আতায়তা ইবরাহীমা ওয়া মূসা।'

(আবদুল্লাহ বিন্ হুমায়দ্ সহ অনেকে হযরত আব্‌দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা হাফেজ ছাখাভি বলেন– এই হাদীস শরীফের বর্ণনা সূত্র সঠিক শক্তিশালী এবং বিশুদ্ধ।)

٤٥ـ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفرا لى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك (احرجه الامام احمد وغيره عن فاطمة رضى الله عنهما قال الترمذى هذا حديث حسن)

হাদীস নং-৪৫

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন প্রথমে **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিতেন, অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন 'আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি জুনুবি ওয়াফ্‌তাহলি আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা এবং মসজিদ হইতে বহির্গমনকালে প্রথমে **'দরূদ শরীফ'** এবং পরে পড়িতেন 'আল্লাম্মাগ্‌ফিরলি জুনুবি ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা ফাদ্‌লিকা।' (ইমাম আহমদ সহ অনেকে হযরত ফাতেমা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন এই হাদীস হাসান।)

٤٦ـ قال ابى بن كعب قلت يارسول الله انى اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتى قال ماشئت قلت الربع قال ماشئت وان زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ماشئت وان زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلاتى كلها قال اذاتكفى همك ويغفرلك ذنبك (رواه الترمذى والحاكم وصححه مشكوة)

হাদীস নং-৪৬

'উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করি। এই দরূদের কত অংশ আপনাকে দান করিব? 'তিনি বলিলেন, 'তোমাদের যাহা ইচ্ছা'– আমি বলিলাম, 'এক চতুর্থাংশ?' –তিনি বলিলেন, "তোমার যাহা খুশী–তবে তিনি বলিলেন, 'তোমার যাহা খুশী– তবে আরও অধিক হইলে তোমার জন্য ভাল।' আমি বলিলাম, "তবে দুই তৃতীয়াংশ?' –তিনি বলিলেন, 'তোমার যাহা খুশী–তবে আরও অধিক হইলে তোমার জন্য মঙ্গলদায়ক।' আমি বলিলাম, 'তবে সমস্ত দরূদই আপনাকে দান করিব।' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তোমার সমস্ত চিন্তা দূর করিতে ইহা সাহায্য করিবে এবং তোমার গুনাহ্ মার্জিত হইবে।' ইমাম আহমদ (রা.) যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অর্থ অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'তাহা হইলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত চিন্তাই আল্লাহ তা'আলা দূর করিবেন।' (ইহা ইমাম তিরমিযি ও হাকেম সহীহ হিসেবে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٤٧ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لجبريل اى الاعمال احب الى الله عزو جل قال الصلاة عليك يا محمد وحب على بن ابى طالب (رواه الديلمى فى الفردوس عن على رضى الله عنه)

হাদীস নং-৪৭

আমি জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করিলাম, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন্ আমল প্রিয়তম? তিনি বলিলেন, 'হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, সেই আমল হইল আপনার উপর **'দরূদ শরীফ'** এবং আলী ইবনে আবি তালিবের মুহাব্বত।' (ইমাম দাইলমি মস্‌নদুল ফেরদাউসে হযরত আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٤٨ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وكل لى ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلى

على الاقال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين امين ولا اذكر عند مسلم فلا يصلى على الا قال ذانك الملكان لاغفر الله لك وقال الله وملائكته لذينك الملكين امين (اخرجه الطبرانى وغيره عن ام انس وابنة الحسين بن على عن ابيها رضى الله عنهم)

হাদীস নং-৪৮

'আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়াছেন। যখনই কোন মুসলমান আমার নাম শুনিয়া আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে তখনই তাঁহারা বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন' – তদুত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ বলেন, 'তাহাই হোক' –এবং যখন কোন মুসলমান আমার নাম শুনিয়া **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে তখন উক্ত ফেরেশতা বলিয়াছেন, 'তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা না করুন'–তদুত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশ্‌তাবর্গ বলেন, 'তাহাই হোক।' (ইমাম তাব্‌রানিসহ অনেকে উম্মে আনাস্ এবং ইবনাতেদ হোসাইন বিন্ আলী হইতে তিনি তার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٤٩- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة على نور على الصراط ومن صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما (اخرجه ابن شاهين وغيره عن ابى هريرة رضى الله عنه)

হাদীস নং-৪৯

'আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পুলসিরাতের উপর নূরে পরিণত হইবে। যে কেহ জুম'য়ার দিন আমার উপর ৮০ বার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে তাহার ৮০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।' (এটা ইব্‌নে শা'হিন এবং আরো অনেকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٥٠- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على فان الصلوة على كفارة لكم وزكاة ومن صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا (رواه ابن ابى عاصم فى الصلاة النبوية وغيره عن انس رضى الله تعالى عنه فان الصلاة على درجة لكم (هذا فى رواية لابى القاسم التيمى وابى موسى المدينى)

হাদীস নং-৫০

'তোমরা আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করো। কারণ তাহা তোমাদের গুনাহের কাফ্‌ফারা হইবে এবং হৃদয়ে পবিত্রতা আনয়ন করিবে। যে ব্যক্তি আমার উপর একবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। আমার প্রতি **'দরূদ শরীফ'** তোমাদের আখেরাতের উন্নতি আনয়ন করিবে।' (এটা ইবনে শা'হিন এবং আরো অনেকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٥١- زينوا مجالسكم بالصلاة على فان صلاتكم على نور لكم يوم القيامة (اخرجه الديلمى فى الفردوس عن ابن عمر رضى الله عنهما)

হাদীস নং-৫১

'আমার প্রতি **'দরূদ শরীফ'** পাঠ দ্বারা তোমাদের মজলিস সমূহকে সুন্দর ও সুসজ্জিত কর কারণ, তোমাদের পঠিত **'দরূদ শরীফ'** কেয়ামত দিবসে নূরে পরিণত হইবে।' (ইহা ইমাম দাইলমি (র.) মসনদুল ফেরদাউস এর মধ্যে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন।)

٥٢- رقى النبى صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى الدرجة الاولى قال امين ثم رقى الثانية فقال امين ثم رقى الثالثة فقال امين فقالوا

يارسول الله سمعناك تقول امين ثلاث مرات قال لما رقيت الدرجة الاولى جاءنى جبريل فقال شقى عبد ادرك رمضان فانسلخ منه لم يغفرله فقلت امين ثم قال شقى عبد ادرك والديه او احدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت امين ثم قال شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت امين (رواه البخاريؒ فى الادب المفرد عن جابر رضى الله عنه) ورواه الحاكم فى المستدرك والطبرانى فى الكبير سماعيلؒوالبيهقى فى شعب الايمان وراه ايضا القاضى والضياء المقدسى ابن حبان ابن ابى شيبه والبزار والطبرى وادار قطنى وابن السنى ابن خزيمه وابو يعلى والترمذى واحمد والدقيقى وغيرهم بالفاظ شتى)

হাদীস নং-৫২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরের প্রথম ধাপে উঠিয়া বলিলেন, 'আমিন'–আবার দ্বিতীয় ধাপে উঠিয়া বলিলেন 'আমিন'–আবার তৃতীয় ধাপেও উঠিয়া 'আমিন' বলিলেন। সাহাবা আরজ করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আপনাকে তিনবার 'আমিন' বলিতে শুনিলাম– উহার কারণ কি? "তিনি বলিলেন "যখন আমি প্রথম ধাপে উঠি তখন জিবরাঈল (আ.) আসিয়া বলিলেন, দুর্ভাগ্যজনক সেই ব্যক্তি যে রমজান মাস পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা না পায়। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'আমিন' অর্থাৎ, তাহাই হউক। অতঃপর যখন দ্বিতীয় ধাপে উঠি তখন তিনি বলিলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক সেই লোক পিতামাতা উভয়কে অথবা দুইয়ের একজনকে পাওয়া সত্ত্বেও বেহেশতে প্রবেশ করিতে না

পারে'–ইহাতে আমি বলিলাম, 'আমিন'। তৎপর তৃতীয় ধাপে উঠিলে তিনি বলিলেন, 'দুর্ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আপনার নাম শুনিয়া আপনার উপর '**দরূদ শরীফ**' না পড়ে।' ইহাতেও আমি বলিলাম 'আমিন।'

٥٣- رايت رجلا من امتى يرعد على الصراط كما ترعد السعفة فجائته صلاته على فسكنت رعدته (رواه التيمى وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه(وفى رواية البخارى فى الادب المفرد عن جابر رضى الله عنه انى رايت البارعة عجبا رايت رجلا من امتى يزحف على الصراط مرة ويحبو مر ويتعلق مرة فجائته صلاته على فاخذت بيده فاقامته على الصراط حتى جاوزه)

হাদীস নং-৫৩

আমি দেখিলাম, আমার উম্মতের এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে–অতঃপর, সে আমার উপর যে দরূদ পাঠ করিত, সেই '**দরূদ শরীফ**' আসিয়া তাহাকে সাহায্য করায় তাহার কম্পন থামিল। (বুখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী 'গত রাত্রিতে আমি এক আশ্চর্য ঘটনা দেখিলাম,–দেখি আমার উম্মতের এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর একবার হামাগুড়ি দিয়া, একবার পিছন রগড়াইয়া চলিতেছে এবং মাঝে মাঝে আটকাইয়া যাইতেছে; এমন সময় সে আমার উপর যে '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করিত সেই '**দরূদ শরীফ**' আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইল যে পর্যন্ত না সে পুলসিরাত পার হইয়া গেল।'

(ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ এ হযরত জাবের (রা.) হইতে ইমাম হাকেম মুস্তাদরাক, ইমাম তাবারানী কাবীর, বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এছাড়া ইমাম ইসমাঈল ক্বাযী, জিয়াউল মুকাদ্দসি, ইবনে হাব্বান ইব্‌নে আবি শাইবা, বাজার তাবারি, দারেকুত্বনি, ইবনুস সুন্নী ইবনে হুযাইমা, আবু ইয়ালা, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আহমদ, দাক্বিক্বি আরো অনেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করিছেন।)

٥٤ـ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقفنا فى مجمع طرق فطلع اعرابى فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له وعليك السلام اى شيئ قلت حين جئتنى قال قلت اللهم صل على محمد حتى لاتبقى صلاة اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم سلم على محمد حتى لايبقى سلام اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى ارى الملائكة قد سدوا الافق (ذكره فى القول البديع عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ورواه الطبراني فى كتاب الدعوات عنه)

হাদীস নং ৫৪

অর্থাৎ, (রাবী বলিতেছেন), 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর সংঙ্গে বাহির হইয়া এক চৌরাস্তা আসিয়া দাঁড়াইলাম– এমন সময় একজন আরাবী বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমতুলাহে ওয়া বারাকাতুহু।' তিনি বলিলেন, "ওয়া আলাইকাস্‌সালামু– তুমি আমার নিকট আসিবার সময় কি বলিয়াছিলে? সে বলিল, আমি বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেন হাত্তা লা তাব্‌কা সালাতুন, আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহম্মাদেন হাত্তা লা তাব্‌কা বারাকাতুন, আল্লাহুম্মা সাল্লেম আলা মুহাম্মদেন হাত্তা লা ইয়াবকা সালামুন, আল্লাহুম্মারহাম মুহাম্মাদান, হাত্তা লা তাব্‌কা রাহমাতুন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'আমি দেখিতে পাইতেছি যে ফেরেশ্‌তাগণ আকাশের দিক দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছেন।' (বলাবাহুল্য, এই দরুদেরই প্রতিদান দেওয়ার জন্য ফেরশ্‌তারা সব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন)

(ইমাম ছাখাভী আলকাউলুল বাদী এর মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ইমাম তাবারানী তার কিতাবে আদ্ দাওয়াত এর মধ্যে বর্ণনা করেন।)

٥٥- حجو الفرائض فانها اعظم اجر امن عشرين غزوة فى سبيل الله وان الصلاة على تعدل ذاكله (اخرجه الديلمى فى مسند الفردوس عن عبد الله بن جراد رضى الله عنه)

হাদীস নং-৫৫

অর্থাৎ, তোমরা ফরয হজ্ব পালন কর– কারণ উহা দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে বৃহস্পতিবার জেহাদ করা হইতেও অধিকতর সওয়াব লাভ হইয়া থাকে আর আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করা এই সমস্ত আমলের সমতুল্য। (ইমাম দাইলমি মসনদুল ফেরদাউসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাররাদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٥٦- جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فشكا اليه الفقر وضيق المعاش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت منزلك فسلم ان كان فيه احد او لم يكن فيه احد ثم سلم على واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة ففعل الرجل فادر الله عليه الرزق حتى افاض على جير انه وقرابته (رواه ابوموسى المدينى عن سهل بن بن سعد رضى الله عنه)

হাদীস নং-৫৬

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসিয়া নিজ দারিদ্র্যের ফরিয়াদ করিলে তিনি বলিলেন, যখন

তুমি ঘরে প্রবেশ কর তখন (সেখানে) কেহ থাক বা না থাক, "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া প্রবেশ করিও। তৎপর আমার উপর **"দরূদ শরীফ"** পাঠ করিও এর পরে একবার সূরা এখ্‌লাস পাঠ করিও।' সেই ব্যক্তি তাহাই করিল। তাহাতে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর [সন্তুষ্ট হইয়া] এমনভাবে রিজিক দান করিলেন যে, তাহার প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদেরও যথেষ্ট হইয়া গেল। (হযরত আবু মূসা মদিনি হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٥٧- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم القيامة لاظل الاظله قيل من هم يا رسول الله قال من فرج على مكروب على امتى واحيا سنتى واكثر الصلاة على (ذكره صاحب الدر المنظم وعزاه الديلمى لانس بن مالك رضى الله عنه)

হাদীস নং-৫৭

অর্থাৎ, 'তিন প্রকার লোক কেয়ামত দিবসে আরশে আজিমের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে– যেইদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না।' সাহাবাগণ বলিলেন, তাহারা কে ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম? তিনি বলিলেন, 'যে আমার উম্মতের কাহারও দুঃখ নিরসন করে, যে আমার সুন্নতকে জীবিত রাখে এবং যে আমার উপর অধিক পরিমাণে **"দরূদ শরীফ"** পাঠ করে।'

٥٨- اوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصليها فى السفر والحضر يعنى صلاة الضحى وان لا انام الاعلى وتر وبالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم (اخرجه بقى بن مخلد وابن بشكوال من طريقه عن ابى ذر رضى الله عنه)

হাদীস নং-৫৮

আবু জার (রা.) বলিয়াছেন 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি কাজ করিতে উপদেশ দিয়েছেন– ১. ঘরে অথবা মোসাফিরিতে যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন 'দোহা'র নামায (চাশতের নামায) যেন আদায় করি, ২. বেত্‌রের নামায না পড়িয়া যেন না ঘুমাই এবং ৩. **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করি।' (বাক্বি ইবনে মুখলেদ এবং ইবনে বিশকাওয়াল হযরত আবু জর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٥٩۔ فما من عبد يصلى على حبالى الاجعل الله عز وجل من تلك الكلمة ملكاله جناح فى المشرق وجناح بالمغرب ورجلاه فى تخوم الارض وعنقه ملتوا تحت العرش فينغمس ذالك الملك فى الماء لم ينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذالك المصلى على الى يوم القيامة (ذكره عبد الوهاب الشعرانى فى كشف الغمة)

হাদীস নং-৫৯

'যখন কোন বান্দা মহব্বতের সঙ্গে আমার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা সেই দরূদের শব্দসমূহ হইতে একটি ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই ফেরেশ্‌তা এত বৃহৎ যে তাহার এক ডানা পূর্বদিকে এক ডানা পশ্চিম দিকে–পা দু'টি পৃথিবীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ঘাড় আরশে আজিমের নিম্নে সংলগ্ন। ঐ ফেরেশতা (সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার সন্নিকটস্থ নদীতে) ডুব দিয়া যখন পাখা নাড়ায় তখন সেই পাখা নিসৃত প্রতিটি পানির ফোটা হইতে এক একটি ফেরেশতা সৃষ্টি করেন যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত ঐ **'দরূদ শরীফ'** পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। (ইহা আবদুল ওহাব শা'রানী (র.) কাশফুল গুম্মাহ কিতাবে বর্ণনা করেন।)

٦٠۔ اذا جلس قوم يصلون على حفت بهم الملائكة من لدن اقدامهم الى عنان السماء بايديهم قراطيس الفضة واقلام الذهب يكتبون الصلا على النبى صلى الله عليه وسلم ويقولون زيدوا زادكم الله فاذا استفتحوا الذكر فتحت لهم ابواب السماء واستجيب لهم الدعاء واقبل الله عز وجل عليهم بوجهه مالم يخوضوا فى حديث غيره ويتفرقوا فان تفرقوا انصرف الكتبة يلتمسون حلق الذكر (كشف الغمة) رواه ابو القاسم بن بشكوال عن عقبه بن عامر رضى الله عنه وذكره صاحب الدر المنظم ايضا ۔

হাদীস নং-৬০

'যখন কোন জনতা বসিয়া আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের পা হইতে আকাশ পর্যন্ত তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলেন– তাঁহাদের হাতে রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে দ্বারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর (পঠিত **'দরূদ শরীফ'** লিখিতে থাকেন এবং বলেন, 'আরও বেশি করিয়া পাঠ করুন– আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাদিগকে বাড়াইয়া দিবেন।' যখন তাহারা যিকির আরম্ভ করে তখন আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং তাহাদের দোয়া কবুল হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বাক্যালাপে নিযুক্ত না হয় অথবা পরস্পর পৃথক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকেন, যখন তাহারা (মজলিশ ভঙ্গ করিয়া) পৃথক হইয়া যায় তখন ফেরেশ্‌তাগণ প্রত্যাবর্তন পূর্বক অন্য যিকিরের মজলিশে অনুসন্ধান করিয়াছেন।' (কাশফুল গুম্মাহ্‌ কৃত আবদুল ওহাব শা'রানী।) – ইহা আল্লামা আবুল কাসেম ইবনে বিশ কাওয়াল হযরত ওকবা বিন আমের (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আদ্‌দুররুল মুনজিম এর মধ্যেও এই হাদীস রয়েছে।)

হাফেজ সাখাভী (রা.) ইবনে হুরাইরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠে রত ছিলাম এবং আমার চক্ষু বন্ধ ছিল– এমন সময় দেখিলাম একজন লেখক কাল কালি দ্বারা একটি কাগজে আমার পঠিত দরূদ শরীফ লিখিতেছেন। এমন কি আমি তাহার সমস্ত লেখাগুলি দেখিতেছিলাম। অতঃপর যখন চক্ষু খুলিলাম তখনও তাহাকে দেখিতে পাইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। আমি তাঁহার সাদা কাপড় পর্যন্ত দেখিয়াছিলাম।'

٦١۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله سيارة من الملئكة اذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض اقعدوا فاذا دعا القوم امنوا على دعائهم فاذا صلوا على النبى صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض طوبى لهولاء يرجعون مغفورا لهم رواه ابو القاسم التيمى فى ترغيبه عن ابى هريرة رضى الله عنه)

হাদীস নং-৬১

'আল্লাহ তা'আলার কতেক ভ্রমণকারী ফেরেশ্‌তা আছেন তাঁহারা যখন কোন যিকিরের হাল্‌কায় (মজলিশের) নিকট দিয়া গমন করিয়া থাকেন, তখন একে অপরকে বলিয়া থাকেন, 'আসুন এইখানে বসুন।' যখন সেই জনতা কোন দোয়া করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'আমিন', 'আমিন' বলিতে থাকেন। যখন ঐ লোকগণ 'দরূদ শরীফ' পাঠ করেন তখন তাঁহারাও তাঁহাদের সহিত 'দরূদ শরীফ' পাঠ করিতে থাকেন। যেই পর্যন্ত না সেই জনতা যে যার মত চলিয়া যান। তখন তাঁহারা (ফেরেশ্‌তাগণ) বলিয়া থাকেন, সুসংবাদ এই লোকদের জন্য কারণ তাঁহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া বাড়ি ফিরিবে।' (আবুল কাসেম আত তাইমী তারগীবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٦٢۔ اذا نسيتم شيئا فصلوا على تذكروه ان شاء الله تعالى (اخرجه ابو موسى المدينى عن انس رضى الله عنه)

হাদীস নং-৬২

'যখন তোমরা কোন কিছু ভুলিয়া যাও তখন আমার উপর 'দরূদ শরীফ' পাঠ করিও। ইন্‌শাআল্লাহ তা'আলা বিস্তৃত কথা তোমাদের স্মরণ পথে উদিত হইবে।' (হযরত আবু মূসা আল্ মাদানী হযরত আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٦٣۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة واقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة اكثر الناس صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم (اخرجه ابن بشكوال عن ابى هريره رضى الله عنه)

হাদীস নং-৬৩

'যখন বৃহস্পতিবার আগমন করে তখন আল্লাহ তা'আলা একদল ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের হাতে রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে। বৃহস্পতিবার দিন এবং দিবাগত রজনীতে যাঁহারা অধিক পরিমাণে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর 'দরূদ শরীফ' পাঠ করিয়া থাকেন, ঐ ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাদের নাম লিখিতে থাকেন।' (ইবনে বিশকাওয়াল হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٦٤۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من طهوره فليقل اشهد ان لا اله آلا الله وان محمدا عبده ورسوله ثم ليصل على فاذا قال ذالك

فتحت له ابواب الرحمة (رواه ابو الشيخ الحافظ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه)

হাদীস নং-৬৪

অর্থাৎ, 'অযু অথবা গোসল করিবার পর তোমাদের উচিত, 'আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' বলা এবং অতঃপর আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করা। যে ব্যক্তি ইহা করে তাহার জন্য রহমতের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়।' (আবুশ্ শেখ হাফেজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন।)

٦٥۔ قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا طنت اذن احدكم فليصل على ليقل ذكر الله بخير من ذكرنى (رواه الطبرانى وغيره عن ابى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم)

হাদীস নং-৬৫

যখন তোমাদের কানে (যন্ত্রণাদায়ক) কোন শব্দ হইতে থাকে তখন আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিয়া বল 'জাকারাল্লাহু বি গায়রিন্ মান্ জাকারানি।' (ইহা দ্বারা উহা দূর কর) (ইমাম তাবারানীসহ অনেকে হযরত আবু রা'ফে মাওলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٦٦۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الموذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلو الله تعالى لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لاتنبغى الالعبد من الوسيلة فانها منزلة

فى الجنة لاتنبغى الالعبد من عباد الله تعالى وارجوا ان اكون هو انا فمن سال الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة (رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص)

হাদীস নং-৬৬

'যখন তোমরা কোন মুওয়াজ্জেনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যাহা বলে তোমরাও তাহাই বল। পরে আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ কর কারণ যে আমার উপর একবার **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। অতঃপর আমার জন্য 'ওসিলার' প্রার্থনা করিও। 'ওসিলা' হইল যাহা আল্লাহ তাআলার বান্দাগণের মধ্যে মাত্র একজনই পাইবে। আমি আশা করি আমিই সেই ব্যক্তি। যে আমার জন্য 'ওসিলার' প্রার্থনা করে তাহার জন্য আমার শাফায়াত্ ওয়াজিব হইবে।' (ইমাম মুসলিমসহ অনেকে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ হইতে বর্ণনা করেন।)

٦٧- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انجاكم يوم القيامة من اهوالها اكثركم على صلاة فى دار الدنيا (ذكره الشعرانى فى كشف الغمه)

হাদীস নং-৬৭

অর্থাৎ, 'দুনিয়ায় আমার উপর যে যত বেশি **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিবে, কেয়ামত দিবসে আপদ বিপদ হইতে সে তত বেশি পরিত্রাণ পাইবে।' (কাশফুল গুম্মাহ-কৃত আল্লামা শা'রানী।)

٦٨- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جعل الامتى فى الصلاة على افضل الدرجات (كشف الغمه)

হাদীস নং-৬৮

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই দরূদের মাধ্যমে আমার উম্মতের জন্য উচ্চতম মর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন।' (কাশফুল গুম্মাহ)

٦٩ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اريت همزة وجعفر وكان بين ايديهما طبق كله نبق كالزبر جديأكلان منه فقلت لهما ماوجدتما من افضل الاعمال والاقوال فقالا لااله الا الله قلت ثم ماذا قالا الصلاة عليك يارسول الله قلت ثم ماذا قالا حب ابى بكر وعمر رضى الله عنهما (رواه الطبرانى)

হাদীস নং-৬৯

'আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে জাফর ও হামজা (রা.).-কে দেখাইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে মনিমুক্তার ন্যায় ফলভরা থালা ছিল। তাঁহারা উহা হইতে ভক্ষণ করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করিলাম, 'আপনারা কোন আমল এবং কোন্‌ কথাকে সর্বোত্তম দেখিলেন?' তাহারা জবাব দিলেন– ১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।' আবার জিজ্ঞেস করিলাম, 'তাহার পর কোন আমল উত্তম?' তাঁহারা বলিলেন, ২. 'আপনার উপর **"দরূদ শরীফ"** পাঠ করা।' পুনঃ প্রশ্ন করিলাম, 'তাহার পর কি?' তাঁহারা বলিলেন, ৩. আবু বকর ও ওমর (রা.) এর মহব্বত।' (তাবারানী)

٧٠ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسى عشرا ادركته شفاعتى يوم القيامة (رواه الطبرانى عن ابى الدرداء رضى الله عنه)

হাদীস নং-৭০

যে কেহ সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার করিয়া **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করিবে, সে কেয়ামত দিবসে আমার শাফায়াত পাইবে। (ইমাম তাবারানী হযরত আবু দারদা (রা.) হইতে এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করিয়াছেন।)

٧١ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح وامسى وقال اللهم رب محمد صل على محمد وعلى ال محمد واجز محمدا صلى الله عليه وسلم ماهو اهله اتعب كاتبيه الف صباح (رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط عن جابر رضى الله عنه)

হাদীস নং-৭১

'যে কেহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বলে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বা মুহাম্মাদেন সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলে মোহাম্মাদিন ওয়াজ্‌যে মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মা হুয়া আহ্‌লুহ্' সে তাহার আমল লেখক ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে এক হাজার দিন 'কষ্ট' দিয়া থাকে– অর্থাৎ, ফেরেশতাদ্বয় এক হাজার নেকি লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। (ইমাম তাবারানী 'কাবীর' এবং 'আওসাত' এর মধ্যে হযরত জাবের (রা.) হইতে এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করিয়াছেন।)

٧٢ـ جائوا برجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فشهدوا عليه انه سرق ناقة لهم فامر النبى صلى الله عليه وسلم ان يقطع فولى الرجل وهو يقول اللهم صل على محمد حتى لايبقى من صلواتك شيئ اللهم سلم على محمد حتى لايبقى من سلامك شيئ فتكلم البعير وقال يا محمد انه برئ من السرقة فقال النبى صلى الله

عليه وسلم من ياتينى با الرجل فابتدر اليه سبعون من اهل بدر فجاءوا به الى النبى فقال ياهذا ماقلت انفا فاخبره بما قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاجل ذالك رايت الملائكة يخترقون السكك حتى كادوا يحولون بينى وبينك ثم قال صلى الله عليه وسلم لتردون الصراط ووجهك من القمر ليلة البدر (رواه الطبرانى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ـ

হাদীস নং-৭২

কতগুলি লোক অন্য একটি লোককে ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আনিয়া বলিল, "এই লোকটি আমাদের একটি উষ্ট্রী চুরি করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি তাহার হাত কাটিয়া দিবার আদেশ দিলেন। লোকটি ফিরিবার সময় বলিল, "আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদিন হাত্তা লা ইয়াব্কা মিন্ সালাতিকা শাইয়ুন, আল্লাহুম্মা বা'রিক আ'লা মুহাম্মাদিন হাত্তা লা ইয়াব্কা মিন বারাকা-তিকা আল্লাহুম্মা সাল্লিম আলা মুহাম্মাদিন হাত্তা লা ইয়াব্কা মিন সালামিকা শাইয়ুন) এমন সময় সেই উষ্ট্রি আসিয়া বলিল হে রাসলূ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম সেই লোকটি সম্পূর্ণ পবিত্র সে আমাকে চুরি করে নাই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'কে ঐ লোকটিকে ধরিয়া আনিতে পারিবে?' তখন ৭০ জন আহলে বদর গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন, 'তুমি সে সময় কি বলিয়াছিলে? সেই যাহা বলিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করায় তিনি বলিলেন, 'সেই জন্যই দেখিলাম ফেরেশ্তারা সমস্ত পথ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে–এমন কি তোমার ও আমার মাঝখানে আবরণ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। নিশ্চয় তুমি যখন পুলসেরাতে আসিবে তখন তোমার চেহারা

পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় হইবে। (ইমাম তাবারানী হযরত না'ফে এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٧٣- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتى السلام (رواه الحاكم وغيره وقال صحيح الاسناد)

হাদীস নং-৭৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তাআলার কতেক ভ্রমণকারী ফেরেশতা আছেন– তাঁহারা আমাকে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছাইয়া থাকেন।' (ইমাম হাকেমসহ অনেকে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন এটা সহীহ)

٧٤- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على جبريل عليه السلام فسلم على وقال فى سلامه السلام عليك يا اول السلام عليك يا اخر السلام عليك ياباطن السلام عليك ياظاهر قال فانكرت ذالك عليه وقلت يا جبريل كيف تكون هذه الصف لمخلوق مثلى وهذه صفة لاتكون الا للخالق جل وعز قال يامحمد اعلم ان الله تعالى امرنى ان اسلم عليك بهذا السلام لانه اختصك به دون جميع الخلق فسماك بالاول لانك اول الانبياء القى رورك فى صلب ابيك ادم ثم نقلك من صلب الى صلب الى ان اخرجه فى اخر الزمان وسماك الاخر لانك اخر الانبياء فى العصر وخاتم النبيين الى اخر الدهر

١

وسماك بالباطن لانه قرن اسمك مع اسمه فى ساق العرش من قبل ان يخلق اباك ادم بالفى عام ثم امرنى بالصلاة عليك فصليت يا محمد الف عام بعد الف عام حتى بعثك الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسماك بالظاهر لانه اظهرك على جميع الاديان وعرف نبوتك وفضلك وشرفك اهل السموات والارض واشتق لك اسما من اسمه وصفته من صفاته فربك محمود وانت محمد فقال النبى صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى فضلنى على جميع خلقه حتى فى اسمى وصفتى (روى الامام ابو محمد جبير فى كتابه الملاذ والاعتصام عن ابن عباس رضى الله عنهما)

হাদীস নং-৭৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন জিব্‌রাঈল (আ) একদা আসিয়া আমার প্রতি সালাম দিলেন এবং বলিলেন, 'আসসালামু ইয়া আউয়ালু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আখেরু। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া বাতেনু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া জাহেরু। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হইল– বলিলাম, 'হে জিব্‌রাঈল! এইরূপ আমার মত সৃজনের জন্য প্রযোজ্য হইবে কি প্রকারে? ইহা তো শুধু স্রষ্টার জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে। তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম জানিয়া রাখুন, আল্লাহ তা'আলা অপনার উপর এই ভাবেই সালাম দিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন– কারণ তিনি সমস্ত সৃজনের মধ্যে শুধু আপনাকে এইরূপ গুণে বিভূষিত করিয়াছেন। আপনাকে আউয়াল আখ্যা

দিয়েছেন এইজন্য যে, আপনিই ছিলেন সমস্ত নবীর আদি। আপনার নূরকেই আদম (আ.)-এর ঔরসে দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ঔরষের পর ঔরসে ক্রমাগত স্থানান্তরিত করিয়া এই শেষযুগে আপনাকে প্রকাশিত করা হয়। আপনাকে 'আখের' আখ্যা দেওয়ার কারণ এই যে, আপনি যুগের দিক দিয়া সমস্ত নবী (আ.)-এর শেষ এবং কেয়ামত পর্যন্ত আপনিই খাতামুন্ নাবীঈন। আপনাকে 'বাতেন' বলা হইয়াছে এইজন্য যে, আপনার পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃজনের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে 'আরশে আজিমের' মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার (নিজ) নামের সহিত আপনার নাম সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। পরে আমাকে আপনার উপর "দরূদ শরীফ" পাঠের আদেশ দিয়াছেন। আমি আপনার উপর হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিতেছিলাম যেই পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সমস্ত দ্বীনের উপর প্রভাবান্বিত এবং আপনর নবুওয়ত, মর্যাদা এবং মহিমাকে সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীবাসীর নিকট সুবিদিত করিয়াছেন এবং নিজ নাম ও গুণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আপনার নাম ও গুণ রাখিয়াছেন। তাই আপনার আল্লাহ তা'আলা হইতেছেন 'মাহমূদ' এবং আপনি 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।' তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই মহিমাময় আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাকে এমন কি আমার নাম ও গুণের দিক দিয়াও সমগ্র সৃজনের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন।' (আল্ মালাজ ওয়াল এ'তেসাম' এ ইমাম আবু মুহাম্মদ জবর হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٧٥- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجفاء ان اذكر عند رجل فلايصلى على)

হাদীস নং-৭৫

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, 'যাঁহার নিকট আমাকে স্মরণ করা হয়, সে যদি আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে সে আমার প্রতি দুর্ব্যবহারই করিয়া থাকে।' (ইমাম নুমাঈরী)

٧٦ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصل على فقد شقى (اخرجه ابن السنى عن جابر رضى الله عنه وغيره)

হাদীস নং-৭৬

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'যাহার নিকট আমাকে স্মরণ করা হয় সে যদি আমার উপর '**দরূদ শরীফ**' পাঠ না করে তবে সে দুর্ভাগ্যবান।' (ইবনুস সুন্নী হযরত জাবের (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٧٧ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطي الصلاة خطى طريق الجنة (اخرجه الطبرانى والطبرى عن الحسين بن على رضى الله عنهما ابن ماجه والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما والبيهقى والتيمى عن ابى هريرة رضى الله ـ

হাদীস নং-৭৭

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম "যাহার নিকট আমাকে স্মরণ করা হইয়া থাকে সে যদি আমার উপর 'দরূদ শরীফ' পাঠ করিতে ভুল করিয়া থাকে, সে বেহেশতের পথ পাইতেই ভুল করিয়া থাকে।' (ইমাম তাবারানী ও তাবারী হোসাইন বিন্ আলী (রা.) হইতে ইবনে মাজাহ্ এবং তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রা.) হইতে ইমাম বায়হাকী এবং তাইমি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٧٨ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصل على دخل النار (رواه الديلمى فى مسند الفردوس)

হাদীস নং-৭৮

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম (মস্‌নদুল ফেরদাউস-কৃত ইমাম দাইলমি।) বলিয়াছেন, 'যাহার নিকট আমাকে স্মরণ করা হইয়া থাকে সে যদি **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে তবে সে দোযখে প্রবেশ করিবে।' (মুসনুদুল ফেরদাউস-কৃত ইমাম দাইলমি।)

٧٩ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرء من البخل ان اذكر عنده فلايصلى على (رواه ابن ابى عاصم وغيره عن الحسن بن على رضى الله عنهم)

হাদীস নং-৭৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'কাহারও নিকট যদি আমাকে স্মরণ করা হয় তাহাতে সে যদি আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে তবে সে একজন বিশিষ্ট কৃপণ বলিয়া অভিহিত হইবে।' (ইবনে আবি আ'সেমসহ অনেকে হযরত হাসান ইবনে আলি (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٨٠ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على (رواه الحاكم وغيره وقال صحيح الاسناد على الحسين بن على رضى الله عنهما وروى نحوه النسائى وغيره عن ابيه على كرم الله وجهه)

হাদীস নং-৮০

রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'কৃপণ সেই, যে আমার নাম শ্রবণ করিয়া আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে।' (হাকেমসহ অনেকে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন সঠিক বর্ণনা সূত্র হলো

হোসাইন ইবনে আলি (রা.)-এর সূত্র অনুরূপ ইমাম নাসাঈ হযরত আলি কাররামাল্লাহু ওয়াজদাহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।)

٨١- فی شرف المصطفی لابی سعد الواعظ ان عئشة رضی الله عنها كانت تخيط شيئا فی وقت السحر فضلت الابرة وطفئی السراج فدخل عليها النبی صلی الله عليه وسلم فاضاء البيت بضوئه صلی الله عليه وسلم فوجدت الابرة فقالت ما اضوأ وجهك يارسول الله قال ويل لمن لايرانی يوم القيامة قالت ومن لايراك قال البخيل قلت ومن البخيل قال الذی لايصلی علی اذا سمع باسمی -

হাদীস নং-৮১

আয়েশা (রা.) একদা খুব ভোরে একটি কাপড় সেলাই করিতে ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সুচি হারাইয়া গেল এবং (তৎসঙ্গে) প্রদীপও নিভিয়া গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তথায় আসিলেন এবং তাঁহার নূরে ঘর আলোকিত হইয়া গেল। সেই আলোতে আয়েশা (রা.) তাঁহার সুচ খুঁজিয়া পাইলেন এবং বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আপনার চেহারা মুবারক কতই দীপ্তিময়!' তিনি বলিলেন, 'আফসোস্ তাহার জন্য যে কেয়ামত দিবসে আমাকে দেখিতে না পায়।' আয়েশা (রা.) বলিলেন, 'কে আপনাকে দেখিতে পাইবে না?' তিনি জবাব দিলেন, 'যেই ব্যক্তি কৃপণ।' আয়েশা (রা.) পুনঃ জিজ্ঞেস করিলেন, 'কৃপণ কে?' তিনি বলিলেন, 'যে আমার নাম শুনিয়া আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ না করে।'

٨٢- ان رجلا مر بالنبی صلی الله عليه وسلم ومعه ظبية قد اصطادها فانطق الله سبحانه الذی

انطق كل شيئ الظبية فقالت يارسول الله ان لى اولادا وانا ارضعهم وانهم الان جياع فامر هذا ان يخلينى حتى اذهب وارضع اولادى واعود قال فان لم تعودى قالت ان لم اعد فلعننى الله كمن تذكر بين يديه فلايصلى عليك او كنت كمن صلى ولم يدع فقال النبى صلى الله عليه وسلم اطلقها وانا ضامنها فذهبت الظبية ثم عادت فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك وعزتى وجلالى لانا ارحم بامتك من هذه الظبية باولادها وانا اردهم اليك كما رجعت الظبية اليك صلى عليه وسلم (رواه ابو نعيم فى الحليه)

হাদীস নং-৮২

'একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার সঙ্গে শিকারে ধৃত একটি হরিণও ছিল। যে আল্লাহ তা'আলা সকলকে কথা বলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন তিনিই এই হরিণীকেও কথা বলিবার শক্তি দান করিলেন।' তখন হরিণী বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমার কয়েকটি বাচ্চা আছে এবং আমি উহাদিগকে দুধ দিয়া থাকি। এখন তাহারা খুবই ক্ষুধার্ত। অতএব, আপনি এই ব্যক্তিকে আদেশ করুন যেন সে আমাকে (কিছুক্ষণের জন্য) ছাড়িয়া দেয়া। আমি বাচ্চাগুলিকে দুধ খাওয়াইয়া ফিরিয়া আসিব।' ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'যদি তুমি ফিরিয়া না আস তবে কি হইবে?' হরিণী বলিল, 'তাহা হইলে আমার উপর আল্লাহ তা'আলা ঐরূপ লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হইবে যেইরূপ লানত বর্ষণ হয় ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে আপনার নাম শুনিয়া 'দরূদ

শরীফ' পাঠ না করে। অথবা উহার সমতুল্য হইব যে **'দরূদ শরীফ'** পড়িয়া দোয়া না করে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তিকে বলিলেন, 'ইহাকে ছাড়িয়া দাও–সে যদি ফিরিয়া না আসে তবে আমি তাহার জামিন।' সে হরিণীকে ছাড়িয়া দিল। হরিণী চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিল। এমন সময় জিবরাঈল (আ.) আসিয়া বলিলেন, 'হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম দিয়া বলিতেছেন, 'আমার ইজ্জত ও জালালের কসম এই হরিণী তাহার বাচ্চাদের প্রতি যত স্নেহশীল, আমি আপনার উম্মতের প্রতি তদপেক্ষা অনেক বেশী দয়াশীল। সে যেমন আপনার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে তদ্রূপ আমিও আপনার উম্মতকে আপনার নিকট ফিরাইয়া দিব।'

٨٣- ففی شرف المصطفی عنه صلی الله علیه وسلم انه قال الا ادلكم علی خیر الناس وشر الناس واكسل الناس واسرق الناس قیل یارسول الله بلی قال خیر الناس من انتفع به الناس وشر الناس من یسعی باخیه المسلم واكسل الناس من ارق فی لیلة فلم یذكر الله بلسانه وجوارحه والام الناس من اذا ذكرت عنده فلم یصل علی وابخل الناس من بخل بالتسلیم علی الناس واسرق الناس من سرق صلاته قیل یارسول الله كیف یسرق صلاته قال لایتم ركوعها وسجودها -

হাদীস নং-৮৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'মানবজাতির মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা উত্তম, কে নিকৃষ্ট, কে অলস, কে চোর তদ্বিষয়ে তোমাকে সংবাদ দিব কি?' সাহাবাগণ বলিলেন, 'হ্যাঁ, বলুন।' তিনি বলিলেন, 'সর্বাপেক্ষা উত্তম সেই ব্যক্তি যাহার দ্বারা সমস্ত মানুষ উপকৃত হয়, নিকৃষ্ট

সে যে তাহার মুসলমান ভাইয়ের কূটনামী করে। সর্বাপেক্ষা অলস সে যাহার রাত্রিতে ঘুম আসে না অথচ সেই তাহার জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর যিকির করে না। সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য সেই, যে আমার নাম শুনিয়া আমার উপর '**দরূদ শরীফ**' পাঠ করে না। সর্বাপেক্ষা কৃপণ সে-ই যে মানুষের প্রতি সালাম দিতে কার্পণ্য করে। সবার বড় চোর সে-ই যে তাহার নামাযের মধ্যে চুরি করে।' সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে চুরি করে কি প্রকারে?' তিনি বলিলেন, 'যে ভালভাবে রুকু-সেজদা করে না।' (ইবনে আবু আ'ছেম।)

٨٤۔ عن ابی ذر الغفاری رضی الله عنه قال خرجت ذات يوم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا اخبركم بابخل الناس قالوا بلى قال من ذكرت عنده فلم يصل على فذالك ابخل الناس (رواه ابن ابی عاصم)

হাদীস নং-৮৪

আবু জার গিফারী (রা.) বলিয়াছেন, 'একদিন আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসিলাম। তিনি বলিলেন, 'মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে কৃপণ কে তাহা তোমাদিগকে বলিব কি?' সাহাবাগণ বলিলেন, 'যে আমার নাম শুনিয়া আমার উপর **"দরূদ শরীফ"** না পড়ে সে-ই সবচেয়ে বড় কৃপণ।' (বায়হাকী সহ অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফেজ সাখাভী বলিয়াছেন, এটা সহীহ হাদীস।)

٨٥۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس قوم مجلسا لايصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسرة وان دخلوا الجنة لما يرون من الثواب (رواه البيهقى

وغيره عن ابى سعيدن الخدرى رضى الله عنه قال
الحافظ السخاوى وهو حديث صحيح)

হাদীস নং-৮৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, 'কোন সম্প্রদায় যদি কোন মজলিসে বসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে, তাহা হইলে তাহারা বেহেশ্‌তবাসী হইলেও **'দরূদ শরীফ'** পাঠকারীদের বিশেষ পুরস্কার দেখিয়া অনুতপ্ত হইবে।'

হাদীস নং-৮৬

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসূউদ (রা.) বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে তাহার কোন ধর্ম নাই।'

এভাবে আল্লামা নাবহানী বর্ণনা করিয়াছেন।

٨٦۔ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل
على فلا دين له (اخرجه محمد بن حمدان المروزى)

মুহাম্মদ বিন হামদান মারূজী এটা বর্ণনা করিয়াছেন।

٨٧۔ عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا لا يرى
وجهى ثلاثة انفس العاق لو الديه وتارك سنتى ومن
لم يصل على اذا ذكرت بين يديه (كذا ذكره النبهانى)

হাদীস নং-৮৭

আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'তিন প্রকার লোক আমাকে দেখিতে পাইবে না ঃ ১. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, ২. আমার সুন্নত পরিত্যাগকারী, ৩. যে আমার নাম শুনিয়া **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই সমস্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাফেজ ইব্‌নে হাযার হায়তামী (রা.) তাহার কিতাব 'জাওয়াজের আন্ একতেরাফিল কাবায়ের' এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর নাম শুনিয়া **'দরূদ শরীফ'** পাঠ না করাকে কবিরা গোনাহের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। কারণ এই সমস্ত হাদীসে **'দরূদ শরীফ'** পাঠ ত্যাগকারীর জন্য যথেষ্ট কুপরিণামের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে– যাহা কবিরা গুনাহ্ নির্ণয়ের জন্য মানদণ্ডস্বরূপ।

٨٨ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثركم على صلاة اقربكم منى غدا (ذكره صاحب الدر المنظم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه)

হাদীস নং-৮৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে অধিক পরিমাণে আমার উপর **'দরূদ শরীফ'** পাঠ করে সে কেয়ামত দিবসে আমার অতি নিকটবর্তী হইবে।' এটা 'দুররুল মুনজিম'-এর লিখক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٨٩ـ قال رسول الله صلى الله وسلم ايما مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل فى دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فانها زكواة (رواه البخارى فى الادب المفرد عن ابى سعيدن الخدرى رضى الله عنه)

হাদীস নং-৮৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যদি কোন মুসলমানের সদকা দিবার সামর্থ্য না থাকে তবে সে বলুক,

'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সাল্লে আলাল্ মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতে ওয়াল্ মুস্‌লিমিনা ওয়াল মুস্‌লিমাতি'– ইহার বরকতে তাহার সদকা দেওয়া কাজই হইবে। ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

.٩ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة الا بطهور وبالصلوة على (اخرجه الدار قطني وغيره عن عائشة رضى الله عنه)

হাদীস নং-৯০

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'ওযু এবং আমার উপর দরূদ শরীফ ব্যতীত নামায হইতে পারে না।' (ইমাম দারা কুত্বনীসহ অনেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন।)

٩١ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلواة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلواة لمن يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا صلواة لمن لم يحب الانصار (اخرجه ابن ماجه عن سهل بن سعد رضى الله عنه)

হাদীস নং-৯১

অর্থাৎ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যাহার ওযু নাই তাহার জন্য কোন নামাজ নাই। যে ওযু করিবার সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম স্মরণ না করে তাহার জন্য কোন ওযু নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ না করে তাহার জন্য কোন নামায নেই। যে আন্‌সারগণকে ভাল না বাসে তাহার জন্যও কোন নামায নাই।' (ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন।)

٩٢- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم (رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد رضى الله عنه)

হাদীস নং-৯২

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ ব্যতিরেকে কোন ওযু হইতে পারে না।' (ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন।)

দ্রষ্টব্য ঃ পাঠকের সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যেকটি হাদীসের শেষে আরবী ও (বাংলা ভাষায় তাহার সনদ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ পাঠের উপকারিতার সংখ্যা নির্ণয়

প্রথম পরিচ্ছেদে যে সমস্ত হাদীস বিবৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে উলামায়ে কেরাম দরূদ শরীফ পাঠের উপকারিতার এক সংখ্যাবাচক তালিকা নির্মাণ করিয়াছেন এর প্রত্যেকে নিজ নিজ গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 'মাসালেকুল হুনাফা', 'দুররুল মানদুদ', 'জালাউল আফহাম', 'মাতালেউল মুসার্‌রাত' ইত্যাদি গ্রন্থ এই বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

হাফেজ ইবনুল কাইয়েম তাঁহার কিতাব 'জালাউল আফহাম'-এর মধ্যে যে তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমি তাহারই অনুসরণে পাঠক পাঠিকাদের নিকট নিম্নোক্ত বর্ণনা পেশ করিতেছি ঃ

১। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে দরূদ শরীফ পাঠের যে আদেশ করিয়াছেন তাহা পালন করা হয়।

২। আল্লাহ্ তা'আলার কাজের সহিত সমতা রাখা হয় অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর সর্বদা রহমত নাযিল করিতেছেন এবং আমরাও তাঁহার উপর রহমত নাযিলের প্রার্থনা দ্বারা সেই কাজে যোগদান করিতেছি।

৩। ফেরেশ্‌তাগণের প্রার্থনার সহিত আমাদের প্রার্থনার সামঞ্জস্য রাখা হয়।

৪। প্রতিবার দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দশটি রহমত লাভ করা হয়। (হাদীস নং ১, ২৮, ৫০, ৬৬)

৫। দশগুণ বর্ধিত মর্যাদা লাভ করা হয়। (হাদীস নং ৩২, ২৫, ৬৮)

৬। আমলনামায় দশটি নেকী লাভ করা যায়। (হাদীস নং ৩২)

৭। দশটি গুনাহ মুছিয়া যায়। (হাদীস নং ২৫, ৩২)

৮। দোয়া কবুল হইবার উপযুক্ততা লাভ করে) কারণ দরূদ শরীফ ব্যতীত দোয়া কবুল হয় না। (হাদীস নং ৩৫, ৩৯, ৪৫)

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের শাফায়াত পাইবার জন্য বিশেষ উপযুক্ততা লাভ করা যায়। (হাদীস নং ৬, ১৮, ১৯, ২৯, ৬৬)

১০। গুনাহের ক্ষমা লাভ করা যায়। (হাদীস নং ৩, ৬, ১৪, ১৫, ৪৬, ৪৯ ও ৫০)

১১। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত চিন্তা দূরীভূত হয়। (হাদীস নং ৯, ৪৬) 'দুর্‌রুল মানদুদ' কিতাবে এই হাদীস সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও সনদ বিবৃত করিবার পর বলা হইয়াছে।

فنتج من ذالك ان من جعل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم معظم عبادته كفاه الله تعالى بينهم دنياه واخرته وفقنا الله تعالى لذلك امين -

অর্থাৎ, 'ইহা হইতে সাব্যস্ত হয় যে যদি কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করাকে নিজ এবাদতের মধ্যে বৃহৎ অংশ করিয়া থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত চিন্তা দূর করিবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে তাওফীক দান করুন। আমীন।'

১২। কেয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম এর সান্নিধ্য লাভ হইবে (হাদীস নং ৮৮)

১৩। দরিদ্র লোকের জন্য সদকার কাজ হইয়া থাকে। (হাদীস নং ৬, ৮৯)

১৪। দরূদ শরীফের দ্বারা মনের ইচ্ছা-আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। (হাদীস নং ১০)

১৫। আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন (হাদিস নং ২৭) এবং ফেরেশতাগণের দোয়া লাভ করা যায় অন্যথায় ফেরেশতাগণ বদ্ দোয়া করেন। (হাদীস নং ১৬, ৪৮)

১৬। দরূদ শরীফ পাঠকারী পবিত্রতা লাভ করে। (হাদীস নং ৩৮)

১৭। মৃত্যুর পূর্বেই বেহেশ্‌তের সুসংবাদ পাওয়া যায় (হাদীস নং ৫)। (হাফেজ আবু মূসা তদীয় কিতাবে ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার স্বপক্ষে বিশেষ হাদীস পেশ করিয়াছেন।)

১৮। কেয়ামত দিবসে আরশে আজিমের ছায়ায় স্থান লাভ হইবে (হাদীস নং ৪৫৭) এবং ঐ দিবসের আনুসঙ্গিক বিপদাপদ হইতেও রক্ষা পাইবে। (হাদীস নং ৬৭)

১৯। দরূদ শরীফ ও সালামের জবাব দিয়া থাকেন। (হাদীস নং ৩৩)

২০। কোন কিছু ভুলিয়া গেলে তাহা স্মরণে আসিয়া যায়। (হাদীস নং ৩০, ৬২)

২১। কেয়ামত দিবসে আফ্‌সোস করিতে হইবে না–অন্যথায় তাহা করিতে হইবে। (হাদীস নং ৮৫)

২২। দারিদ্র্য (বিশেষভাবে মনের দারিদ্র্য) দূর হয়। (হাদীস নং ৫৬)

২৩। দরূদ শরীফ কৃপণতার বদনামী দূর করে। (হাদীস নং ৭৯, ৮০)

২৪। বেহেশতের পথ হারাইতে হয় না। (হাদীস নং ৭৭)

২৫। মজলিসের কুপরিণাম হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়। (হাদীস নং ৩৬, ৩৭ ও ৮৫)

২৬। পুলসিরাত অতিক্রমকালে যথেষ্ট নূর প্রাপ্তি ঘটে। (৪৯, ৭২) এবং তৎকালীন পদস্খলন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় (হাদীস নং ৫৩)

২৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর সহিত দুর্ব্যবহার ও বেয়াদবীর অপরাধ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২৮। আকাশবাসীগণ দরূদ শরীফ পাঠকারীদের প্রশংসা করিয়া থাকেন (তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৬৯ ও ৭০ নং দ্রষ্টব্য)

২৯। দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাওয়া যায় (হাদীস নং ৫২, ৭৬) এবং আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়। (হাদীস নং ৮২)

৩০। দরূদ শরীফ পাঠকারীর আমলে বরকত লাভ হয়।

(হাদীস ৪২) উত্তম আমলের বিকাশ হয় (হাদীস ঃ ৪৭)

৩১। আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভের পর প্রশস্ত হয় এবং তওবার তাওফীক লাভ হয়। (৬৬ নং বর্ণনা তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

৩২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি হয়–যাহা পারলৌকিক মুক্তির জন্য একান্তই জরুরি।

৩৩। যে যত অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাহাকে তত অধিক মহব্বত করেন। (হাদীস ঃ ৮৮)

৩৪। মহব্বত বৃদ্ধির দরুণ দরূদ শরীফ পাঠকারীর ক্বল্‌ব সজীব হইয়া উঠে এবং তাহার হেদায়াতের পথ প্রশস্ত হয়। ক্বলবের কালিমা দূর হয়। (হাদীস ঃ ৩৮)

৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দরূদ শরীফ পাঠকের নাম পেশ করা হয় যাহা তাহার মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট। কারণ তখন তিনি তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। এইজন্য সাধক কবি বলিয়াছেন ঃ

من خطرت منه ببالك خطرة *

حقيق ان يسمو وان يتقدما ـ

অর্থাৎ, 'যাহার কথা আপনার মনে উদয় হয়, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম সে মর্যাদাবান ও অগ্রগামী হইতে বাধ্য।'

৩৬। গোলাম আজাদ করার সওয়াব লাভ হয়। (হাদীস ঃ ২৬)

৩৭। নেফাক ও দোজখ হইতে মুক্তি লাভ হয়। (হাদীস ঃ ২৩, ২৪)

৩৮। কানের রোগ দূর হয়। (হাদীস ঃ ৬৫)

'শারহুদ্ দালায়েল' এর মধ্যে এই বিষয়ে আরও দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ববিধ মঙ্গল যে দরূদ শরীফের মাধ্যমে লাভ করা যাইতে পারে তাহা গ্রন্থকার বহু ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অত্র গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উদ্ধৃতি স্থগিত রাখিতে হইল। যাহা হউক, গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে বর্ণনা সমূহ দেওয়া হইল উহা এই তালিকার প্রতিটি বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোকপাত করিবে আশা করা যায়। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদ্রষ্টা ও জ্ঞানী।

দরূদ শরীফ পাঠ সম্বন্ধে বুযুর্গানদের মন্তব্য

১। 'রেসালায়ে কোশাইরী'তে শায়খ আবুল কাশেম কোশায়রী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে অহী দ্বারা বলিয়াছিলেন, 'হে মূসা! (আ.), আমি তোমাকে দশ সহস্রগুণ অধিক শ্রবণ শক্তি দান করিয়াছিলাম, যদ্দ্বারা তুমি আমার কালাম শ্রবণ করিতে পারিয়াছ এবং দশ সহস্রগুণ অধিক কথন শক্তি দান করিয়াছিলাম, যদ্দ্বারা তুমি আমার সহিত কথা বলিতে পারিয়াছ। (এক্ষণে) যদি তুমি আমার রাসূল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ কর তাহা হইলে তুমি আমার অধিক নিকটবর্তী ও প্রিয় হইবে।'

২। হাফেজ আবু নাঈম (র.) কিতাব 'শেফাউল আস্ক্বাম' এ বলিয়াছেন, 'এমনও রেওয়ায়েত আসিয়াছে যে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে বলিয়াছেন, 'হে

মূসা! (আ.) তুমি কি চাও যে তোমার বাকশক্তি তোমার জিহ্বার যত নিকটবর্তী, তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার চক্ষুর যত নিকটবর্তী, তোমার রূহ তোমার দেহের মত যত নিকটবর্তী তাহা অপেক্ষাও আমি তোমার অধিকতর নিকটবর্তী হই?' তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'তাহা হইলে তুমি আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ কর।'

৩। হাফেজ সাখাভী (র.) বলেন, 'কোন রওয়ায়েতে এমন বর্ণিত হইয়াছে যে বনি ইসরাঈলের মধ্যে অতি গুনাহগার একজন লোক ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে লোকেরা তাহার মৃতদেহ একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে বলিলেন, 'হে মূসা (আ.), তুমি ঐ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাও এবং তাহার জানাযার নামায পড়, কারণ আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।' মূসা (আ.) বলিলেন, 'ইয়া আল্লাহ্ তা'আলা! কি কারণে আপনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'সে একদিন তাওরাত কিতাব পাঠ করিবার সময় আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর নাম দেখিয়া তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছিল—সেই জন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি।'

৪। আবু মুহাম্মদ জাবর (র.) তদীয় কিতাব 'আল মালাজ ওয়াল এ'তেসাম' এর মধ্যে বলিয়াছেন, 'এমনও রেওয়ায়েত আসিয়াছে যে, মূসা (আ.) নীলনদ পার হইবার উদ্দেশ্য যখন তাঁহার লাঠি দ্বারা পানির উপর আঘাত করিলেন, তাহাতে পানি বিন্দুমাত্র সরিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'তুমি আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর।' তিনি দরূদ পাঠ করিলেন, তখন পানি সরিয়া গেল এবং তাঁহার গমনপথ খুলিয়া গেল।'

৫। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ গুনাহ্‌কে এমনভবে মুছিয়া দেয় যেমন পানি আগুনকে মুছিয়া দেয় এবং তাঁহার উপর সালাম দেওয়া গোলাম আজাদ করার চেয়েও উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত, আল্লাহ তা'আলার পথে জেহাদ করা অপেক্ষাও অধিকতর মঙ্গলময়।

৬। হযরত আলী (রা.) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে সে কেয়ামত দিবসে এমন নূর লাভ করিবে যাহা সমগ্র সৃজনের মধ্যে বন্টন করিলেও যথেষ্ট হইবে।'

৭। হযরত আয়েশা (রা.) তা'আলা আনহা বলিয়াছেন, 'তোমরা দরূদ শরীফ পাঠের দ্বারা তোমাদের মজলিসকে সুশোভিত কর।'

৮. আবু মুহাম্মদ জাবের (র.) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ, বেহেশ্‌ত লাভের পথ।'

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলিয়াছেন, 'যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর ৭০ বার রহমত নাযিল করেন ও ফেরেশতাগণ তাহার জন্য ৭০ বার রহমত নাযিলের দোয়া করেন। (মেশকাত)

৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা.) বলিয়াছেন, 'যে নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা না হয় তাহা নামাযই নয়।' তিনি জায়েদ ইবনে ওহাব (রা.) কে বলিয়াছিলেন, 'হে যায়েদ! জুমা দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর ১০০০ বার দরূদ পাঠাভ্যাস কখনও পরিত্যাগ করিও না। তুমি এইভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করিও 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিনিন্‌ নবীয়্যিল উম্মিয়্যি।'

১০। আবু মুহাম্মদ জাবের (রা.) আবু শোয়েব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রা.) এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'তোমরা জুম্মা দিবসে জ্ঞান প্রচার কর। যেহেতু জ্ঞানের আপদ হইতেছে ভুল, অতএব তোমরা ঐ দিবসে অধিক পরিমাণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর।'

১১। হযরত আলী ইবনুল হোসাইন আলী (রা.) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করা আহলে সুন্নাতের নিদর্শন।'

১২। ইমাম শাফেয়ী (র.) তদীয় কিতাবুল উম্মা এর মধ্যে বলিয়াছেন, 'মানুষ সর্বস্থানে অধিক মাত্রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করুক– ইহা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়।'

১৩। 'আল কাওলুল বাদী' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আবু গাচ্ছান (রা.) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে সে দিবারাত্রি এবাদতকারীর সমতুল্য।'

১৪। ইবনে নোমান (র.) বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা সমস্ত আহলে ইলমের মতানুযায়ী অতি উৎকৃষ্ট আমল। দরূদ শরীফের বদৌলতে মানুষ দুনিয়া এবং আখেরাতে মঙ্গল লাভ করিতে পারে।'

১৫। হালিমী (র.) তদীয় কিতাব 'শুয়াবুল ঈমান' এর মধ্যে বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর তাজীম করা ঈমানের এক প্রধান অঙ্গ। তাজিমের মর্যাদা মহব্বতের বহু উর্ধ্বে।' অতএব আমাদের উচিত তাঁহাকে অধিক পরিমাণে তাজিম ও মহব্বত করা।

১৬। ফেরেশ্‌তাগণ কোন শরীয়তের অধীন নহেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সান্নিধ্য লাভে দরূদ শরীফকে তাঁহাদের উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবস্থা করিয়াছেন, এমতাবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা আমাদের জন্য জন্য বড় কর্তব্য হওয়া উচিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

১৭। হাফেজ সাখাভী (র.) বলিয়াছেন, "ঈমানের প্রধান নিদর্শন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম মহব্বত জ্ঞাপনার্থে, তাঁহার হক আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার প্রতি তা'জীম প্রদর্শনার্থ তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি যে অসামান্য করুণা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতা উৎকৃষ্ট পন্থা হইল তাঁহার উপর নিয়মিত দরূদ শরীফ পাঠ করা। কারণ, তিনি

আমাদের জন্য দোযখ হইতে পরিত্রাণ, বেহেশতে প্রবেশ লাভ এবং আখেরাতে কৃতকার্যতা লাভের উপকরণ।'

১৮। আক্‌লিশী (র.) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ অপেক্ষা অন্য কোন জ্ঞান, উপলক্ষ্য এবং কোন আমল অধিকতর উপকারী হইতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে যথেষ্ট নূর লাভ হইয়া থাকে এবং এই দরূদ শরীফ পাঠ সমস্ত আওলিয়া কেরামের সকাল সন্ধ্যার ওজিফার প্রধান অঙ্গ। অতএব তুমি সর্বদা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিও, কেননা তদ্দ্বারা তুমি গোমরাহী হইতে রক্ষা পাইবে, তোমার আমল পবিত্র হইবে, (কালবী) উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিতে পারিবে। তোমার কাল্‌ব নূরান্বিত হইবে, আল্লাহ তা'আলার প্রীতি অর্জন করিতে পারিবে এবং কেয়ামত দিবসে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তি পাইবে।' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা তাস্‌লিমা)

১৯। ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা সময় বিভেদে নামাজ, খোতবা, জুম্মা, জামাত প্রভৃতি সমস্ত এবাদতের মধ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি বেচা-কেনা, বিবাহ-শাদী প্রভৃতি সমস্ত কর্মের মধ্যেও ইহার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া তরিকতের যিকির আজকার এবং দোয়া প্রভৃতিতে ইহার ব্যবস্থাই সর্বপ্রধান। কারণ এই দরূদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ হইয়া থাকে।

২০। ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী (র.) তদীয় কিতাব 'তান্‌বীহুল মুগ্‌তার্‌রীন'-এর মধ্যে বলিয়াছেন, 'বুযুর্গানে দ্বীনের আদত(স্বভাব) হইল আল্লাহ তা'আলার যিকির ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের দরূদ শরীফ হইতে গাফেল না হওয়া। তাঁহারা যে কোন মজলিসে বসেন না কেন, কোথাও আল্লাহ্ তা'আলার যিকির এবং দরূদ পাঠকে পরিত্যাগ করেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম কোন মজলিসে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও দরূদ শরীফ

ব্যতিরেকে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।' (প্রথম পরিচ্ছেদ ৩৬ ও ৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)। তিনি তাঁহার অন্য কিতাব লাওয়াকেহুল আনওয়ারুল কুদ্‌সীয়াতে বলিয়াছেন, 'আমার পীর সাহেব কেবলা আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠের জন্য আমার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ ১০০০ হইতে ১০০০০ পর্যন্ত দরূদ শরীফ পাঠের আদেশ দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সঙ্গীগণকে আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠের জন্য উৎসাহিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আমার শায়খ নূরুদ্দীন শাওনী (র.) এবং শায়খ আহমদ জাওর (র.)-এর ইহাই তরীকা ছিল।' কিছুক্ষণ পরে পুনঃ বলিয়াছেন, 'জানিয়া রাখুন, হে ভ্রাতঃ, আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের যত সদুপায় আছে তন্মধ্যে সহজতম ও উৎকৃষ্টতম উপায় হইল অত্যধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না রাখিয়া আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রবেশ লাভ করিতে চায় সে অসম্ভবকে সম্ভব করনার্থই ব্রতী হয়। অতএব, হে ভ্রাতঃ অত্যধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের খাদেমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থ দোযখের ফেরেশতাগণ কখনও স্পর্শ করিবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম যাজার সাহায্যকারী সে তাহার (অন্যবিধ) ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যে পরিমাণ মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থবান হইবে, অন্য ব্যক্তি তাহার অন্যান্য বহুবিধ নেক কার্যাবলী থাকা সত্ত্বেও সেই পরিমাণ মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।' (এই বিষয়ে আরো দীর্ঘ আলোচনা তিনি করিয়াছেন।)

২১। 'জওয়াহেরুল মায়ানী' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শায়খ আবুল আব্বাস (র.) তাঁহার শিষ্যগণকে অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'যদি মনযোগের সহিত অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ কর তাহা হইলে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

২২। 'তাদরীবুল উসূল' কিতাবে সাইয়েদ আহমদ দাহলান (র.) ইবনে আতা (র.) হইতে তাঁহার এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, যে অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ

পাঠ করে সে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে কখনও বঞ্চিত হয় না। যে ব্যক্তি নামায, রোজা ইত্যাদি অধিক করিতে সক্ষম না হয় তাহার উচিত বেশী করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার জিকির এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর ১০ বার রহমত নাযিল করেন। যদি কোন লোক সারা জীবন এবাদত বন্দেগী করে এবং তৎপরে মাত্র একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহা হইলে সেই একটি দরূদ শরীফই তাহার সমস্ত এবাদতের তুলনায় উৎকৃষ্ট হইবে। কারণ বান্দার দরূদ শরীফ তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী হইয়া থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার দান রহমত হইয়া থাকে তাঁহার বিশালতা ও অসীমত্ব অনুযায়ী। একবার রহমত দানের যদি ইহাই অবস্থা হইয়া থাকে তবে ১০ বার রহমত দানের অবস্থা কী হইতে পারে তাহা অনুমান করুন। কত সুন্দর জীবন তাঁহাদের যাঁহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠের সহিত আল্লাহ তা'আলার ফরমাবরদারী করিয়া থাকেন।' 'তাজুল উরূস' কিতাবের মধ্যেও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে)

২৩। উপরোক্ত কিতাবের অন্যত্র কুতবুজ্জমান শায়খ আবুল হোসেন শাজলী (র.) তা'আলা আনহু হইতে এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, গুনাহ হইতে রক্ষা পাইবার সর্বোকৃষ্ট দুর্গ হইল, 'এস্‌তেগফার'-অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা, কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআন মজিদে বলিয়াছেন,

ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله
معذبهم وهم يستغفرون -

অর্থাৎ, 'হে রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আপনি যাহাদের মধ্যে আছেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে আজাব করিতে চান না এবং যাহারা ক্ষমা ভিক্ষা করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে আজাব করিবেন না।' – রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করাও ক্ষমা ভিক্ষা করার সমতুল্য। কেহ কেহ দরূদ শরীফ পাঠ করাকে ক্ষমা ভিক্ষা করারও উর্ধ্বে স্থান

দিয়াছেন। এমন অবস্থায় উভয়কে আমলে রাখাই উত্তম। ইহার সহিত তাস্‌বীহ তাহ্‌লীল ও কুরআন তেলাওয়াতকে যোগ করিলে আরও সুন্দর হয়। কারণ একই প্রকার কাজ সর্বক্ষণ করার দরুণ যেন কোন অপ্রীতিকর ভাব না আসে।

২৪। হাফেজ সাখাভী (র.) বলিয়াছেন, 'কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, যে অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠকারী সে আল্লাহ তা'আলার অধিক যিকিরকারীর অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি দরূদ শরীফ হইতে গাফেল সে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেলের সমতুল্য।'

২৫। হাফেজ কুস্‌তালানী (র.) তদীয় কিতাব 'মাসালেকুল হুনাফা'তে এই হাদীসের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'যদি আমাদের প্রতিটি লোমকূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের মহব্বত থাকিত তাহা হইলে তাহার কিছুটা হক আদায় হইত। মহব্বতের শর্ত হইল মাহবুবকে (প্রিয়পাত্রকে) অধিক স্মরণ করা। (উপরে উল্লেখিত হাদিসের অর্থ এই– 'তোমাদের মধ্যে কেহ ঈমানদার হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট তাহার পিতা, পুত্র ও সমস্ত মানুষ হইতে অধিকতর প্রিয় হই।')

'মাসনাদুল ফেরদাওসে' আয়েশা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে–

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين -

অর্থাৎ, 'মাহবুবের স্মরণ মহব্বতকারীদের হৃদয়কে ভোগবিলাস হইতে বিরত রাখে এবং তাহাদের খেয়ালকে যাবতীয় কামনা হইতে দূরে সরাইয়া রাখে।' যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমাদের এইরূপ প্রিয় হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে অধিক স্মরণ করাই হইবে তাহার কর্তব্য এবং তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ অপেক্ষা তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য সুষ্ঠুতর, শ্রেষ্ঠতর ও উচ্চতর উপায় আর কী হইতে পারে?' ইহার পরেও তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "ঠিক এইজন্য শায়খ নুরুদ্দীন শাওনী (র.) সকাল সন্ধ্যায় সর্বদা অত্যধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন–এমন কি তাঁহার জীবনকে দরূদ শরীফ পাঠের মধ্যেই ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই দরূদ শরীফের মাধ্যমে তিনি অপূর্ব সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন কি আপাদমস্তক নূরে নূরান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিতেন এবং নানারূপ সুসংবাদ দান করিতেন। এই জন্যই তিনি মিশরের জামে আজহারে প্রতি জুম'আ ও সোমবারের রাত্রিতে বিরাটাকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠের মজলিস করিতেন। তাঁহার দরূদ শরীফ পাঠের সুমিষ্ট স্বরে সমস্ত মজলিসে আবেগপূর্ণ ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আল্লাহ তা'আলার কসম, আমি তাঁহার মজলিসে উপস্থিত হইয়া যে উপকার ও যে স্বাদ গ্রহণ করিতাম তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। সুসংবাদ তাঁহাদের জন্য যাঁহারা তাঁহার অনুসরণে এইরূপ মজলিস করিয়া দরূদ শরীফ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহার এই ব্যবস্থাই বর্তমান যুগের মীলাদ মজলিসের বহুল প্রচারের প্রধান কারণ।

২৬। 'জাওহারেরুল মায়ানী' কিতাবে তৎপ্রণেতা বলেন, 'আমি একদা আমার শায়খ আবুল আব্বাস (র.)-কে কুরআন মজীদের এই আয়াত ঃ

يا ايها الذين امنوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيلة

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ওসিলা অবলম্বন কর' এর মর্ম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের চেয়ে উত্তম ওসিলা আর কিছুই নাই এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য দরূদ শরীফ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ওসিলা আর নাই।'

২৭। 'তাম্বীহুল গাফেলীন' কিতাবে ফক্বীহ্ আবুল লায়স সমরকন্দী (র.) বলিয়াছেন, দরূদ শরীফ পাঠ করা সমস্ত এবাদতের মধ্যে উত্তম ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদিগকে যে সমস্ত কাজের জন্য আদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে একমাত্র এই দরূদ শরীফ ব্যতীত অন্য কোনটিতে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই। কুরআন মাজীদে তিনি পরিষ্কারভাবে একথা বলিয়াছেন। সাহাল তাস্‌তাবী (কুদ্দেসা সের্‌রূহু) ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। (তাফসীরে রূহুল বয়ান-খণ্ড-৭, পৃ. ২২৪ দ্রষ্টব্য)

২৮। ইমাম কুস্‌তালানী (র.) তদীয় কিতাব 'মাসালেকুল হুনাফা'তে বলিয়াছেন, 'আমার পীর সাহেব আরেফে রাব্বানী শায়খ আবুল মাওয়াহেব ওফায়ী

তদীয় 'আখ্‌বারুল আজ্‌কিরা বে আখ্‌বারে আওলীয়া' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যের দিকে অগ্রগামী হইতে হইলে সুফীয়ায়ে কেরামের কিতাব সমূহ, যথা-এহ্ইয়াউল্ উলূম, কূ'তুল কুলূব; রেয়ায়া, হিল্‌ইয়া; আওয়ারেফুল মায়ারেফ; তান্‌বীর ইত্যাদি পাঠ করা, যিকির আজকার এবং অত্যধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক এমন কি আ'রেফ সাইয়েদী মুহাম্মদ ইবনে ওমর গামারিল ওয়াসেতী (র.) তদীয় কিতাব 'মান্‌হুল মিন্নাহ ফিত্‌তালাব্‌বুসে বিস্‌সুন্নাহ' এর মধ্যে তরিকতের পথে মুরীদানদের প্রাথমিক অবস্থায় দিবারাত্রি দরূদ শরীফের ওজিফাকে সর্বোচ্চ রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।'

২৯। ইদ্‌রিসীয়া তরীকার পীর হযরত সৈয়দ আহমদ ইবনে ইদ্‌রীস (র.)-এর খলিফা সৈয়দ ইব্রাহীমুর্ রাশীদ (র.) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সহিত সাক্ষাতের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে সে অবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাতের স্বাদ করিবে। কারণ ওসিলাপ্রাপ্তি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা প্রাপ্তি অসম্ভব। যে ব্যক্তি ওসিলা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে অন্বেষণ করে সে কখনও সান্নিধ্যের ঘ্রাণটুকুও পাইবে না। এই ওসিলা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর অত্যধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং তাহার গুণে গুণান্বিত হওয়া।

৩০। উপরোক্ত পীর সাহেবের অন্য খলিফা আরেফে কামেল সৈয়দ মুহাম্মদ ওসমান মির্‌গানী (র.) এই সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা অতীব তাৎপর্য ও তত্ত্বপূর্ণ। তাঁহার বিবৃতিতে কাশ্‌ফ-প্রসূত গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি তাঁহার দীর্ঘ বাণীর একস্থানে বলিয়াছেন, 'সমস্ত মঙ্গল লাভের উপায় হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা, তাঁহার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা পালন করা, অত্যধিক মাত্রায় তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা, তাঁহার মহব্বতে বিলীন হইয়া যাওয়া এবং তাঁহার প্রশংসাপূর্ণ কবিতা পাঠ করা যদ্দারা তাঁহার প্রতি মহব্বত উদ্বেলিত হইয়া উঠে।'

৩১। হাফেজ কাস্‌তালানী (র.) 'মাসালেকুল হুনাফা'তে ইহাও বলিয়াছেন, 'যদি আপনার উপর কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট আসে তবে অত্যধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং দেখুন আল্লাহ তায়ালার কুদরত।'

৩২। শায়খ মাহ্মুদুল কারদী (র.) 'তদীয় আলবাকীয়াতুস সালেহাত' কিতাবে বলিয়াছেন, 'সুফীয়ায়ে কেরাম ও এ বিষয়ে একমত যে অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করা 'খাতেমা বিল খায়ের' (অর্থাৎ, ঈমানের সহিত মৃত্যু) হওয়ার নিদর্শন।'

৩৩। আরেফ বিল্লাহ সৈয়দ ইউসুফ ফার্সী (র.) বলিয়াছে, 'যদি তুমি কামেল পীর অনুসন্ধান করিয়া না পাও তবে অত্যধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাক। তাহারই মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা তোমার পথ খুলিয়া যাইবে।' দেখুন– (কুনুজুল আসরার)'

৩৪। সৈয়দ আবুল আব্বাস তাজানী (র.) কামেল পীরের পরিচয় দিতে গিয়া এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং অতঃপর বলিয়াছেন, 'যদি এইরূপ পীর না পাওয়া যায় এবং ভণ্ড পীরের কবলে পড়িবার ভয় থাকে তাহা হইলে আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁহার সান্নিধ্য লাভের ওসিলা দেখাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ। এই দরূদ শরীফের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় তাহাকে দেখাইয়া তাহার বিহিত ব্যবস্থা করাইয়া দিবেন, না হয় কোন বুযুর্গের সন্ধান তাহাকে স্বপ্নে জানাইয়া দিবেন অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা তাহার অন্তরের দ্বার খুলিয়া দিবেন। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য দরূদ শরীফ এব শ্রেষ্ঠতম উপায় এবং অন্য সমস্ত নফল এবাদতের চেয়ে অধিকতর ফলদায়ক।' (জাওয়াহেরুল মা'নী ঃ দ্রষ্টব্য)

৩৫। সৈয়দ আহমদ দাহ্লান (র.) তদীয় 'তাক্রীবুল উসূল' কিতাবে বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক মুরীদের উচিত, পীর যাহা আদেশ করেন তদনুযায়ী কাজ করা। যদি কামেল পীর না পাওয়া যায় তাহা হইলে অধিক মাত্রায় কুরআন তেলাওয়াত ও দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত।'

৩৬। সৈয়দ আবদুর রহমান মুসতাফী (র.) 'মেরাতুশ শুমুস্' কিতাবে বলিয়াছেন, 'শেষ জামানায় কামেল পীর পাওয়া অসম্ভব। সেই সময় আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের একমাত্র উপায় হইবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করা।

৩৭। শায়খ আবুল মাওয়াহেব শা'জালী (র.) বলিয়াছেন, 'এমন কতেক বান্দা আছেন–যাহাদিগকে অধিক দরূদ শরীফ পাঠের ওসিলাতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন পীর ব্যতীত সোজাসুজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তর্বিয়ত দিয়া থাকেন এবং নিজের নৈকট্য দান করিয়া থাকেন।' (তাকরীবুল উসুল-দ্রষ্টব্য)

৩৮। হাফেজ কাস্তালানী (র.) তদীয় 'মাসালেকুল হুনাফা' কিতাবে শায়খ শামসুদ্দীন বারশিশী (র.)-এর দীর্ঘ বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন–তাহার সারমর্ম এই 'আল্লাহ তা'আলা প্রাপ্তির অনেক তরীকা আছে। সমস্ত তরীকাই সঠিক ও সরল। তন্মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর তরীকা বর্তমান জামানায় অধিক প্রযোজ্য। এই তরীকা আমি এক বুযুর্গের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। উহা এই যে, প্রথমে যিকির আজকার না করিয়া দিবারাত্রি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর অনবরত দরূদ শরীফ পাঠ করা। দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম উভয়ের জিকির সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহা অধিক মাত্রায় পাঠ করিলে কালব পবিত্র ও নূরান্বিত হয় এবং তখন এখলাস লাভ হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম নিজেই বলিয়াছেন,

لكل شيئ طهارة وغسل وطهارة قلوب

المومنين من الصد الصلاة على -

অর্থাৎ, 'ঈমানদারের ক্বলবকে পবিত্র করিবার ও মরিচা উঠাইয়া ফেলিবার প্রধান উপকরণ হইল আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ। (হাদিস ঃ ৩৮ প্রথম পরিচ্ছেদ)। এখলাস লাভ হইলে ক্বলবের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং তৎমাধ্যমে প্রবাহিত হয় আল্লাহ তা'আলার আশীষ ধারা।'

৩৯। ইমাম শা'রানী (রাহেমাহুল্লাহ্ তায়ালা) তদীয় 'উহুদুল কুবরা' কিতাবে বলিয়াছেন, 'হে ভ্রাতঃ, আপনার নিকট আমি দরূদ শরীফ পাঠের কিছু উপকার বর্ণনা করিতেছি, যদ্দারা অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠের জন্য আপনি উৎসাহিত হইতে পারেন এবং আপনার সময়ের অধিকাংশ এই কার্যে ব্যয় করিতে পারেন। মনে রাখুন, যত সংখ্যকই দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন, সমস্তই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দিয়া ফেলুন। তদ্দ্বারা আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত চিন্তা দূর হইবে। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণিত হাদীস ইহার জন্য সাক্ষ্যদান করিতেছে।' ইহার পর দরূদ শরীফের অন্যান্য উপকারিতা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহার উপকারিতা হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ শরীফ পাঠকের উপর রহমত নাযিল করেন।

২. গুনাহের কাফ্‌ফারা হয় এবং ক্বলবী উন্নতি হয়।

৩. ওহুদ পর্বতের সমান সওয়াব লেখা হয়।

৪. দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া উহার সমস্ত সওয়াব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দান করিলে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত চিন্তা দূরীভূত হয়।

৫. গুনাহ্ মুছিয়া যায় এবং গোলাম আযাদ করার সওয়াব হাসিল হয়।

৬. কেয়ামত দিবসের বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের শাফায়াত ওয়াজিব হয়।

৭. আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং কেয়ামত দিবসে আরশে আজিমের ছায়ায় স্থান লাভ হয়।

৮. নেকীর ওজন বৃদ্ধি হয়, কেয়ামত দিবসে হাওজে কাওসারের পানি দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তির সৌভাগ্য হয়।

৯. বিজলীর গতিতে পুলসিরাত পার হওয়া যায়, দোযখ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মৃত্যুর পূর্বে বেহেশ্‌তে নিজের বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

১০. বেহেশ্‌তে অধিক সংখ্যক হুর পাওয়া যায়।

১১. কুড়িটি জেহাদের সমতুল্য সওয়াব পাওয়া যায়।

১২. সদকার কাজ দেয় এবং মাল বৃদ্ধি পায়।

১৩. প্রত্যেক দরূদ শরীফ দ্বারা ১০০ বা ততোধিক আকাংখা পূর্ণ হয়।

১৪. ইহা নিজেই এক এবাদত এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম আমল।

১৫. দরূদ শরীফ পাঠক 'আহলে সুন্নাতে' পরিগণিত হইবে।

১৬. ফেরেশতাগণ তাঁহার জন্য দোয়া করেন।

১৭. দরূদ শরীফ মজলিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে এবং দারিদ্র্য দূর হয়।

১৮. সর্ববিধ মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হয়।

১৯. দরূদ শরীফ পাঠক কেয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের প্রিয় পাত্র হইবে।

২০. দরূদ শরীফ পাঠক নিজে এবং তাহার সন্তানাদি সকলেই উহা দ্বারা উপকৃত হয়।

২১. দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যায় এবং হৃদয় পরিষ্কার ও পবিত্র হয়।

২২. দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নৈকট্য লাভ হয়।

২৩. তদ্দ্বারা কবরে, কেয়ামত দিবসে এবং পুলসেরাতের উপর যথেষ্ট নূর প্রাপ্তি ঘটে।

২৪. ঈমানদারগণের মহব্বত লাভ হয়।

২৫. স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ হয়, এমনকি অত্যধিক পরিমাণে নিয়মিত পাঠ করিলে জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁহার দর্শন লাভ হয়।

২৬. লোকে দরূদ শরীফ পাঠকের গীবত করিতে সাহস পায় না।

এক কথায় দরূদ শরীফের মাহাত্ম্য ও ফযিলত বর্ণনাতীত। অতএব, হে ভ্রাতঃ আপনি দৃঢ়তা সহকারে দরূদ শরীফ পাঠ অবলম্বন করুন–ইহাই আমার উপদেশ। দ্বীন ও দুনিয়ার সর্ববিধ মঙ্গল ইহা দ্বারা লাভ হইবে। খিজির আলাইহিস সালাম দরূদ শরীফ পাঠ করিবার জন্য বিশেষভাবে আদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'আপনি অতি প্রত্যুষ হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং পরে আল্লাহ তা'আলার যিকির করুন।' আমি বলিলাম, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য।' এই দরূদ শরীফের মাধ্যমে আমার নিজের এবং মুরীদগণের অশেষ মঙ্গল লাভ হইয়াছিল।

৪০। কাজী আবদুল্লাহিস সাকাকী (রা.) 'দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দশটি রহমত দান করেন– তাঁহার একটি রহমতই পৃথিবী ও তদস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। এমন অবস্থায় দশটি রহমত দান করিলে যে কি মঙ্গল লাভ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ, দরূদ শরীফ পাঠকের দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়ই যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। (দেখুন

শারহুদ্‌দালায়েল)।' শায়খ ইবনে আতা উল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

৪১। শায়খ ফার্সী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ইহাই ছিল যে, তিনি যে পথ দিয়া গমন করিতেন, যেখানে তশরীফ রাখিতেন, যাহা কিছু স্পর্শ করিতেন তৎসমস্তই অপূর্ব সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। (হাফেজ সুয়ূতী র. 'কিতাবুল খাসায়েস' ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।) এই জন্য যাঁহারা আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করেন তাঁহারাও হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহ হইতে কিঞ্চিৎ দান পাইয়া থাকেন–বিশেষতঃ মৃত্যুর পর তাঁহাদের কবর সুগন্ধ বিশিষ্ট হয়। শায়খ জাজুলী (র.) দরূদ শরীফ-এর মহাভক্ত ছিলেন–তাঁহার কবর হইতে প্রায়ই সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়ে।' এই বিষয়কে প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি আরও দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। (দেখুন মাতালেউল মোসার্‌রাত)

৪২। শায়খ আদাবী (র.) কয়েকজন আরেফীন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যাঁহারা আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করেন তাঁহাদের মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন এবং তদ্দ্বারা যন্ত্রণা দূর হইয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

৪৩। সৈয়দ আহমদ দাহ্‌লান (র.) 'তাকরীবুল উসূল' কিতাবের মধ্যে বলিয়াছেন, 'রিযিক প্রশস্ত করণের জন্য আধিক্যের সহিত এসতেগফার ও দরূদ শরীফ পাঠ অতি অব্যর্থ উপায়। ইহা অতি পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ।'

৪৪। শায়খুল ইসলাম শায়খ জাকারিয়া আনসারী (র.) তাঁহার কিতাব 'তোহফাতুর রাগেবীন' এর মধ্যে বলিয়াছেন, 'কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী রোগের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার সর্বোকৃষ্ট উপায় হইতেছে আধিক্যের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। তাই সাধক কবি বলিয়াছেন,

على المصطفي صلوا فان صلاته * امان من الافات والخطرات

تحته اصل الميامن فاطلبوا * بها جملة الخيرات والبركات

অর্থাৎ, মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর। কারণ দরূদ শরীফ সমস্ত আপদ-বিপদের জন্য রক্ষা-কবচ। দরূদ শরীফ সমস্ত মঙ্গল লাভের সোপান। অতএব, তাহার দ্বারা সমস্ত মঙ্গল ও বারাকাত অন্বেষণ কর।'

৪৫। হযরত শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, যদি কেহ প্রতিদিন তিনবার এবং জুমার দিন ১০০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহা হইলে সমস্ত সৃজনের দরূদ শরীফ পাঠের সমতুল্য হইবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। দরূদ শরীফ ইহাই–

صلوات الله وملائكته وانبيائة ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته -
(كذا ذكره الصفورى رحمه الله فى كتابه نزهة المجالس)

সালা ওয়াতুল্লাহি ওয়ামালায়িকাতিহী ওয়া আম্বিয়ায়িহী ওয়া রুসুলিহী ওয়া জামীয়ি খালকিহী আলা সাইয়্যদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ'লে মুহাম্মাদিন আলাইহি ওয়া আলাহিমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। (আল্লামা সাফুরী এটা নাজহাতুল মাজালেস এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন)

৪৬। তাফসীরে রুহুল বায়ানের ৭ম খণ্ডের ২২২ পৃষ্ঠায় শায়খে আকবর রহমাতুল্লাহি আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলিয়াছেন–

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হাদীসে বলিয়াছেন–

ان من دعا لاخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك مثله وفى رواية ولك بمثله)

অর্থাৎ, যদি কেহ তাহার মুসলমান ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে তবে ফেরেশ্‌তা বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও ঐরূপ আরও দ্বিগুণ দান

করুন। [অর্থাৎ, কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তাহার চোখের আড়ালে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন কিছু মঙ্গল চাহিলে ফেরেশ্‌তাও সেই দোয়াকারীর জন্য ঐরূপ মঙ্গলের অনুরূপ অথব দ্বিগুণ দানের জন্য দোয়া করেন। তখন দোয়াকারীর প্রকারান্তরে লাভ হয় অনেক বেশী। এই হাদীস অনুযায়ী যখন কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠের দ্বারা তাঁহার উপর রহমত নাযিল হওয়ার জন্য দোয়া করে, তখন ফেরেশ্‌তাগণও তাহার উপর অনুরূপ অথবা দ্বিগুণ রহমত নাযিল হওয়ার জন্য দোয়া করিয়া থাকেন। ঈমানদারদিগকে এইভাবে উপকৃত করণার্থ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দরূদ শরীফ পাঠের জন্য কুরআনে আদেশ দিয়াছেন। [ফুতুহাতে মক্কিয়া, ১ম খণ্ড, ৪১১ পৃ, দেখুন]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে বুযুর্গানে দ্বীনের প্রত্যক্ষদর্শিতা

১। শায়খ আহমদ্ ইবনে সাবেত আল মাগরেবী (র.) তাঁহার 'কিতাবুল তাফাক্কুর ওয়াল এতেবার' কিতাবে বলিয়াছেন, 'আমি দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে যে সমস্ত উপকার লাভ করিয়াছি তন্মধ্যে ইহা অন্যতম যে, আমি একবার স্বপ্নে দেখিলাম যে, একজন লোক চিৎকার করিয়া বলিতেছে, 'যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সহিত দেখা করিতে চায় সে আমার সঙ্গে আসুক।' দেখিলাম যে অনেক লোক তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহার দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সকলের পোশাক সাদা কাপড়ের ছিল। আমি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিলাম, 'আপনাঁকে আল্লাহ তা'আলার কসম, আপনি আমাকে বলুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম কোথায় আছেন? তিনি আমাকে বলিলেন, 'অমুক জায়গায়।'

আমি তখন দরূদের ওসীলা দিয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে মুনাজাত করিলাম যেন তিনি আমাকে সবার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। এমন সময় দেখিলাম যে বিজলীর মত এক বস্তু আসিয়া আমাকে হঠাৎ তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিল। দেখিলাম, তিনি কেব্‌লামুখী হইয়া বসিয়া আছেন এবং তাঁহার চেহারা মুবারক হইতে নূর বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমি তখন বলিলাম, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ।' তিনি বলিলেন, 'মারহাবাম বেকা।' আমি তখন তাঁহার কোলে আমার মাথা রাখিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। তাহার পর বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন যদ্দারা আমি উপকৃত হইতে পারি। তিনি বলিলেন, 'আমার উপর বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর।' আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আপনি জামিন হন যেন আমি আল্লাহ

তা'আলার ওলী হইতে পারি। তিনি বলিলেন, 'আমি জামিন হইতেছি যে তোমার মৃত্যু ঈমানের সহিত হইবে।' আমি আবার বলিলাম 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি জামিন হন যেন আমি আল্লাহ তা'আলার ওলী হইতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'তোমার ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবার আমি জামিন হইতেছি।'

তৃতীয়বার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ ঈমানের সহিত মৃত্যু হওয়াই কামনা করিয়া থাকেন। সেই জন্যই আমি তোমার 'খাতেমা বিল খায়েরের' জন্য জামিন হইতেছি।' তখন আমি বলিলাম, 'জী, আচ্ছা হুজুর' ইহার পর আমার ইচ্ছা জাগিল– 'যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে খিজির (আ.)-কে দেখাইতেন! এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'তুমি আমার উপর অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ কর।'

আমি ভাবিলাম, বোধ হয় হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম নিজের সম্মুখে অপরের দর্শনাকাংখা রাখা অপছন্দ করিতেছেন। এই ভাবিয়া বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নবী, রাসূল ও ওলী আপনারই নূরের আলোকে আলোকিত এবং আপনারই জ্ঞান সমুদ্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দর্শন লাভ আপনারই দর্শন লাভের অন্তর্ভুক্ত।' কিছুক্ষণ পরে পুনঃ বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমাকে কিছু নসীহত করুন।' তিনি বলিলেন, আমার উপর বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন থাক এবং অযথা কার্য্য পরিত্যাগ কর।'

২। উক্ত কিতাবে তিনি অন্য জায়গায় বলিয়াছেন, 'দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা আমার যে সমস্ত ফায়দা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা অন্যতম যে, একদা রাত্রিতে নামাযান্তে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিতেছি এমন সময় নিদ্রাভিভূত হইলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম– তাহাকে শিকল দ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে। তাহার পরিধানে আল-কাতারার জামা। লোকটি খুব দীর্ঘকায় এবং তাহার মস্তকও বেশ

গড় । মুখ কাল, নাক লম্বা । অন্যান্য লোকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কসম– বল, এই লোকটি কে?' তাহারা বলিল, 'আবু জেহেল মালউন।' তখন আমি বলিলাম, 'হে আল্লাহ তা'আলার শত্রু, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলকে অবিশ্বাস করে, তাহার পরিণাম ইহাই।'

অতঃপর আবার বলিলাম, 'হে আল্লাহ তা'আলা! আপনার এবং আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের শত্রুকে তো দেখিলাম। এক্ষণে আপনার নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দেখান। এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, আমি যেন এক অচেনা জায়গার উপর দিয়া যাইতেছি। সেখানে একজন পরিচিত হাজী সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হইল। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। বলিলাম, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের মসজিদে যাইতেছি।' আমিও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কিছু পরই সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের মসজিদে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি বলিলাম, এইতো সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের মসজিদ। কিন্তু সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম কোথায়? তিনি বলিলেন, 'এক্ষুণি তিনি তশ্রীফ আনিবেন।' এমন সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন একজন কামেল লোক। তাঁহার চেহারা নূরে নূরান্বিত ছিল। আমি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে সালাম দেওয়ায় তিনি বলিলেন, 'খলিলুর রহমান ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের উপরও সালাম দাও।' আমি তাঁহার উপর সালাম দিলাম। পরে তাঁহাদিগকে আমার জন্য দোয়া করিতে বলিলাম, তাঁহারা দোয়া করিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাদিগকে আমার জন্য জামিন হওয়ার অনুরোধ জানাইলাম। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'আমি তোমার যাহাতে 'খাতেমা বিল খায়ের' হয় তাহার জন্য জামিন থাকিলাম।' আমি বলিলাম, 'আমাকে কিছু নসিহত করুন।'

তিনি বলিলেন, 'আমার উপর বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর।' আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সালাম আমি যখন দরূদ শরীফ পড়ি আপনি কি তাহা শুনিতে পান? তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ এবং তোমার মজলিসে অনেক ফেরেশতা উপস্থিত হন।' আমি বলিলাম, 'আপনি আমার জন্য জামিন হন।' তিনি বলিলেন, 'আমি জামিন আছি।' আমি বলিলাম, 'যাঁহারা আমার শিষ্য তাহাদের জন্যও আপনি জামিন হন।' তিনি বলিলেন, 'তোমার শিষ্যদের জন্যও জামিন থাকিলাম।' আমি বলিলাম 'অমুক লোক আমার শিষ্য।' তিনি বলিলেন, 'ঐ লোক নেককার।' তৎপর আমার পীর সাহেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'তোমার পীর একজন ওলীউল্লাহ।' আমি বলিলাম, 'আমি আশা করি যে, যাহারা আমার রচিত দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আপনি তাহাদের জন্যও জামিন থাকিবেন।' তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, যাহারাই তোমার সেই রচিত দরূদ শরীফ কবিতা পাঠ করিবে এবং আমার উপর এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আমি তাহাদের জন্যও জামিন। তুমি তাহা খুব বেশী করিয়া পাঠ কর। তুমি যাহা চাইবে তাহাই পাইবে।' ইহার পর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

৩। ইমাম আবু আব্‌দুল্লাহ ইবনুন নোমান তাঁহার কিতাব 'মিস্‌বাহুজ্‌ জালাম' এর মধ্যে বলিয়াছেন, 'স্বপ্নে আলেমদের এক বৃহৎ জামাতকে দেখিলাম। তাঁহাদের অবস্থা অতি উত্তম দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি প্রকারে আপনারা এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহারা বলিলেন, 'অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠের জন্য আল্লাহ তা'আলা এইরূপ অবস্থা দান করিয়াছেন।'

৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হেকাম (র.) বলেন, 'আমি শাফেয়ী (র.)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন।' বলিলাম 'কিসের বদৌলতে আপনার এই মর্যাদা লাভ হইল?' আমাকে এক ব্যক্তি বলিলেন, 'কিতাবুর রেসালাতে যে দরূদ শরীফ আছে উহা পাঠের ওসিলায়।' আমি বলিলাম, 'উহা কিরূপ?' তিনি বলিলেন, সেই দরূদ শরীফ এই ঃ 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদিন আদাদা মা জাকারাহুজ্‌ জাকেরূনা ওয়া আদাদা মা গাফালা আন্‌ জিক্‌রিহিল্‌ গাফিলূন।' রাত্রি প্রভাত হইলে 'কিতাবুর রেসালাতে' দেখিলাম, বাস্তবিকই ঐ দরূদ শরীফ লিখিত আছে।'

৫। আবুল হোসেন শাফেয়ী (র.) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, ইমাম শাফেয়ী (র.) 'কিতাবুর রেসালাতে' বলিয়াছেন, 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদিন কুল্লামা জাকারাহুজ জাকেরূনা ওয়া গাফালা আন জিক্‌রিহিল্ গাফিলূন।' তাহার জন্য আপনার দিক থেকে কি পুরস্কার রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, তাহার পুরস্কার এই যে, তাহাকে কেয়ামত দিবসে হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াইতে হইবেনা।'

৬। রাশীদুল আত্তার (র.) বলেন, 'মিশরে আবু সাইদুল খাইয়াত নামে আমাদের এক জাহেদ প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না এবং কোন মজলিসেও উপস্থিত হইতেন না, একমাত্র ইবনে রফিকের মসজিদ ব্যতীত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'ইবনে রফিকের মজলিসে যাইও। কারণ, সে আধিক্যের সহিত আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।

৭। আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মানসুর (র.)-এর মৃত্যু হইলে একজন সিরাজবাসী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন? তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং সম্মানের সহিত বেহেশ্‌তে স্থান দিয়েছেন।' তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসের বদৌলতে?' তিনি বলিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠের জন্য।'

৮। একজন সূফী সাহেব মেসতাহ (র.) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।' আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি জন্য?' তিনি বলিলেন, আমার ওস্তাদের নিকট হাদিস পড়িবার সময় যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন, তখন আমিও তাঁহার সহিত উচ্চঃস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করিলাম। আমার দরূদ শরীফ পাঠ শুনিয়া মজলিসের সকলেই দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন। সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সেই দিনই সবাইকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।'

৯। আবুল হোসেন বাগ্‌দাদী (র.) আবু আবদুল্লাহ ইবনে হামিদ (র.)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কি রকম ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা এবং যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ আমলের দ্বারা বেহেশ্‌তে যাওয়া সহজ সাধ্য হইবে?' তিনি বলিলেন, 'এক হাজার রাকাত নামাজ পড়ে। এবং প্রত্যেক রাকাতে এক হাজার বার কুলহু-আল্লাহু আহাদ সূরা পাঠ করিও।' তিনি বলিলেন, 'ইহা কি সম্ভবপর' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে প্রত্যহ রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করিও।'

১০। আবু হেফ্‌স ফাগদী (র.) একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং বেহেশতে স্থান দান করিয়াছেন।' তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কারণে ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন?' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাকে দাঁড় করান হইল তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে আমার আমল হিসাব করিতে বলিলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আমার দরূদ শরীফ পাঠ আমার গুনাহের সংখ্যার চেয়ে বেশী হইয়াছে। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে বলিলেন, 'আর হিসাবের দরকার নাই। তাহাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাও।'

১১। একজন নেক্‌কার লোক স্বপ্নে একটি কুৎসিত চেহারা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' সে বলিল, 'আমি আপনার বদ্ আমল।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন কার্য দ্বারা তোমা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইবে?' সে বলিল, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা।' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম নিজেই তো হাদীসে বলিয়া গিয়াছেন, 'আমার উপর পঠিত দরূদ শরীফ পুলসেরাতের উপর নূরে পরিণত হইবে। যে কেহ জুম্মার দিন আমার উপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।' (প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

১২। সুফীয়ান সাওরী (র.) বলেন, 'আমি একবার হজ্জে গিয়া এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে তাওয়াফের সমস্ত তাসবীহ তাহ্‌লীল ছাড়িয়া শুধু দরূদ শরীফই পাঠ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওহে, তুমি তাওয়াফের যিকির আযকার ছাড়িয়া শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করিতেছ কেন?' সে বলিল, 'আপনি যদি আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট ওলী না হইতেন তবে আমি ইহার কারণ প্রকাশ করিতাম না। আপনি জানিতে চাহিলেন, তাই, না বলিয়া পারি না। শুনুন আমি একবার আমার পিতার সহিত সফরে বাহির হইলাম। ঘটনাক্রমে পথেই আমার পিতার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর দেখিলাম, তাঁহার চেহারা কাল হইয়া গিয়াছে। আমি তখন তাঁহার উপর একটি কাপড় ঢাকা দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার কি করা উচিৎ? এহেন অবস্থায় হঠাৎ আমার ঘুম পাইল। স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আসিয়া আমার পিতার মুখের কাপড় খুলিলেন। সেই ব্যক্তি এত সুন্দর ছিলেন যে পূর্বে কখনও এমন সুন্দর মানুষ আমি দেখি নাই।

তাঁহার পোশাক পরিচ্ছদ অতি পরিচ্ছন্ন এবং সমস্ত শরীর সুগন্ধি বিশিষ্ট, তিনি আমার পিতার উপরের কাপড় উঠাইয়া তাঁহার মুখের উপর নিজের হাত বুলাইলাম– ফলে দেখিলাম যে আমার পিতার সম্পূর্ণ শরীর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ফিরিয়া যাইতে চাহিলে আমি তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিলাম, 'হে আল্লাহ তা'আলার বান্দা, আপনি কে যে আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার প্রতি এই মোসাফেরি ও অসহায় অবস্থায় এমন মেহেরবানী করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি আমার পরিচয় জান না? আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, সাহেবে কুরআন। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) তোমার পিতা গুনাহগার ছিল বটে– সে অধিক মাত্রায় আমার উপর দরূদ শরীফ শরীফ পাঠ করিত। তাহার বিপদ উপস্থিত হইলে সে আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল–তাই আমি আসিয়া সাহায্য করিলাম। যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তাহার সাহায্যকারী।' অতঃপর আমার ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখি যে আমার পিতার চেহারা সত্যই সুন্দর হইয়া গিয়াছে।' (দেখুন তামবীহুল গাফেলীন লিল ফকীহ আবুল লায়স্ সমরকন্দী)

১৩। শায়খ সালেহ হুসাইন ইবনে আহমদ বোস্তামী (র.) বলেন, 'আমি একদা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাত করিলাম, 'ইয়া আল্লাহ তা'আলা আমাকে একবার আবু সালেহ মোয়াজ্জেমকে স্বপ্নে দেখান।' ফলে একদিন তাঁহাকে খুবই ভাল

অবস্থায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, 'হে আবু সালেহ, বলুন, আপনার অবস্থা স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, 'হে আবু সালেহ, বলুন, আপনার অবস্থা কিরূপ?' তিনি বলিলেন, 'হে আবু হুসাইন, যদি অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ না করিতাম তাহা হইলে আমার সর্বনাশ হইত।' ইহার পর আমার ঘুম ভাঙ্গিল এবং আমি কাঁদিতে লাগিলাম।' (সায়াদাতুদ দারাঈন)

১৪। হযরত শিবলী (র.) বলেন, 'আমার এক প্রতিবেশী মৃত্যুর পর তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি অবস্থায় আছ?' সে বলিল, 'হে শিবলী, আমার অনেক দুঃখ কষ্ট গিয়াছে। প্রথমত, মুনকার নকীরের সওয়ালের সময় আমি সমূহ বিপদে মধ্যে। তখন আমার মনে হইতেছিল, 'আমার কি ঈমানের সহিত মৃত্যু হয় নাই?' এমন সময় শুনতে পাইলাম, কে যেন বলিতেছে, 'এ সমস্ত বিপদ তোমার জিহ্বার অপব্যবহারে জন্য।' যখন সেই দুইজন ফেরেশতা আমাকে আযাব করিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একজন অতি সুন্দর ও সুঘ্রাণ বিশিষ্ট লোক আসিয়া আমাকে নানারূপ সাহায্য দিতে লাগিলেন এবং আমাকে মুনকার নকীরের সওয়ালের জবাব যোগাইয়া দিলেন। আমি তাঁহা সাহায্যে সমস্ত জবাব দিলাম। পরে বলিলাম, 'আপনি কে?' তিনি বলিলেন, 'আপনি যে অতিরিক্ত দরূদ শরীফ পড়িতেন তাহা হইতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং আপনার প্রত্যেক দুঃখ কষ্টের সময় আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য আদেশ দিয়েছেন।'

১৫। কুতুবুজ জামান শায়খ হালভী (র.) বলেন, 'আবু ইস্হাক ইব্রাহীম ইবনে আতিয়ার সহিত আমার দেখা হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার শাফাআত প্রার্থনা করি।' তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি আমার উপ বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর।'

১৬। শায়খ সমরকন্দী (র.) তাঁহা 'রাওনাকুল মাজালেস' কিতাবের মধ্যে বলিয়াছেন 'বাল্‌খ্‌ শহরে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার দুইটি ছেলে ছিল। সেই লোকটির মৃত্যু হইলে তাঁহার ছেলেদের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বিভক্ত হইল। ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে একটি কৌটাও ছিল। তাহার মধ্যে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের তিনটি পবিত্র চুল

মুবারক। দুইটি চুলের সমান ভাগ হইল। কিন্তু বাকী একটি চুল মুবারক লইয়া গোলযোগ বাঁধিল। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলিল, 'ঐ চুলটি কাটিয়া অর্ধেক অর্ধেক করিয়া লইলে চলিবে।' কিন্তু ছোট ভাই বলিল, 'তাহা হইবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের পবিত্র চুল মুবারক কাটিবার মত বেয়াদবী আর কিছুই হইতে পারে না। তুমি ঐ তিনটি চুল মুবারক লইয়া বাকী সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়া ফেল।' ছোট ভাই বলিল, 'তাহাই হোক।' তখন তিনটি চুল মুবারক লইয়া বাকী সম্পত্তি তাহার বড় ভাইকে দিয়া দিল। সে এই তিনটি চুলকে সব সময় পকেটে রাখিত এবং যখন তখন বাহির করিয়া দেখিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিত। কিছু দিন পরেই এমন হইল যে, তাহার বড় ভাই দরিদ্র হইয়া গেল এবং তাহা নিজের অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিল। এইভাবে কিছুকাল গত হইবার পর তাহার মৃত্যু হইলে একজন বুযুর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে ও তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে (ঐ বুযুর্গকে) বলিলেন, 'লোকদিগকে বলিয়া দাও যে, তাহার কোন অভাব অভিযোগ থাকিলে তাহারা যেন এই ব্যক্তির কবরের নিকট আসিয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে মোনাজাত করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের দোয়া কবুল করিবেন।' এই কথা প্রচার হইবার পর চারিদিক হইতে বহু লোক ঐ কবরের নিকট আসিত এবং আল্লাহ তা'আলা সমীপে নিজেদের অভাব অভিযোগ নিবেদন করিয়া তাহা পূর্ণ হইতে দেখিতে পাইত। ঐ কবরের মর্যাদা এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে উহার নিকট দিয়া পথ অতিক্রমকালে ঘোড়া বা উটের পিঠে আরোহীগণ তথা হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইত।'

১৭। আবু আবদুল্লাহ কাস্তালানী (র.) বলেন, 'আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া আমার দারিদ্র্যের অভিযোগ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি এই দরূদ শরীফ ও দোয়া পাঠ করিতে থাক–

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك تصون به وجوهنا عن التعرض لاحد من خلقك واجعل لنا اللهم اليه طريقا سهلا من غير تعب ولانصب ولامنة ولاتبعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان واين كان وعند من كان وحل بيننا وبين اهله واقبض عنا ايديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لانتقلب الا فيما يرضيك ولانستعين بنعمتك الا على ماتحب يا ارحم الراحمين ۔

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ'লে মুহাম্মাদিন ওয়াহাব লানা আল্লাহুম্মা মিন রিযকিকাল হালালিত তাইয়েবিল মুবারাকি তাসূনু বিহি উযুহুনা আনিত তাআররুজি লিআহাদিম মিন খালকিকা ওয়াজআল লানা আল্লাহুম্মা ইলাইহি ত্বারীকান সাহলাম মিন গায়রি তাআবিও ওয়ালা নাসাবি ওয়ালা মিন্নাতি ওয়ালা তাবিয়াতিন ওয়া জান্নিবনা আল্লাহুম্মাল হারামা হাইসু কানা ওয়া আয়না কানা ওয়া ইনদা মান কানা ওয়াহুল বায়নানা ওয়া বায়না আহলিহি ওয়াক্ববিদ আন্না আয়দিয়াহুম ওয়াসরিফ আন্না কুলূবাহুম হাত্তা লা-নাতাক্বাল্লাবা ইল্লা ফীমা ইউরদিকা ওয়ালা নাস্‌তাঈনু বিনি'মাতিকা ইল্লা আলা মা তুহিব্বু ইয়া আরহামার রাহিমীন।)

১৮। একদা একজন স্ত্রীলোক হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট গিয়া বলিল, 'হুযুর, আমার একটি মেয়ের মৃত্যু হইয়াছে। আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে চাই।' তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি এশার নামাযের পর এই নিয়মে চার রাকাত নফল নামায পড়িও যে, প্রত্যেক রাকাত নামাযে সূরা ফাতেহার পর সূরা তাকাসুর পড়িবে, অতঃপর শুইয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিও যে পর্যন্ত তোমার ঘুম না আসে।' স্ত্রীলোকটি তাহাই করিল এবং তাহার মেয়েকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল। সে দেখিল যে তাহার মেয়ে ভীষণ আযাবে নিপতিত। তাহাকে আলকাতরার পোশাক পরান হইয়াছে এবং তাহার হাত পা আগুনের শিকলে বাঁধা। স্ত্রীলোকটি নিদ্রা হইত জাগিয়া বসরী (র.)-এর নিকট গমন করিল এবং স্বপ্ন বৃত্তান্ত

বর্ণনা করিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তাহার জন্য কিছু সাদকা খায়রাত করিও। হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন।' সেই রাত্রিতে হাসান বসরী স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি বেহেশতের একটি বাগানের মধ্যে আছেন। সেখানে একটি পালংকে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। তাহার মাথায় নূরের তাজ।

সে বলিল, 'হে হাসান, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন না?' তিনি 'না' বলিলে সে আবার বলিল, 'আমি সেই স্ত্রীলোকের মেয়ে যাহাকে আপনি নামায ও দরূদ শরীফ পড়িতে উপদেশ দিয়াছিলেন।' তিনি বলিলেন, 'তোমার মা তো তোমাকে তোমার দুরবস্থার সংবাদ দিয়াছিল।' সে বলিল, 'তাহার কথা ঠিকই ছিল। তিনি বলিলেন, 'তবে তোমার এইরূপ মর্যাদা লাভ হইল কি করিয়া?' সে বলিল, আমরা ৭০ হাজার মানুষ আজাবগ্রস্ত ছিলাম। আমার মা তাহাই দেখিয়া আপনাকে ঐ সংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে একজন নেককার লোক আমাদের কবরস্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তাহার সওয়াব আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন। তাহাতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে দয়া করিয়া আযাবমুক্ত করিলেন এবং এইরূপ মর্যাদা দান করিয়াছেন যাহা আপনি দেখিতেছেন।

১৯। মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ (র.) একজন বিশিষ্ট নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রত্যেক রাত্রিতে এক নির্ধারিত সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। একদা রাত্রিতে সেই নির্ধারিত দরূদ শরীফ পাঠান্তে আমার ঘুম আসিল। স্বপ্নে দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমার বাড়ীতে তশরীফ আনিয়াছেন। তাঁহার নূরে আমার সমস্ত ঘরই আলোকিত। তিনি বলিলেন, 'তোমার ঐ মুখ আমার নিকট লইয়া আস যেন আমি চুম্বন দিতে পারি, কারণ ঐ মুখ সর্বদা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।' আমার খুব লজ্জা অনুভব হইল এবং আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তিনি আমার গালে চুম্বন দিলেন। এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম, আমার ঘর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ তৎক্ষণাত আমার স্ত্রীকে জাগাইলাম। সে জাগিয়া বলিল, 'আমাদের ঘর এমন সুগন্ধিপূর্ণ কেন? আমি তখন সমস্ত ঘটনা বলিলাম। আমার গালের যে স্থানে চুম্বন দিয়াছিলেন, আটদিন পর্যন্ত সেখানে সুগন্ধ বর্তমান ছিল। আমার স্ত্রী ও অন্যান্য সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেন।

২০। ফাযাল ইবনে জীরাক (র.) বলেন, 'খোরাসান হইতে একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'আমি যখন মদীনার মসজিদে ছিলাম তখন একদিন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি যখন হামদানে যাইবে, তখন ফাযাল ইবনে জীরাককে আমার সালাম দিও।' আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, ইহার কারণ কি?' তিনি বলিলেন, 'সে প্রত্যহ আমার উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে।' অতঃপর সেই ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, 'বলুন, আপনি কোন্ দরূদ শরীফ পাঠ করেন।' আমি বলিলাম, 'আমি প্রত্যহ ১০০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করি ঃ

اللهم صل على محمد النبى الامي وعلى ال محمد
جزا الله محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هوا اهله -

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যিল উম্মিয়ি ওয়া আলা আ'লি মুহাম্মাদিন জাযাল্লাহু মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আন্না মা হুয়া আহলুহু।'

তিনি আমার নিকট হইতে এই দরূদ শরীফ লিখিয়া লইলেন এবং কসম করিয়া বলিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাকে চিনিতেনও না, নামও জানিতেন না, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমার পরিচয় দিলেন। তাঁহার প্রস্থানকালে, এই সুসংবাদ বহন করার জন্য আমি তাঁহাকে কিছু দান করিতে চাহিলাম কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনের পরিবর্তে আমি কিছুই গ্রহণ কতিতে পারি না।' ইহার পর বাকী জীবনে আর তাঁহাকে দেখি নাই।'

২১। মুহাম্মদ ইবনে মালেক (র.) বলেন, 'আমি শায়খ আবু বকর, ইবনে মুজাহেদ (র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভের উদ্দেশে বাগদাদে গেলাম। একদা আমরা অনেকেই তাঁহার নিকট বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছি এমন সময় ময়লা জামা, চাদর ও পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তি তথায় পৌছিলে শায়খ আবু বকর তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বস্থানে তাঁহাকে বসাইলেন। পরে তাঁহাকে তাঁহার নিজের ও সন্তানাদির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'আজ রাত্রে আমার গৃহে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (সেই খুশীতে) গৃহের সকলে আমাকে কিছু ঘি ও মধু

আনিতে বলিতেছেন–কিন্তু আমার হাতে তো একটি কপর্দকও নাই।' শায়খ আবু বক্‌র বলেন, 'তাঁহার এই কথায় আমি খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। সেইরাত্রে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'এত চিন্তা করিবার দরকার কি? তুমি আলী ইবনে ঈসা যিনি বর্তমান খলিফার উজির তাহার নিকট যাও এবং সালাম দিয়ে বল, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন এবং সাহায্য করিতে বলিয়াছেন।

তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বল যে 'আপনি প্রত্যেক জুম'আর রাত্রিতে ১০০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেন কিন্তু গত জুম'আর রাত্রিতে ৭০০ বার মাত্র পাঠ শেষ করিয়াছেন এমন সময় খলিফার ডাক আসে এবং আপনি চলিয়া যান এবং সেই হেতু হাজার পূর্ণ করিতে পারেন নাই। পরে খলিফার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাকী ৩০০ বার পাঠ করেন এবং তাহাতে হাজার পূর্ণ হয়।' এই কথা বলিলে তাহার বিশ্বাস জন্মিবে যে আমিই তোমাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছি এবং সে তোমাকে সাহায্য করিবে। সে যাহা দিবে তাহা হইতে ঐ ব্যক্তিকে ১০০ দিনার দিও।' নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া শায়খ আবু বক্‌র ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া খলিফার উজিরের নিকট গেলেন এবং সালাম জানাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের আদেশ তাঁহার নিকট পেশ করিলেন।

উজির সাহেব সমস্ত ঘটনা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাত ১০০ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ঐ ব্যক্তিকে দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। পরে শায়খ আবু বক্‌রকে বলিলেন, 'গ্রহণ করুন আপনার পুরস্কার স্বরূপ এই ১০০ দিনার, কেননা আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সংবাদ শুনাইয়া অতিশয় আনন্দ দান করিয়াছেন। আর এই ১০০ দিনার আপনার কষ্ট করিয়া এখানে আসিবার পারিশ্রমিক স্বরূপ। এইরূপে একশত করিয়া গণনা করিতে করিতে প্রায় ১০০০ গণনা করিলেন, কিন্তু শায়খ আবু বক্‌র তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম যাহা গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন তদতিরিক্ত কিছুই আমি গ্রহণ করিব না।'

২২। আবদুর রাহিম ইবনে আবদির রাহিম ইবনে আবদির রাহমান ইবনে আহমদ বলেন, একদা গোসলখানায় আছাড় পড়িয়া আমি আমার এক হাতে গুরুতর আঘাত পাইলাম। ফলে হাত ফুলিয়া গেল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এইরূপ যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায় এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'বৎস–তোমার দরূদ শরীফ পাঠই তোমার দুঃখের সময় আমাকে দুঃখিত করিয়াছে।' জাগরিত হইয়া দেখি আমার হাতে আর কোন বেদনা নাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের বরকতে আমার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল।

২৩। আবুল কাসেম খাফ্‌ফাক (র.) বলেন, 'একদা শিবলী (র.) শায়খ আবু বক্‌র ইবনে মুজাহেদের মসজিদে উপস্থিত হইলেন। শায়খ আবু বকর (র.) তাঁহার সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এতদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যগণ বলিলেন, 'যখন উজির সাহেব আগমন করেন তখন তো আপনি তাঁহার সম্মানার্থ দাঁড়ান না, অথচ এখন শিবলী (র.)-এর জন্য দাঁড়াইলেন–ইহার কারণ কি?' তিনি বলিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম যাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা কি আমার উচিত নয়? আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম– তিনি বলিলেন, 'হে আবু বকর! আগামীকল্য তোমার নিকট একজন বেহেশ্‌তী আসিবে–সে আসিলে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিও।' ইহার ২/৩ দিন পর আবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি যেমন একজন বেহেশ্‌তীকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ তেমনি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সম্মানিত করুন।' আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, শিবলী (র.)-এর এই সম্মান লাভ হইল কি প্রকারে?' তিনি বলিলেন, 'যেহেতু সে পাঁচ ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'লাক্বাদ জাআ'কুম রাসূলুম... আজীম' এই আয়াত পাঠ করিয়া ৩ বার বলে, 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারা'কা ইয়া সাইয়াদানা মুহাম্মাদু।' এই আমল সে ৮০ বছর যাবৎ করিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি এইরূপ করেন তাঁহাকে কি আমি সম্মান প্রদর্শন করিব না?'

এটা হাফেজ আবু মূসা ইবনে বিশকাওয়াল এবং আবদুল গনি ইবনে সাঈদ বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেন।

২৪। শায়খ সালেহ মূসা (র.) বলেন, 'আমি একদা নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রপথে সফল করিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। নৌকার সমস্ত আরোহীগণ প্রাণ ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। আমার কিন্তু এই বিপদকালেও কিছু তন্দ্রাবোধ হইল। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, নৌকার সমস্ত যাত্রীকে ১০০০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করিতে বল।' আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। অমনি আমি আমার স্বপ্নের সংবাদ জানাইয়া ঐ দরূদ শরীফ পড়িতে বলিলাম, আমাদের সকলের প্রায় ৩০০ বার পড়া হইয়াছে এমন সময় দেখা গেল যে, ঝড় কাটিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটিয়াছে।

হাছান ইবনে আলী উসওয়ানী (র.) বলেন, এই দরূদ শরীফ শরীফ ১ হাজার বার পাঠ করা প্রত্যেক আপদ বিপদ দূর করিবার জন্য যথেষ্ট। দরূদ শরীফটি এই–

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقص الغايات من جميع الخيرات فى الحياة بعد الممات (ذكره الفاكهانى فى كتابه الفجر المنير)

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ'লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাতান তুনাজ্জিনা বিহা মিন জামীয়িল আহওয়ালি ওয়াল আ'ফাতি ওয়াতাক্বদীলানা বিহা জামীয়াল হাজাতি ওয়া তুত্বাহ্হিরুনা বিহা মিন জামীয়িস্ সাইয়েয়াত ওয়া তারফাউনা বিহা ইনদাকা আ'লাদ্দারাজাত ওয়াতুবাল্লিগুনা বিহা আকসাল গায়া'তি মিন জামীয়িল খায়রাত ফিল হায়াত বা'দাল মামাত। (আল্লামা ফাকেহানী তদীয় কিতাব আল ফজরুল মুনীরে বর্ণনা করেন)

২৫। আবুল কাসেম কোশায়রী (র.) বলেন, 'মানসুর ইবনে আম্মার (রা.)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ্ আমাকে তাঁহার সামনে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, 'তুমি কি মানসুর ইবনে আম্মার?' আমি বলিলাম, হ্যাঁ! আবার বলিলেন, 'ইহা কি সত্য নয় যে, তুমি মানুষকে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হইবার জন্য শিক্ষা দিতে অথচ নিজে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকিতে?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ আল্লাহ, কিন্তু আমি যখনই কোন মজলিস করিতাম তখনই প্রথমে আপনার প্রশংসা করিতাম, পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম এবং তৎপর লোকদিগকে ওয়াজ নসিহত করিতাম।' আল্লাহ তা'য়ালা বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ।' অতঃপর ফেরেশ্তাদিগকে বলিলেন, 'যাও, তোমরা তাহার জন্য আসনের বন্দোবস্ত কর যাহাতে সে আমার ফেরেশতাদের মধ্যে বসিয়া আমার প্রশংসা করিতে পারে।'

২৬। মুহাম্মদ ইবনে এহিয়াল কিরমানী (র.) বলেন, 'আমরা একদিন আবু আলী ইবনে সাজান (র.)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একজন যুবক আসিয়া বলিল, 'আপনাদের মধ্যে আবু আলী ইবনে সাজান কে?' আমরা ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল, 'দেখুন জনাব, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি আবু আলী ইবনে সাজানের মসজিদে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিও এবং তাহাকে আমার সালাম দিও। এই কথা বলিয়া সেই যুবকটি চলিয়া গেল। আবু আলী ইবনে সাজান (র.) এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, 'আমি তো এমন কোন আমল করি নাই, যদ্দ্বারা আমার সেই উপযুক্ততা লাভ হইতে পারে। শুধু এইটুকু করিয়াছি যে আমি প্রায়ই হাদিসের কিতাব পড়িতাম এবং যখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম এই শব্দ দেখিতাম তখনই তাহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। (অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ্ শব্দ দেখিলেই 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' না পড়িয়া ক্ষান্ত হইতাম না।' কিরমানী (র.) বলেন, 'এই ঘটনার পর আবু আলী ইবনে সাজান (র.) ২/৩ মাস জীবিত ছিলেন। 'রাহেমাহুল্লাহ।'

এই বর্ণনা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ যতবারই পাঠ বা উচ্চারণ করা হউক না কেন, প্রত্যেকবারই 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' বলা আমাদের জন্য অশেষ লাভের অতি সহজ এক পথ। কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগে নব্য শিক্ষিত মুসলমান ভাইদের এই স্বভাব নাই বলিলেও চলে। সাধারণ লোকের তো অজ্ঞতার অজুহাত থাকিতে পারে, যদিও তাহা কোন গ্রাহ্য অজুহাত নহে, তবু তাহাদের কথা বাদ দিয়াও দেখা যায় যে দ্বীনি শিক্ষায় জ্ঞানী কতেক আলেমও এই মহামূল্যবান সদগুণ হইতে বঞ্চিত। অনেক আলেমকেও বলিতে শুনা যায়, 'রাসূলুল্লাহ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ এই কাজ করিয়াছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে আবার কিঞ্চিৎ সভ্যতা, দেখাইতে গিয়া বলিয়া থাকেন, 'আমাদের Prophet বলিয়াছেন' ইত্যাদি। আলেমদের যেখানে এই অবস্থা, অথচ তাঁহারাই সমাজে দ্বীনের কর্ণধার, তখন নব্য শিক্ষিতরা শুধু 'মুহাম্মদ বলিয়াছেন' এমন বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? অথচ এইরূপ উক্তি কদাচ কাম্য নহে। ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের অতি উচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক এবং ধৃষ্টাতাপূর্ণ বেয়াদবীও বটে। ইবনে হাজার মাক্কী (র.) তদীয় 'জাওয়াজের্ আন্ এক্‌তিরাফিল্ কাবায়ের্' কিতাবে এইরূপ বেআদবীকে কবিরা গুনাহ সমূহের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

২৭। খালাফ (র.) বলেন! আমার একজন সহপাঠী ছিলেন। তিনি আমার সহিত হাদীস পাঠ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহার অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তাঁহার পরিধানে ছিল নূতন সবুজ বর্ণের পোশাক। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি কি আমার সহপাঠী ছিলেন না? আপনার অবস্থা এইরূপ উত্তম হইল কি জন্য? তিনি বলিলেন, আমি যখনই হাদিস লিখিতাম, তখনই রাসূলুল্লাহ শব্দ পাইলেই তাহার সহিত 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম' লিখিতাম। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিয়া এই মর্যাদা দান করিয়াছেন।

২৮। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়দা (র.) বলেন, আমার একজন ধর্মভাই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি তাহাকে একদিন স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন? তিনি বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জন্য ক্ষমা করিলেন? তিনি বলিলেন,

যখনই আমি হাদিস লিখিতাম তখনই 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ পাইলেই সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' লিখিতাম। সেই জন্য 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিলেন।'

২৯। জাফারূজ জাফারানী (র.) বলেন, আমি আমার মামা হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন, 'হে আবা আলী; প্রত্যেকটি হাদীস লিখিবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর যে দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম তাহার প্রতিদানে যে কি সুন্দর পুরস্কার লাভ করিয়াছি তাহা তুমি দেখিতে পাইতে।' (رواه ابن بشكوال) (ইবনে বিশকাওয়াল)

৩০। আবুল হাসান মায়মুনী (র.) বলেন, 'আমি স্বপ্নে শায়খ আবু আলী হাসান ইবনে উয়ায়না (র.)-এর উজ্জ্বল চাকচিক্যপূর্ণ অঙ্গুলিগুলি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার অঙ্গুলি এরূপ উজ্জ্বল কেন?' তিনি বলিলেন, 'হে বৎস, এই অঙ্গুলি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের হাদীস লিখিবার জন্য অথবা তাঁহার নামের উপর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম লিখিবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই উজ্জ্বলতা দান করিয়াছেন।'

৩১। শায়খ ইবনে আবদুল করিম (র.) বলেন, 'আমি মুহাম্মদ ইবনুল ইমাম জাকি উদ্দিন মুনজেরী (র.)-কে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'আলহামদু লিল্লাহে' আল্লাহ তা'আলা আমাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিয়াছেন। আমি বেহেশ্‌তে গিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের হাত মুবারক চুম্বন করিলাম। তিনি বলিলেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, যাহারা নিজ হস্তে লিখিবার সময় লিখিবে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم তাহারা সকলেই আমার সঙ্গে বেহেশ্‌তে থাকিবে।'

৩২। আবু সোলায়মান মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন (র.) বলেন, 'আমার প্রতিবেশী শায়খ ফাযাল একজন আবেদ ছিলেন। আধিক্যের সহিত তিনি নামায রোযা ইত্যাদি আদায় করিতেন। একদা তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমি হাদীস লিখিতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়িতাম না। একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া

বারাকা ওয়া সাল্লাকে স্বপ্নে দেখিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে স্মরণ করিবার সময় দরূদ শরীফ পড় না কেন?' সেই হইতে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। পরে আবার যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি বলিলেন, 'তোমার পঠিত দরূদ শরীফ আমার নিকট উপস্থিত হয়। যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করা না কেন, আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিতে ছাড়িও না।'

৩৩। আবু সোলায়মান (র.) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি হাদীস শরীফ পড়িবার সময় যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড় وسلم শব্দ বাদ দিয়ে পড় কেন? এই চারটি অক্ষর বাদ দেওয়ার জন্য তুমি ৪০টি নেকী হইতে বঞ্চিত হইয়া যাও (اخرجه الخطيب وابن بشكوال)

এটা আল্লামা খতীব এবং ইবনে বিশকাওয়াল বর্ণনা করেন।

৩৪। আবুল মুজাফ্‌ফর হানাদ ইবনে ইব্রাহিম নাসাফী (র.) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন। তখন আমি তাঁহার হাত চুম্বন করিয়া বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমি একজন হাদীস অনুশীলনকারী এবং সুন্নাতের অনুবর্তী।' তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠের সময় وسلم বাদ দিয়া পড় কেন ইহার পর হইতে আমি 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' সম্পূর্ণ পড়িতাম।

(اخرجه الخطيب وابن بشكوال)

এটা আল্লামা খতীব এবং ইবনে বিশকাওয়াল বর্ণনা করেন।

৩৫। মুহাম্মদ ইবনে আবি সোলায়মান (র.) বলেন, 'আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'কি জন্য?' তিনি বলিলেন, 'যেহেতু আমি প্রত্যেকটি হাদীস লিখিবার সময় সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' লিখতাম।

৩৬। ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মায়সারা কাওয়ারিরী (র.) বলেন, 'আমার একজন হাদীস লিখক প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার অবস্থা কিরূপ হইল?' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'কি জন্য?' তিনি বলিলেন, যেহেতু আমি প্রতিটি হাদীস লিখিবার সময় 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' বলিয়া দরূদ শরীফ পড়িতাম।'

৩৭। জাফর ইবনে আবদুল্লাহ (র.) বলেন, 'আমি স্বপ্নে আবু জাফর (রা.)-কে দেখিলাম যে, তিনি আকাশে ফেরেশতাদের সহিত নামায পড়িতেছেন। আমি বলিলাম, 'আপনার এই উন্নত অবস্থা কি ভাবে লাভ হইল?' তিনি বলিলেন, 'আমি নিজ হাতে এক লক্ষ হাদীস লিখিয়াছিলাম এবং প্রত্যেকটি হাদীস লিখিবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছিলাম। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই অবস্থা দান করিয়াছেন, কারণ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাযেল করেন।'(ذكره ابن عساكر) এটা ইবনে আসাকের বর্ণনা করেন।

৩৮। শাফেয়ী (র.) কে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার অবস্থা কিরূপ হইল?' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'কি জন্য?' উত্তরে শাফেয়ী (র.) বলিলেন, 'যেহেতু আমি পাঁচ কালেমার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিতাম।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করিলেন ঃ সে দরুদ শরীফটি কি?' তিনি বলিলেন, উহা এই ঃ

(اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد بعد من لم يصل عليه وسلم على محمد كما امرت ان يصلى عليه وصل على محمد كما تحب ان يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغى الصلاة عليه) (رواه البيهقى)

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিন আদাদা মান সাল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মদিন বি আদাদি মান লাম ইউসাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মদিন কামা আমারতা আই ইউসাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লি আলা মুহাম্মদিন কামা তুহিব্বু আই ইউসাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লি আলা মুহাম্মদিন কামা তাম্বাগিস্ সালাতু আলাইহি।

৩৯। আবুল আব্বাস আকলিশী (র.) কে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি আনন্দের সহিত বেহেশ্‌তে ভ্রমণ করিতেছেন। এই অবস্থা কি প্রকারে লাভ হইল, জিজ্ঞেস করায় তিনি বলিলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত ও উপকারিতা সম্বন্ধে 'কিতাবুল আরবাইন' নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম তাহারই বদৌলতে এই অবস্থা আল্লাহ তা'আলা দান করিয়াছেন।' (ذكره النبهانى) আল্লাহ তা'আলার লাখো শোকর যে, তিনি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়অলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের প্রকৃত মর্যাদা ও দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে আমার প্রতি তাঁহার বিরামহীন সাহায্যের ধারা জারী রাখিয়াছেন। এক্ষনে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা ও আশা এই যে, তিনি যেন এই গ্রন্থ প্রণয়নকে আমার নাযাতের ওসিলা করিয়া দেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

৪০। আবু সালেহ আবদুল্লাহ ইবনে সালেহিস্ সূফী (রা.) বলেন, একজন হাদীস অনুশীলনকারীকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞেস করা হইল যে তাঁহার অবস্থা কীরূপ? তিনি উত্তরে বলিলেন, 'কি জন্য ক্ষমা করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'আমার রচিত কিতাবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-এর উপর আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ লিখিয়াছিলাম সেই জন্য (ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছি)।'

(رواه النميرى وابن بشكوال وابن مسدى وغير هم من طريق ابى صالح ذكره ايضا السيوطى فى شرح الصدور)

এটা নুমাইরী, ইবনে বিশকাওয়াল এবং ইবনে মাসাদ্দিসহ আরো অনেকে হযরত আবু সালেহের বরাতে বর্ণনা করেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী (রা.) এটা শরহুছ ছুদুরে বর্ণনা করেন।

৪১। ইসমাঈল ইবনে আলী ইবনুল মুসান্না (র.) তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন হাদীস অনুশীলনকারীকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞেস করা হইল, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি জবাবে বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।' তাঁহাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কী জন্য ক্ষমা পাইলেন?' তিনি বলিলেন, "হাদীস লিখিবার সময় আধিক্যের সহিত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম লিখিতাম সেই জন্য (ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছি।)

৪২। আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবনে আতা রূজবাদী (র.) বলেন, 'আমি আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মারজীকে বলিতে শুনিয়াছি যে তিনি এবং তাঁহার পিতা এক জায়গায় বসিয়া হাদীস আলোচনা করিতেন। সেই স্থানে একদিন আকাশচুম্বী এক নূর দৃষ্ট হইল। তাঁহারা সেই নূর সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে কে একজন অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিলেন, 'হাদীস আলোচনার সময় যে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় তদ্দরূন এই নূরের বিকাশ ঘটিয়াছে।'

৪৩। আবু ইস্‌হাক ইব্‌রাহী ইবনে দারেমুদ দারেমী (র.) বলেন, "আমি প্রত্যেকটি হাদীস লিখিবার সময় قال النبى صلى الله عليه وسلم تسليما লিখিতাম। পরে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার লিখিত হাদীসের প্রতি তাকাইয়া আছেন এবং বলিতেছেন, বেশ ভাল হইয়াছে।'

হাফেজ আবু মূসা মাদিনী (র.) তাঁহার কিতাবে এইরূপ অনেক হাদীস লেখকের বর্ণনা দিয়াছেন, যাঁহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়াছেন, এই জন্য যে তাঁহারা হাদীস লিখিবার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন ও লিখিতেন।

৪৪। হাসান ইবনে রাশিক (র.) এর মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞেস করা হইল, 'আপনার এইরূপ উন্নত অবস্থা কি হেতু লাভ হইল? তিনি জবাবে বলিলেন, 'আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠের জন্য।'

(رواه ابن بشكوال وغيره)

এটা ইবনে বিশকাওয়ালসহ অনেকে বর্ণনা করেন।

৪৫। আবুল আব্বাস খায়য়াত্ (র.) একদা শায়খ আবু মুহাম্মদ ইবনে রাশিকের মজলিসে আসিয়া উপস্থিত হইলে, শায়খ তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, 'বলুন, কি দিয়া আপনার সেবা করিব?' তিনি বলিলেন, 'না, কিছুই করিতে হইবে না। আপনি হাদীস পাঠ করুন। আমি এইজন্য আসিয়াছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমাকে আপনার মজলিসে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'যাও। কারণ সে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।'

(رواه النميرى ابن بشكوال)

আল্লামা নুমাইরী এবং ইবনে বিশকাওয়াল এই বর্ণনা করেন।

৪৬। আবুল আব্বাস ইবনে আবদিদ্ দায়েম (র.) একজন হাদীস লেখক ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি হাদীস লিখিবার সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম -এর নাম পাইতাম তখন শুধু "সাল্লাল্লাহু আলাইহি লিখিতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখিলাম তিনি বলিলেন, 'তুমি আমার নাম পাইলে শুধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি লিখ কেন? আমার নাম পাইলে পূর্ণ দরূদ শরীফ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা' লিখিও।)

(حكاه ابن عساكر)

৪৭। হাসান ইবনে মুসাল খিজ্‌রী (র.) বলেন, 'আমি হাদীস লিখিবার সময় শিঘ্র করিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) এই শব্দের পর (الصلاة على النبى) শুধু এই কথা লিখিয়া শেষ করিতাম। হযুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম একথা স্বপ্নে আমাকে বলিলেন, "তুমি হাদীস লিখিবার সময় আবু ওমর কাবারী (র.) যেরূপ আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে সেইরূপ লিখ না কেন?' নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া আমি খুব ভীত হইলাম এবং সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নাম পাইলে পূর্ণ দরূদ শরীফ না লিখিয়া ছাড়িব না।

(رواه ابن شكوال) (এটা ইবনে বিশকাওয়াল বর্ণনা করেন)

৪৮। আবু আলী হাসান ইবনে আত্তার (র.) বলেন, "আবু তাহের মুখ্‌লেস্ (র.) নিজ হাতে আমার জন্য একটি হাদীসের কিতাব লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিলাম, তিনি যে স্থানেই নবী অথবা রাসূলুল্লাহ লিখিয়াছেন, সেইখানেই 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা তাস্‌লিমান কাসিরান, কাসিরান, কাসিরান' লিখিয়াছেন। আমি তাহাকে এইরূপ লিখিবার কারণ জিজ্ঞেস করিলে তিনি বলিলেন, 'পূর্বে যখন হাদীসে 'নবী' বা 'রাসূলুল্লাহ' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) লিখিতাম তখন কোন দরূদ শরীফ লিখিতাম না। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া সালাম দিলাম–কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ইহাতে তিনি যেদিকে মুখ ফিরাইলেন আমি সেইদিকে গিয়া আবার সালাম দিলাম কিন্তু তিনি পুনঃ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। আবার আমি সেইদিকে গিয়া সালাম দিলাম, এবারেও তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন আমি বলিলাম, 'ইয়া নবী আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আপনি এভাবে মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন কেন?' তিনি বলিলেন, 'এইজন্য যে, তুমি যখন আমাকে স্মরণ কর তখন দরূদ শরীফ পড় না।' সেই অবধি হুযুরকে স্মরণ করিলেই 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা তাস্‌লিমান্ কাসিরান্' না বলিয়া বা না লিখিয়া ছাড়ি না।

পাঠক এক্ষণে অনুধাবন করুন, হযূর পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ না করিলে তিনি কতদূর অসন্তুষ্ট হন। প্রত্যেক ঈমানদারকে দরূদ শরীফ পাঠ সম্বন্ধীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিই যথেষ্ট। তদুপরি যথাস্থানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মরণকালে দরূদ শরীফ পাঠ না করা জনিত অপরাধের গুরুত্ব বিশদভাবে পরিস্ফুট হইবে।

৪৯। হামজাতুল কেনানী (র.) বলেন, 'হাদীস লিখিবার সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করিতাম তখন শুধু 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে' লিখিতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আমাকে স্বপ্নে বলিলেন, 'তুমি

যখন আমাকে স্মরণ কর তখন পূর্ণ দরূদ শরীফ পড় না কেন?' সেই অবধি আমি তাঁহাকে স্মরণ করিলেই 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকাত ওয়া সাল্লাম' না বলিয়া বা না লিখিয়া ছাড়িতাম না।

৫০। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (র.) বলেন 'আমি আমার পিতা আবদুর রহমান নাহদী (র.) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, একজন সম্ভ্রান্ত লোকের ইচ্ছা হইল তিনি ইমাম মালেক (রা.) প্রণীত হাদীসের কিতাব 'মুয়াত্তা' কোন আলেম দ্বারা নকল করাইয়া লইবেন–কেননা, তিনি ঐ কিতাবটি খুবই পছন্দ করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একজন আলেম নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই কার্যের জন্য আলেম সাহেবকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবেন এবং আলেম সাহেবও পুরস্কার লাভের আশায় খুব মনোযোগ সহকারে নকল করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তলিপি সুন্দর ছিল বিধায় কিতাবটি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে নকল করিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ের ত্রুটি থাকায় তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

ত্রুটি ছিল এই যে, মূল কিতাবে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দের সঙ্গে 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' লেখা ছিল কিন্তু নকল করিবার সময় তিনি উহা সংক্ষেপ করিয়া শুধু (ص) '(দঃ)' লিখিয়া দিলেন। ফলে নকলের সৌন্দর্য দেখিয়া ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেমন পুলক অনুভব করিলেন, ঠিক তেমনি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফের এই সংক্ষেপিত লিখায় যে বেআদবী ও অভক্তির প্রকাশ ছিল তদ্দর্শনে। বরং তাঁহার অসন্তুষ্টিই প্রবল হইল এবং তদ্দরুণ ঐ আলেম সাহেবকে পুরস্কার তো দিলেনই না, উপরন্তু অভক্তির প্রতিদানে নিতান্ত অভক্তির সহিত বিদায় দিলেন। সেই আলেম সাহেবের পরিণতি ইহাই হইয়াছিল যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সমাজের দৃষ্টিতে নিতান্ত হীন ও লাঞ্ছিত ছিলেন।

(كذا ذكره فى شفاء الاسقام فنعوذ بالله من الخذ لان ومكايد الشيطان)

অনুরূপ শিফাউল আসক্বাম'এ বর্ণনা করেছেন।

৫১। 'শেফাউল আসকাম' কিতাবে শায়খ আবু জাকারিয়া আবেদী (র.) হইতে বর্ণিত আছে যে, বস্‌রা দেশে তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বসরায় একজন হাদীস লিখক ছিল।সে কাগজ বাঁচাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' লিখিতে কোন দরূদ শরীফ লিখিত না। এই কৃপণতার দরুন তাহার দক্ষিণ হস্ত দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় এবং পরে অতিরিক্ত পচনের জন্য উহা কাটিয়া ফেলিতে হয়।

৫২। উক্ত কিতাবে ইহাও বর্ণিত আছে যে একজন আলেম হাদীস লিখিবার সময় صلى الله عليه وسلم এর পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত صلعم লিখিত। এই বেআদবীর দরুণ তাহার পরিণতি এই হইয়াছিল যে কোন ঘটনাক্রমে তাহার হাত কাটিয়া ফেলিবার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছিল। অপর একজন আলেমও ঐ রূপ করিত পরে পক্ষাঘাত হইয়াছিল।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ সংক্ষেপ করণ কত ভয়াবহ পরিণতি বহন করে। এতদ্ব্যতীত এইরূপ বেআদবী করার দরুন ঈমান নষ্ট হইবার সমূহ আশংকা রহিয়াছে। এইজন্য আল্লামা তাহ্‌তাবী 'দুররুল মোখতার কিতাবের হাশিয়াতে ফতোয়া তাতারখানীয়া হইতে নকল করিয়াছেন ঃ

من كتب عليه السلام بالهمزة والميم يكفر لانه تخفيف وتخفيف الانبياء كفر -

অর্থাৎ, 'যদি কেহ 'আলাইহিস সালাম সংক্ষেপ করণোদ্দেশ্যে শুধুমাত্র আলিফ মীম লিখে তবে সে কাফের হইবে। কারণ তদ্দ্বারা নবীর উপযুক্ত মর্যাদার লাঘব করা হয় এবং হেয়তা প্রকাশ পায়। কোন নবীকে এইরূপে হীন সাব্যস্ত করা কুফরী। এই ফতোয়ার উপর আলেমগণ বলিয়াছেন, যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করে তাহা হইলে কাফের হইবেই; নতুবা নহে। অজ্ঞতা বশতঃ যদি কেহ করে তাহা হইলে কাফের হইবে না বটে, কিন্তু মঙ্গল লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। ইমাম নববীর (র.) বাণী হইতে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আফ্‌সোস! বর্তমানকালে এই রোগ সকলের মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রসার লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ লিখিলে তাহার সহিত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম না লিখিয়া শুধু (দঃ) অথবা (সঃ) লিখিয়া দেওয়া হয়। ইহা যে কত বড় বেয়াদবী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন কি খোতবার কিতাবের মধ্যেও এইরূপ লিখিতে দেখা যায়। যাঁহারা এইরূপ

আদব-হীনতার জন্য তাঁহারা নিজেদের অমঙ্গলকেই ডাকিয়া আনিতেছেন। কিন্তু তাহারা তো মনে করেন যে অশেষ সওয়াবের কাজ করিতেছেন। আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান যুগে এইরূপ সওয়াবের কাজ প্রায়ই হইতেছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন জ্ঞানের সহিত অল্প আমল অজ্ঞতার সহিত বহু আমল হইতে উত্তম (জা'মে-সগীর) অতএব হুঁশিয়ার! এইরূপ অজ্ঞতা ও বেয়াদবী হইতে তওবা করুন।

৫৩। তাবারানী (র.) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলেন, পরে বলিলেন, السلام عليك ايها الندى ورحمة الله وبركاته) 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম' আল্লাহ তা'আলা এলহামের দ্বারা আমাকে কতগুলি কথা শিক্ষা দিয়াছেন। সেইগুলিকে আমি সর্বদা বলিয়া থাকি।' তিনি বলিলেন, 'সেগুলি কি' তাবারানী (র.) বলিলেন, 'সেগুলি এই ঃ

اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد كما تحب ان تحمد اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب ان يصلي عليه -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু বিআদাদি মান হামিদাকা ওয়ালাকাল হামদু বিআদাদি মান লাম ইয়াহমাদকা ওয়ালাকাল হামদু কামা তুহিব্বু আন তুহমাদা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বিআদাদি মান সাল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বিআদাদি মান লাম ইউসাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু আন ইউসাল্লা আলাইহি।

এইগুলি শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম এমনভাবে হাসিলেন যে, তাঁহার সম্মুখের পবিত্র দাঁত মুবারকগুলি সমস্তই

দেখা যাইতেছিল এবং তাঁহার পবিত্র দাঁতের ফাঁক দিয়া নূর বিস্ফোরিত হইতেছিল। (এটা ইমাম কুস্তলানী মাসালেকুল হুনাফাতে উল্লেখ করেন)

৫৪। ইমাম শা'রানী (র.) তদীয় 'তাবাকাত' কিতাবে শায়খ আবুল মাওয়াহেব শাজালী (র.) সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া মিনতি করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আপনি আমাকে ছাড়িবেন না।' তিনি ফরমাইলেন, 'তুমি যে পর্যন্ত না হাওজে কাওসারের পানি পান কর সে পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়িব না। কারণ তুমি সূরা 'কাওসার' পাঠ কর এবং আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠাও। এতদ্ব্যতীত যখন তোমার কথায় অথবা কাজে কোন ক্রটি ঘটিয়া যায় তখন এই দোয়া পাঠ কর।

استغفر الله العظيم الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه واسأله التوبة والمغفرة فانه هو التواب الرحيم -

আস্তাগফিরুল্লাহাল আজীম আল্লাজী লা'ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া আস্ আলুহুত তাওবাতা ওয়াল মাগরিফরাতো ফা ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রাহীম।

৫৫। শায়খ আবুল মাওয়াহেব শাজালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি আমার মুখে চুম্বন দিয়া বলিলেন, 'এই মুখ দিনে ১ হাজার বার এবং রাত্রিতে ১ হাজার দরূদ শরীফ পাঠ করে।' পরে বলিলেন, যদি রাত্রিতে সূরা কাওসারের অজিফা রাখিতে কতই না ভাল হইত।' আবার বলিলেন, 'তুমি এই দোয়াটি পড়িবার অভ্যাস রাখিও ঃ

اللهم فرج كرباتنا اللهم اقل عشرتنا اللهم اغفر زلاتنا

এবং তৎপর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিও এবং বলিও ঃ

سلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين ذكره الشعرانى فى الطبقات -

৫৬। তিনি পুনঃ বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি কি কেয়ামত দিবসে এক লক্ষ লোকের শাফায়েত করিবে?' আমি আরজ করিলাম, 'কি জন্য আমার এহেন সৌভাগ্য লাভ হইল? তিনি বলিলেন, 'যেহেতু তুমি দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তাহার সমস্ত সওয়াব আমাকে দিয়া থাক।

৫৭। তিনিই আবার বলিয়াছেন, 'আমি প্রত্যহ অজিফা হিসেবে ১০০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। একদিন তাড়াতাড়ি করিয়া আমার নির্ধারিত অজিফার সংখ্যা শেষ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'তুমি কি জান না যে তাড়াতাড়ি করা শয়তানের পক্ষ হইতে থাকে? তুমি যখন দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তখন ধীরে ধীরে শৃংখলার সহিত পাঠ করিও। অবশ্য সময় সংকীর্ণ থাকিলে তাড়াতাড়ি করিতে পার। তবে আমি যাহা বলিলাম উহাই হইল দরূদ শরীফ পাঠের উৎকৃষ্ট নিয়ম। নতুবা তুমি যে ভাবেই পড় না কেন– তাহা দরূদ শরীফ বলিয়া গৃহীত হইবে। যখন দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তখন প্রথমে বা শেষে একবার হইলেও দরূদে তাম্মা পড়িও। উহা এই ঃ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته (هذا منقول من لفظه رضى الله عنه)

আল্লাহুম্মা সালি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ'লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা সোয়াল্লাইতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ'লে সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন কামা বা'রাকতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ'লে সাইয়েদিনা ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

৫৮। তিনি আবার বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমি যত দরূদ শরীফ পাঠ করি তাহার সমস্ত সওয়াব আপনাকে দিয়া থাকি। এক্ষণে ইচ্ছা করি যে, আমার অন্যান্য আমলেও কিছু সওয়াব আপনাকে দান করি। কারণ হাদীসের কিতাবে দেখিয়াছি যে, একজন সাহাবী তাঁহার দরূদ শরীফ পাঠের সমস্ত সওয়াব আপনাকে দিকে চাহিলে আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'তাহা হইলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত চিন্তাই আল্লাহ তা'আলা দূর করিবেন।' (পূর্ব বর্ণিত ৪৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য) এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'হ্যাঁ তাহা বলিয়াছিলাম–কিন্তু তুমি অন্যান্য আমলের সওয়াব নিজের জন্য রাখিও–কেন না উহাতে আমার প্রয়োজন নাই।'

৫৯। তিনি পুনঃ বলিয়াছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি বলিলেন, 'তোমার মুর্শেদ আবু সাঈদ শাফরাবী আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদে তাম্মা পাঠ করে। তাহাকে বলিয়া দাও যে, দরূদ পাঠ শেষ করিয়া সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে।' দরূদে তাম্মা + আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা।

৬০। ইমাম শা'রানী (র.) তদীয় 'তাবাকাত' কিতাবে সাইয়েদ মুহাম্মদ হানাফী (র.) এর জীবন বৃত্তান্ত দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'শরীফ নোমানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, সাইয়েদ মুহাম্মদ হানাফী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম যে, তিনি এক বিশাল তাঁবুর মধ্যে বসিয়া আছেন এবং সমস্ত ওলী আল্লাহগণ একের পর এক আসিয়া তাঁহাকে সালাম দিতেছেন। তাঁহাকে সকলের পরিচয় জানাইবার জন্য একজন বলিতেছেন, 'ইনি অমুক, উনি অমুক ইত্যাদি। এমন সময় এক বৃহৎ জনতা আসিয়া পৌছিল। কে একজন বলিলেন, 'ইনি মুহাম্মদ হানাফী। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছিলেন তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে নিজের সম্মুখে একাধারে বসাইলেন। অতঃপর আবু বকর ও ওমর রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমি এই ব্যক্তিকে খুবই ভালবাসি, কিন্তু

তাহার ঐ অবিন্যস্ত আমামা আমার নিকট প্রিয় নহে।' তখন আবু বকর রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আপনি আদেশ করিলে আমি তাহার আমামা ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিই!' তিনি বলিলেন, আচ্ছা।' তখন সিদ্দিকে আকবর রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁহার নিজের আমামা মুহাম্মদ হানাফী (র.) এর মাথায় পরাইয়া দিলেন এবং উহার শেষাংশ বামদিকে ঝুলাইয়া দিলেন।' ইহার পর আমার নিদ্রা ছুটিয়া গেল। আমি সাইয়েদ মুহাম্মদ হানাফী (র.) কে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলে তিনি নিজে কাঁদিলেন এবং সভাস্থ সকলকে কাঁদাইলেন। অতঃপর আমাকে বলিলেন, 'আবার যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখ তবে তাঁহাকে জিজ্ঞেস করিও–আমার কোন আমলের দরুন তিনি আমাকে ভালবাসে?' কয়েকদিন পর আবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া সেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলিলেন যেহেতু সে প্রত্যেক মাগরেবের পর নির্জনে বসিয়া এই দরূদ শরীফ পাঠ করে ঃ

اللهم صل على محمد النبي الامى وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت -

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আ'লিহী ওয়াসাহবিহী ওয়া সাল্লিম আদাদা মা আলিমতা ওয়াজিনাতা মা আলিমতা ওয়ামিল আমা আলিমতো।

এই কথা শুনিয়া মুহাম্মদ হানাফী (র.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম ঠিকই বলিয়াছেন।' অতঃপর তিনি নিজ আমামার শেষাংশ ঝুলাইয়া দিলেন এবং তদ্দর্শনে সকলেই তাহাই করিলেন। সাইয়েদ মুহাম্মদ (র.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থায়ই ছিল।

৬১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (র.) বলেন, 'একদিন আমি আমার বন্ধু ওসমানের নিকট আসিয়া সালাম দেওয়ায় তিনি বলিলেন, 'শাবাশ?–আজ আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আমাকে এক বালতি পানি দিলেন এবং উহা পান করিতে বলিলেন। আমি

তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এমন কি এখন পর্যন্ত তাহার শীতলতা অনুভব করিতেছি।' আমি বলিলাম, 'এই সৌভাগ্য কি করিয়া লাভ হইল?' তিনি বলিলেন, 'আতিশয্য ও আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠের জন্য।

كذا ذكره ابن الملقن فى الحدائق

(অনুরূপ এটা ইবনে মুলকিন হাদায়েক-এ বর্ণনা করেন)

৬২। আলী ইবনে ঈসা খলীফার উজির ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। কোন কারণবশতঃ আমাকে উজিরের পদ হইতে বরখাস্ত করা হয়। এমন সময় একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। দেখিলাম– আমি যেন গাধার উপর সওয়ার হইয়া কোথাও যাইতেছি এমন সময় তাঁহাকে দেখিয়া আমি নামিয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, 'যাও তোমার নিজ স্থানে ফিরিয়া যাও।' সকাল হইতেই দেখি উজির পদে পুনর্বহাল হইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠের ওসিলাতেই আমার এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল।

৬৩। আবু মুহাম্মদ জাজ্‌রী (র.) বলেন, 'একদিন আসর নামাযের পর একজন যুবক ফকির আমাদের বহির্বাড়িতে উপস্থিত হইল। তাহার শরীরের রং ফ্যাকাশে, খালি মাথায় এলোমেলো চুল এবং খালি পা ছিল। সে আসিয়াই ওযূ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়া একটি কাঠের উপর হেলান দিয়া মাগরিব পর্যন্ত শুধু দরূদ শরীফ পড়িতে লাগিল। এমন সময় খলীফার পক্ষ হইতে আমাদের সকলের জন্য দাওয়াত আসিল। আমি তখন সেই ফকিরকে বলিলাম, 'আমরা সকলে খলিফার দাওয়াতে যাইতেছি–তুমিও যাইবে কি? সে বলিল, 'খলিফার দাওয়াতে যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না–তবে একটি গরম পরটা খাইতে খুব মন চায়।' অতঃপর তাহাকে রাখিয়া আমরা সকলেই খলিফার দাওয়াতে গেলাম। সেখানে খানা-পিনা শেষ করিয়া আমাদের অনেক রাত্রি হইয়া গেল। আসিয়া দেখি যুবকটি ঐ একইভাবে বসিয়া আছে। যাহা হউক, আমি আসিয়া জায়নামাযে বসিয়া আছি এমন সময় আমার ঘুম পাইল। স্বপ্নে দেখিলাম, এক বিরাট জনতা। তন্মধ্যে কে একজন বলিতেছে, 'এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া

বারাকা ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সহিত সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম' আমি তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়া সালাম দিলাম–কিন্তু তিনি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমি ঘুরিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া আবার সালাম দিলাম। তিনি আবার মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এতদ্দর্শনে আমার খুব ভয় হইল। আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমার কোন্ ত্রুটির জন্য আপনি আমার উপর এত অসন্তুষ্ট?' তিনি বলিলেন, 'আমার উম্মতের একজন ফকীর তোমার কাছে রুটি চাইল, কিন্তু তুমি তাচ্ছিল্যেভরে তাহা গ্রাহ্য করিলে না।' আমার নিদ্রা ছুটিয়া গেল এবং আমি খুব ভীত হইয়া পড়িলাম। সেই ফকীরের খোঁজ করিলাম, সে ঘরে নাই তখন তাহাকে ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি সে চলিয়া যাইতেছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, তোমার রুটির বন্দোবস্ত করা হইবে–তুমি ফিরিয়া আস।' সে জবাবে বলিল, 'যে রুটির জন্য এক লক্ষ ২৪ হাজার নবীর সুপারিশ লাগে উহাতে আর আমার প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

৬৪। আবু হেফস হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমি মদীনা শরীফে গিয়া অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িলাম। প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত কোন অন্ন সংস্থান হইল না। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের কবরের একটি দেয়ালের সহিত নিজের পেট লাগাইয়া খুব বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার মেহমান ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, আমার প্রতি মেহেরবানী করুন।' ইহার পর আমার ঘুম আসিল– স্বপ্নে দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আসিয়া খাইবার জন্য আমাকে একটি রুটি দিলেন। অর্ধেক রুটি খাইয়াই আমি তৃপ্ত হইয়া গেলাম। বাকী অর্ধেক হাতে থাকা অবস্থায় আমার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া দেখি সেই অর্ধেক আমার হাতেই আছে।'

৬৫। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে জায়েদ (র.) বলেন, 'আমার একজন ফাসেক, ফাজের এবং আল্লাহ তা'আলার পথে গাফেল প্রতিবেশী ছিল। সে সুলতানের দফতরে চাকুরী করিত। একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, তাহার হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের হাতে। আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, এই লোকটি তো ফাসেক এবং আল্লাহর পথ হইতে গাফেল। আপনি তাহার হাতে হাত রাখিয়াছেন কি জন্য?' তিনি বলিলেন, 'সে কথা তো আমি জানি। তবুও আল্লাহ তা'আলার নিকট তাহার শাফায়াত করিবার জন্য জামিন হইয়াছি।' আমি বলিলাম, 'কি জন্য?' তিনি বলিলেন, 'যেহেতু সে প্রত্যেক রাত্রিতে শুইবার পূর্বে ১০০০ বার দরূদ শরীফ না পড়িয়া ঘুমায় না এবং আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমার শাফায়াত কবুল করিবেন।' এই স্বপ্ন দেখার পর আমার ঘুম ভাঙ্গিল।

প্রাতে মসজিদে নামায পড়িবার পর আমি আমার আসহাবদের সহিত ঐ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা করিতেছি, এমন সময় সেই লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মসজিদে প্রবেশ করিল এবং সালাম করিয়া সম্মুখে বসিয়া বলিল, 'হে আবদাল ওয়াহেদ, আপনার হস্ত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে তওবা করিতে চাই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে আমাকে আপনার হাতে তওবা করিতে আদেশ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আপনার সহিত স্বপ্নে তাঁহার যে আলাপ হইয়াছে তাহাও বলিয়াছেন।' সে তওবা করিলে পর আমি তাহার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করিলাম। সে বলিল, 'স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন যে, তিনি আমার দরূদ শরীফের ওসিলায় আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করিবেন এবং বলিলেন, 'তুমি প্রাতে আবদুল ওয়াহেদের নিকট গিয়া তওবা কর এবং সৎপথে থাক।'

كذا ذكره النبهانى فى كتابه

(অনুরূপ আল্লামা নিবহানী তার কিতাবে বর্ণনা করেন)

৬৬। পাঠক চিন্তা করিবার বিষয় যে, এত বড় ফাসেকও দরূদ শরীফের ওসিলাতে কোন্ উন্নত স্তরে গিয়া পৌছিতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সহায়তায় যাবতীয় অসৎ কার্য হইতে নিরঙ্কুশ মুক্তি লাভ করতঃ অশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারে। এই জন্যই আলী হারাজেম (র.) তাঁহার মুর্শেদ শায়খ আবুল আব্বাস তারজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হইতে 'জাওয়াহেরুল মা'আনী' কিতাবে নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন।'

عن النبى صلى الله عليه وسلم ان جبريل
عليه السلام اخبره عن الله تعالى انه عز وجل
يقول من صلى عليك صليت عليه قال صلى الله
عليه وسلم حق لمن صلى الله عليه ان لا يعذبه
بالنار ومن هذه الحيثية ان الصلاة عليه صلى
الله عليه وسلم فى حق الناس افضل له من
تلاوة القران لانها شافعة له فى افاضة رضا
الرب عليه وحقها الذنوبه وادخاله فى زمر-اهل
محل القرب والحضر الالهية يحق لمن حل فيها
ان لا يتجاسر بشئ من سوء الادب ومن تجاسر
فيها بسوء الادب استحق من الله اللعن والطرد
والغضب لان حملة القران اهل الله فهم
مواخذون اكثر من غيرهم باقل من مثاقيل الذر
الا ان تكون له من الله عناية سابقة بمحض
الفضل فتكون له عصمة من ذالك فبان لك ان
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
حق الفاسق انفع له من تلاوة القران فان القران
مرتبة النبوة الروحانية فلذا يتضرر العامة
بتلاوته لعدهم عن ذالك واما الصلاة عليه صلى
الله عليه وسلم بحالة تليق بتاليها من
الطهارة الحسية ثوبا وجسدا ومكانا وتلاوتها

باللفظ المعهود فى الشرع من غير لحن فان الله سبحانه تعالى ضمن لتاليها ان يصلى عليه ومن صلى عليه مرة لايعذبه ـ

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলায়হিস্ সালামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার এই ভক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, 'হে মুহাম্মদ 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম', যে কেহ আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আমি তাহার উপর রহমত নাযেল করি' এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যাহার উপর রহমত নাযিল করেন, তাহাকে দোযখের আগুনে পোড়াইবেন না। এই দিক হইতে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ফাসেকের (গুনাহে লিপ্ত ও আল্লাহ্ তা'আলা হইতে গাফেল) জন্য কুরআন তেলাওয়াত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা অধিকতর উপকারী; কেননা দরূদ শরীফের ওসিলায় নামিয়া আসিবে আল্লাহ তা'আলার আশীষ ধারা, বিদূরিত হইবে তাহার গুনাহরাশি এবং আখেরাতে প্রবেশ করিবে সৌভাগ্যবানদের দলে। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত দরূদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবাদত সন্দেহ নাই, তবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মর্যাদা ও সান্নিধ্যের দিক দিয়া অতি উচ্চ হওয়ার দরুন উহার যথোচিত সম্মান ও আদব রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। পূর্ণ আদব ও মর্যাদা রক্ষা না করিয়া উহা করিলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনাপেক্ষা তাঁহার ক্রোধ ও অভিশাপই অধিক অর্জন করা হয়। কারণ কুরআন মজীদের ধারক ও বাহক যাহারা তাহাদের দায়িত্বও তত বেশি; এবং সেই জন্য তাহাদের সামান্য দোষ ত্রুটিও অধিক ধর্তব্য। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও তাঁহার বিশেষ রহমতের দানে পরিত্রাণ দিয়া থাকেন তাহা হইতেছে পৃথক কথা। অতএব, ফাসেকদের জন্য দরূদ শরীফই অধিক উপকারী। কারণ কুরআনের স্তর হইতেছে নবুয়তের স্তর। ইহার জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, উপযুক্ত আদব এবং আধ্যাত্মিক চরিত্র। এই জন্যই সাধারণ লোকদের মধ্যে এই সমস্ত গুণের অভাব থাকার দরুন তাহারা কুরআন তেলাওতের দ্বারা উপকৃত না হইয়া বরং অপ্রকৃতই হইয়া থাকে। অপর পক্ষে দরূদ শরীফ পাঠের জন্য অত উচ্চগুণের আবশ্যক হয় না। শুধু বাহ্যিক কাপড় ও শরীর পবিত্র

রাখিয়া নিজের অবস্থা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের তাজীম মনের মধ্যে স্থান দিয়া মুখে দরূদ শরীফ উচ্চারণ করিলেই চলিবে; কারণ আল্লাহ তা'আলা দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর রহমত নাযিল করিবার জামীন হইয়াছেন এবং তিনি যাহার উপর রহমত নাযিল করিবেন তাহাকে আযাব করিবেন না।'

'জাখিরাতুল মায়াদ' কিতাবে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব, আমি আমার মত সমস্ত গুনাহগার মুসলমান ভাইদিগকে আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

يا ايها المذنبون لاتقنطوا
اكثروا الصلاة على النبى ورابطوا
الصلاة على النبى الكريم الرحيم
تجلب عليكم الرحمة فلا تفرطوا

অর্থাৎ, হে গুনাহ্গার বান্দাগণ! তোমরা নিরাশ হইয়োনা; বরং নবীজির উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ো এবং তার সাথে সম্পর্ক গড়ো। কেননা দয়ালু দানশীল নবীজির প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ রহমত নিয়ে আসিবে। তোমরা এতে হালাকাপনী করিবেন না।

৬৭। সৈয়দ মাহমূদ কারদী (র.) তাঁহার 'আল বাকেয়াতুস্ সালেহাত' কিতাবে বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি আমাকে কোলে লইয়া খুব আদর করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি আমার উপর বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর। আমি তোমার উপর খুব খুশি আছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তোমার উপর খুশি।' হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের এই আদর মহব্বত দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, তিনিও আমার মহব্বতে কাঁদিতেছেন।' আমার ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম, আমার চোখ অশ্রুভরা। আমি মদীনা শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট গিয়া সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন। আমি তাহা সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলাম। তিনি আমাকে আমার জাগ্রত অবস্থায় অনেক

কিছু সুসংবাদ দিলেন তাহা আমি সর্বসাধারণকে বলিতে পারি না। ইহার পর আমি ফিরিয়া আসিলাম। অনেকে হয়তো শুনিয়া অবাক হইবেন যে, এই সমস্ত আলাপ জাগ্রত অবস্থায় কি করিয়া সম্ভবপর হইল। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলিতেছি যে, আমি জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম এবং ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার কবরের ভিতর হইতে আমার সালামের জবাব ও অন্যান্য আলাপ শুনিতে পাইয়াছিলাম। এই ঘটনা হইতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম অন্যান্য মখলুকের মত মৃত নন। তিনি সজীব এবং জাগ্রত। তিনি হায়াতুন নবী।

الصلاة والسلام عليك

يا سيدى يارسول الله

خذ بيدى قلت حيلتى

ادركنى ادركنى يارسول الله

৬৮। সৈয়দ আবদুল জলীল মাগ্‌রেবী (র.) তাঁহার কিতাব تشبية الانام فى علو مقام نبينا عليه الصلا والسلام-এর ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'আমি এই কিতাব প্রণয়নকালে (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের মর্যাদা এবং তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠের মাহাত্ম্য বর্ণনাকালে) একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি একটি খচ্চরের উপর চাপিয়া বহুলোকের সহিত কোন কাজের জন্য কোথায়ও যাইতেছি। কিছুদূর গিয়া দেখি যে, আমার খচ্চরটি অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য লোকেরা অনেক আগে চলিয়া গিয়াছে। আমি খচ্চরটিকে যতই তাড়া দিই উহা কিছুতেই আগে বাড়ে না। পরে দেখিলাম যে, একজন লোক উহাকে পিছন হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাকে আগে যাইতে দিতেছে না। এমন সময় একজন সুপুরুষ সেখানে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, 'উহাকে বাধা দিও না। ছাড়িয়া দাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং তাহার পরিবারবর্গের জন্য শাফায়াত করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন।' আমার ঘুম ভাঙ্গিল। জানিতে পারিলাম যে, উনি ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (কাররামাল্লাহু তা'আলা ওজহাহুল কারীম) ইহাও জানিতে পারিলাম যে, নবীয়ে

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উপলব্ধি এবং তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত বর্ণনার মাধ্যমে আমার এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল।

৬৯। তিনি উক্ত কিতাবে আবার বলিয়াছেন, 'কিছু দিন গত হইলে আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি যেন আমার ঘরে তশরীফ আনিয়াছেন– সমস্ত ঘর তাঁহার অনুপম নূরে উদ্ভাসিত। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ' এইরূপ তিনবার বলিলাম। পরে আরজ করিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার আশ্রিত ও শাফায়াত কামী।' তিনি আমার হাত ধরিয়া চুম্বন দিয়া বলিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।' অতঃপর আমার একজন মৃত প্রতিবেশীকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উচ্চ প্রশংসাকারী খাদেমগণের মধ্যে অন্যতম।' আমি বলিলাম, 'তাহা আপনি কি করিয়া জানিলেন?' তিনি বলিলেন, 'কেন, আকাশে ফেরেশতাগণের মধ্যে আপনার এই সুখ্যাতিই প্রচারিত হইতেছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম নীরবে ইহা শুনিলেন এবং হাসিলেন। ইহার পর খুব আনন্দের মধ্যে আমার ঘুম ভাঙ্গিল।'

৭০। তিনি আবার বলিয়াছেন, 'কিছু দিন পর আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখি যে, তিনি আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। বলিলাম, 'আব্বাজান, আমার দ্বারা আপনি কি কোন উপকার লাভ করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' আমি বলিলাম, 'কি জন্য?' তিনি বলিলেন, 'তুমি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ সম্বন্ধে কিতাব প্রণয়ন করিয়াছ, তজ্জন্য।' আমি বলিলাম, কি প্রকারে জানিলেন? তিনি বলিলেন, 'কেন, মালাউল আ'লা ফেরেশতাগণের মধ্যে এই সম্বন্ধে আলাপ চলিতেছে।'

اقبل على مدح النبى مفخما
منصصا ومخصصا ومعمما

ومبجلا مفضلا ومعظما
ومتجيا ومصليا ومسلما

৭১। খালাদ ইবনে কাসির ইবনে মুসলিম যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তাহার বিছানার উপর একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল ঃ

هذه براءة من النار لخلاد بن كثير

অর্থাৎ, 'ইহা খালাদ ইবনে কাসিরের দোজখ হইতে পরিত্রাণ লাভের সনদ।' সকলে উহা পাঠ করিয়া তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করিলেন, 'খালাদ এমন কি আমল করিত যাহার বদৌলতে মৃত্যুর প্রাক্কালে এমন শুভ সংবাদ আসিতে পারে?' তাহার স্ত্রী বলিল, 'সে প্রত্যেক জুম্'আর দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর ১০০০ বার করিয়া এই দরূদ শরীফ পাঠ করিত ঃ

اللهم صل على النبى الامى محمد (كذا ذكره ابو عبد الله بن النعمان في كتابه مصباح الظلام) سيد الرسل قدره معلوم * اين منه المسيح اين الكليم اين نوح اين ابراهيم * كلهم عن مقامه مقطوم وعليه الصلاة والتسليم -

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলান নাবীয়্যিল উম্মিয়ি মুহাম্মাদিন।

৭২। হযরত আবুল হাসান শা'জলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক জঙ্গলের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় একটি ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন দরূদ শরীফ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, হাদীসে আসিয়াছে যে, যদি কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। যদি এই বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা রহমত নামিয়া আসে তাহা হইলে এই ব্যাঘ্র আমার কিছুই করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া তিনি দরূদ শরীফ পাঠে রত থাকিলে—কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন যে, ব্যাঘ্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

(ذكره النبهانى)

৭৩। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া নালিশ করিল যে, অমুক ব্যক্তি আমার উট চুরি করিয়াছে। ঘটনার স্বপক্ষে সে দুইজন সাক্ষীও পেশ করিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম ঐ আসামী ব্যক্তির হাত কাটিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে সে বলিল, 'হুযূর! ঐ উট আনাইয়া উহাকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমি প্রকৃতই উহাকে চুরি করিয়াছি কিনা। দেখিবেন, সে আমার নির্দোষিতারই সাক্ষ্য দিবে।' এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম সেই উটটি আনাইলেন এবং জিজ্ঞেস করিলেন, 'হে উট, বল তো আমি কে?' উট তখন পরিষ্কার ভাবেই জবাব দিল "নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আপনি এই ব্যক্তির হাত কাটিবেন না–সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঐ ফরিয়াদী এবং তাহার সাক্ষীগণ সকলেই মিথ্যাবাদী, মোনাফেক এবং আপনার সহিত শত্রুতাও রাখে। তাহারা (শত্রুতাবশতঃ) যুক্তি করিয়া এই ব্যক্তির হাত কাটাইবার জন্য মিথ্যা ঘটনা রচনা করিয়াছে।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞেস করিলেন, 'বলতো, তুমি কোন আমল কর যদ্দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই হাত কাটা হইতে তোমাকে রক্ষা করিলেন?' সে বলিল, 'হুযূর, এমন তো কোন আমল করিনা। তবে আমি উঠিতে বসিতে সর্বদা আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, '(ভাল) তুমি সর্বদা উহা করিতে থাক। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যেমন তোমাকে হাত কাটা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি দোযখের আগুন হইতেও রক্ষা করিবেন।' (পূর্ব বর্ণিত ৭২ নং হাদীস দেখুন–যাহা এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিবে)

৭৪। 'কুনুজুল আসরার' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শায়খ সাইয়েদ মাস্‌উদুদ্ দারাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন যেখানে শ্রমিকদল একত্রিত হইয়া কাজের অপেক্ষা করে সেখানে গিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতেন। তাহারা মনে করিত যে, তিনি ঘরের কাজের জন্য ডাকিতেছেন। লইয়া যাইবার পূর্বেই তিনি তাহাদের দৈনিক মজুরী স্থির করিয়া লইতেন। তাহাদিগকে লইয়া গিয়া বলিতেন, এস, আমরা সকলে মিলিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করি।' এইভাবে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত তাহাদিগকে লইয়া দরূদ শরীফ পাঠে মগ্ন থাকিতেন। অতঃপর পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিতেন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁহার এই প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তজ্জন্য এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য এমন উন্নত স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন যে, জাগ্রত অবস্থায়ও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দেখিতে পাইতেন।

পাঠক! এ বিষয়ে সন্ধিহান হইবেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? ইহা কোন নূতন তথ্য নয় এবং ভক্তদের জন্য অবিশ্বাস্যও কিছু নহে। যাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের প্রকৃত ভক্ত তাঁহাদের অধিকাংশেরই এই সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ইমাম নিবহানী (র.) এইরূপ সৌভাগ্যবানদের দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন এবং বহু দলীলের দ্বারা ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইমাম সুয়ূতী (র.) অন্যতম।

৭৫। ইবনে হুরায়রা (রা.) বলেন, 'আমি চক্ষু বন্ধ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠরত ছিলাম, এমনতাবস্থায় দেখিলাম যে, একজন লেখক কাল কালি দ্বারা আমার সমস্ত দরূদ শরীফ লিখিতেছেন এবং আমি সেই দিকে তাকাইয়া আছি। প্রকাশ্যভাবে তাহাকে দেখিবার জন্য চক্ষু খুলিলাম–হঠাৎ সে অদৃশ্য হইয়া গেল; তবে আমি তাহার সাদা কাপড়ের অংশ দেখিতে পাইলাম।

৭৬। ইমাম শা'রানী (র.) তদীয় 'মানানুল কুব্‌রা' কিতাবে বলিয়াছেন, 'শায়খ আহমদ সাব্বরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি ফেরেশতাদিগকে দরূদ শরীফ নূরের কলম দ্বারা লিখিতে দেখিয়াছেন।'

৭৭। সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, 'আমি একবার হজ্জের কাজে নিযুক্ত ছিলাম, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম, সে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন বলিতেছে। আমি বলিলাম, 'তুমি জ্ঞানতঃ এইরূপ করিতেছ না অজ্ঞানতার দরুন?' সে জবাব দিল জ্ঞানতঃই এইরূপ করিতেছি।' পরে আমাকে বলিল, আপনি কে?' আমি বলিলাম, 'আমি সুফিয়ান সাওরী।' সে বলিল, 'ইরাকী?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ' আবার বলিল, 'আপনি কেমনভাবে আল্লাহ তা'আলাকে চিনিলেন?' আমি বলিলাম,

'তিনি দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিতেছেন এবং মায়ের গর্ভে শিশুকে গঠন করিতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত কাজ দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়াছি।' সে বলিল 'হে সুফিয়ান! আপনি ঠিকভাবে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।' আমি বলিলাম, 'তুমি কেমন করিয়া তাঁহাকে চিনিয়াছ?' সে বলিল, 'তিনি আমার চিন্তাকে দূর করেন এবং আমার ইচ্ছাকে অপসারিত করেন। ইহা দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, আমার এমন একজন প্রভু আছেন যিনি আমার সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন।' 'আমি বলিলাম, 'তোমার সবসময় এইরূপ দরূদ শরীফ পড়িবার কারণ কি?' সে বলিল, 'তাহা হইলে শুনুন। আমি আমার মাকে লইয়া হজ্জ করিতে আসি। তিনি আমাকে বাইতুল্লাহর ভিতর লইয়া যাইতে বলেন। আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু লইয়া যাইবার সময় তিনি পড়িয়া গিয়া ভীষণ আঘাত পান, এমন কি তাহাতে তাঁহার চেহারার রং বদলাইয়া গিয়া কাল হইয়া গেল। তখন আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং হাত উঠাইয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে বলিলাম, 'হে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ঘরে ঢুকিয়া এই দুঃখ? এমন সময় তেহামার দিক হইতে এক খণ্ড মেঘ আসিতে দেখিলাম। সেই মেঘ হইতে একজন সাদা পোশাক বিশিষ্ট লোক বাহির হইয়া আমার মায়ের শরীরে হাত ফিরাইলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের সমস্ত ব্যথা দূর হইয়া গেল এবং তিনি সুস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন আমি তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিলাম, 'আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে বলুন, আপকি কে?' তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাদের নবী–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) যাহার উপর তোমরা দরূদ শরীফ পড়িয়া থাক।' তখন আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আমাকে কিছু নসিহত করুন।' তিনি বলিলেন, 'তুমি প্রতি পদক্ষেপে আমার এবং আমার আলের (বংশধরের) উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিও।'

(رواه ابو نعيم وابن بشكوال عن سفيان الثورى رضى الله عنه

৭৮। ইমাম সমরকন্দী (র.) বলেন, 'আমি একবার এক ময়দানে যাইতে যাইতে পথ ভুলিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। এমন সময় একজন লোকের সহিত হঠাৎ দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'আসুন, আমার সঙ্গে আসুন' আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া দিই।' আমি জিজ্ঞেস করিলাম, আপনার নাম কি? তিনি বলিলেন,

'আমার নাম খিজির ইবনে ঈশা আবুল আব্বাস (অর্থাৎ, খিজির আলাইহিস সালাম)।' তাঁহার আর একজন সাথী ছিলেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম, "আপনার নাম কি?' তিনি বলিলেন, আমার নাম খিজির ইবনে ঈশা আবুল আব্বাস (অর্থাৎ, খিজির আলাইহিস সালাম)।' তিনি বলিলেন, ইলিয়াস ইবনে সাম (অর্থাৎ, ইলিয়াস আলাইহিস সালাম)।' আমি বলিলাম, 'আল্লাহ তা'আলা আপনাদিগকে রহম করুন। আপনারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দেখিয়াছেন কি? তাঁহারা বলিলেন, 'হ্যাঁ। 'আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলার কসম আপনারা তাঁহার মুখ হইতে কোন হাদীস শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে বলুন যেন আমি আপনাদের তরফ হইতে রেওয়ায়াত করিতে পারি।' তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

ما من مؤ من صلى علي محمد الا نضر قلبه ونوره الله عز وجل

অর্থাৎ, 'যদি কোন ঈমানদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার কালবকে সজীব ও নুরান্বিত করেন।' তাঁহাকে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি ঃ

من صلى على محمد طهر الله قلبه من النفاق كما يطهر الثوب الماء -

অর্থাৎ, 'যে কেহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার হৃদয়কে নেফাক হইতে এমনভাবে পবিত্র করেন যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে'। তিনি ইহাও বলিয়াছেন ঃ

مامن مؤمن يقول صلى الله على محمد الا احبه الناس وان كانوا ابغضوه والله لا يحبونه حتى يحبه الله عز وجل -

অর্থাৎ, 'যদি কোন ঈমানদার বলে, 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা মুহাম্মদ তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানুষের নিকট ভালবাসার পাত্র করিয়া তোলেন, যদিও তাহারা ইহার পূর্বে অপছন্দ করিত। আল্লাহ তা'আলার কসম, মানুষ তাহাকে ভালবাসিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ভাল না বাসেন। তাঁহারা আরও বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া এই কথা বলিতে শুনিয়াছি ঃ

من قال صلى الله على محمد فقد فتح على نفسه سبعين من الرحمة -

অর্থাৎ, যদি কেহ বলে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মদ, 'তবে সে নিজের জন্য ৭০টি রহমতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে।)'

তাহারা ইহাও বলিলেন, "আমরা একদিন দেখিলাম একজন লোক শাম দেশ হইতে আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আমার বৃদ্ধ পিতা আপনাকে দেখিতে চান।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া আসিও।' সে বলিল, 'তিনি অন্ধ, দেখিতে পান না।' হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন 'তাহা হইলে তাহাকে সাত রাত্রি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদ' এই দরূদ শরীফ পড়িতে বল। ইহা করিলে সে আমাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে। এমন কি স্বপ্নে আমার নিকট হইতে যে হাদীস শুনিবে তাহা সে রেওয়ায়েত করিতে পারিবে।' সেই লোকটি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের) উপদেশ মত সাত রাত্রি দরূদ শরীফ আমল করিবার পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল। স্বপ্নে যে হাদীস সে শুনিয়াছিল পরে সে তাহা বর্ণনা করিত।'

তাঁহারা পুনরায় বলিলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি।'

اذا جلستم مجلسا فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد يوكل الله بكم

ملكا يمنعكم من الغيبة حتى لاتغتابوا فاذا قمتم فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد فان الناس لايغتابونكم ويمنعهم الملك من ذالك ـ

অর্থাৎ, 'যখন তোমরা কোন মজলিসে বস তখন বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদিন পাঠ কর– তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করিবেন, যে তোমাদিগকে গীবত হইতে বাঁচাইবে। এমন কি তোমরা গীবত করিতেই পারিবে না। যখন তোমরা মজলিস হইতে উঠিবে তখনও বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদিন পাঠ করিও তাহা হইলে অন্য লোকেরা তোমাদের গীবত করিতে পারিবে না। কারণ ঐ ফেরেশতা তাহাদিগকে গীবত হইতে বাঁধা দিবেন।"

পাঠক! হাদীস বর্ণনার প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম এবং কোন হাদীসের কিতাবেই এইরূপ হাদীস না থাকায় সন্দেহ জাগিতে পারে যে এইগুলি সহীহ্ হাদীস কিনা, এবং গ্রহণীয় কি না। এই অমূলক সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলা যাইতেছে যে বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট এই প্রকার সনদ সঠিকতার দিক দিয়া অতি উচ্চ পর্যায়ভুক্ত, কেন না যাঁহারা এই প্রকার হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার বড় বড় আওলিয়া। তন্মধ্যে ইলিয়াস আলাইহিস সালাম একজন জীবিত নবী। ইহাদের রেওয়ায়েত কৃত হাদীস, রাবীদের বর্ণনাকৃত হাদীসের তুলনায় সঠিকতার দিক দিয়া বহু উর্দ্ধে। এইজন্য ইমাম শা'রানী (র.) বলিয়াছেন, 'আমার মুর্শেদ আলী খাওয়াছ রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এই প্রকারের হাদীস সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি যে, মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষায় এই প্রকার হাদীসের বর্ণনা সন্দিগ্ধ হইলেও, সনদের দিক দিয়া সর্বোপরি সহীহ্। (প্রথম পরিচ্ছেদের ২ ন! হাদীস দেখুন)

৭৯। সোলায়মান ইবনে সাহিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞেসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) লোকেরা আসিয়া যে আপনাকে সালাম দিয়া থাকেন, আপনি কি তাহা সমস্ত জানিতে পারেন?' তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ' এবং আমি সকলের জবাবও দিয়া থাকি।'

৮০। ইবরাহীম ইবনে শায়বান (র.) বলেন, 'আমি হজ্জ করিবার পর মদীনা শরীফে গিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের) কবরের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলাম 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ এবং পরিষ্কার শুনতি পাইলাম হযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "ওয়া আলাইকাস্ সালাম।" (হায়াতুন নবী)

৮১। হাফেজ সাখাভী (র.) উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন, 'সাইয়েদ নুরুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে শুনিয়াছি। তিনিও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট সালাম দেওয়ায় পরিষ্কার শুনিতে পাইয়াছিলেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম, ইয়া ওয়ালাদী।' (হায়াতুন নবী।)

৮২। আরফে কামেল সাইয়েদী আলী ইবনে আলাবী (র.) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি যখন নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ পড়িবার সময় অথবা অন্য যে কোন সময় বলিতেন 'আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান নাবীয়ো, ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতাহু' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে পরিষ্কার জবাব দিতে শুনিতে পাইতেন, 'ওয়া আলাইকাস্ সালাম ইয়া শায়খো, ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।' তিনি অনেক সময় 'তাশাহ্‌হুদের' মধ্যে 'আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান নাবীয়ো' বার বার বলিতে থাকিতেন। লোকে জিজ্ঞেস করিলে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে সালামের জবাব শুনিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়া থাকি।'

৮৩। শায়খুল আরেফ আবদুল ওহাব শা'রানী (র.) তদীয় 'তাম্বীহুল মুগতাররীন' কিতাবে বলিয়াছেন 'সুফিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে যখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম)'র কবর শরীফের নিকট 'আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্ নাবীয়ো ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু বলেন তখনই তাঁহারা স্পষ্টভাবে সালামের জবাব শুনিয়া থাকেন। আমার মুর্শেদ সাইয়েদ আলী খাওয়াস্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিতেন, 'কেহ কখনও বেলায়েত মুহাম্মদীর স্তরে পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, খাজা খিজির ও ইলিয়াস আলাইহিস্ সালামের সহিত খোলাখুলিভাবে সজাগ অবস্থায়

মিলিত হইতে না পারে। সমস্ত সুফীয়ায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত–অজ্ঞানাবৃত অন্ধ হৃদয় বিশিষ্ট লোকেরা যতই অস্বীকার করুক না কেন।' আবুল আব্বাস মারাসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শিষ্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তু সৃজন করিতে চাহিলে উহার সৃজনের পূর্বেই সংবাদ দিয়া থাকেন?' তাঁহারা উত্তর দিতেন, 'না' 'তখন তিনি বলিতেন, যে হৃদয় আল্লাহ তা'আলা ও আল্লাহ তায়ালার রাসূল হইতে এইরূপ ভাবে অবরুদ্ধ সেইরূপ হৃদয় থাকার জন্য তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কাঁদ। আমি আল্লাহ তায়ালার কসম করিয়া বলিতেছি যে আমি যদি দিন রাত্রির মধ্যে এক পলক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দেখিতে না পাই, তা হইলে নিজেকে সূফী ফকীর বলিয়া বিবেচনা করিনা।'

পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখুন আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) কিরূপ সজীব ও সজাগ। তিনি প্রত্যেকের সালামের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন এবং প্রত্যেক সালামের জবাব দানে আগোয়ান। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা তাস্‌লিমান কাসীরান্‌, কাসীরান, কাসীরান।

৮৪। সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জাজুলি (রা.) বলেন, 'একদিন মোসাফেরী অবস্থায় আমার নামাযের সময় হওয়ায় আমি ওযুর পানি খুঁজিতে লাগিলাম। একটি কূপ দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু উহা হইতে পানি উঠাইবার জন্য কোন বালতি পাইলাম না। তখন কি করা উচিত এই চিন্তায় ছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে একটি ঘরের জানালা হইতে একটি ছোট মেয়ে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। সে বলিল, 'আপনার কি হইয়াছে যে আপনি এইরূপ 'অস্থির অবস্থায় আছেন?' আমি তখন আমার অবস্থা খুলিয়া বলিলাম।' সে বলিল, 'আপনি কি ঐ লোক যাহার লোকে এত সুখ্যাতি করিয়া থাকে? তাহাই যদি হয়, তবে আপনি কূপ হইতে পানি উঠাইবার জন্য এত বেগ পাইতেছেন কেন?' এই কথা বলিয়া সে আসিয়া কূপে থুথু ফেলিল। অমনি কূপের পানি ফোয়ারা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তখন আমি ওযু করিয়া নামায পড়িলাম।' পরে তাহাকে বলিলাম, 'তোমাকে আল্লাহ তায়ালার কসম তুমি বল কি জন্য তুমি এরূপ অসাধারণ শক্তি লাভ করিতে পারিয়াছ?' সে বলিল, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফের পাঠের জন্য

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই দরজা দান করিয়াছেন।' দরূদ শরীফের এই মাহাত্ম্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমি দরূদ শরীফের ওয়াজিফার জন্য বিশেষ কিতাব সঙ্কলন করিব। প্রকাশ থাকে যে সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জাজুলি (র.) তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক বিশেষ দরূদের ওজিফার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ দুনিয়ার সর্বত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের ভক্তগণ সকাল সন্ধ্যায় পঠ করিয়া অশেষ মঙ্গল লাভের পাত্র হইতেছেন।

এই কিতাবের নাম, 'দালায়েলুল খায়রাত'। ইহা পাকিস্তানের যে কোন কিতাবের দোকানে পাওয়া যায়। ইহা ওজিফার একটি অমূল্য কিতাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এবং তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে আখেরাতকে নূরান্বিত করিবার জন্য ইহা সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব। আমি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে এই কিতাবকে ওয়াজিফা রূপে গ্রহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

৮৫। 'শেফাউল আসকাম' কিতাবে বর্ণিত আছে যে একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নাম শুনিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিতে কার্পণ্য করিত। তজ্জন্য তাহার অবস্থা এই হইয়াছিল যে মরনের আগে সে বোবা ও অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এবং হাম্মাম খানায় পড়িয়া গিয়া তাহার মৃত্যু ঘটিল। (নাউজু বিল্লাহে বিন শুরুরে আনফুসিনা ওয়া সাইয়েয়াতে আ'মালেনা)

৮৬। শায়খ আবু আবদিল্লাহির রাস্না রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তদীয় 'তুহ্ফাতুল আখয়ার' কিতাবে নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

'বাগদাদে একজন অতি দরিদ্র অথচ ধৈর্যশীল আবেদ ছিলেন। তাঁহার অনেক সন্তানাদি ছিল। এক রাত্রিতে তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াইলেন এমন সময় তাঁহার সন্তানগণ জঠরজ্বালায় কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলে মিলিয়া আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়িতে থাক। হয়ত আল্লাহ তা'আলা খুশী হইয়া সেই দরূদ শরীফের বরকতে তোমাদিগকে খাদ্য জুটাইয়া দিবেন।' তাহারা তাহাই করিল, এবং সকলে মিলিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তাহাদের ঘুম আসিয়া গেল। আবেদ সাহেবও কিছু পরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম

তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি সকালে উঠিয়া অমুক মজুসীর কাছে গিয়া তাহাকে আমার সালাম দিয়া বল– তোমার জন্য যে দোয়া করা হইয়াছিল আল্লাহ তা'আলা তাহা কবুল করিয়াছেন। এবং ইহাও বল, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু দান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাকে কিছু দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।'

ইহার পর সেই আবেদ সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিল। এই স্বপ্ন দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন–যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকে সে তাঁহাকে ঠিকই দেখিয়া থাকে। কারণ শয়তান তাঁহার রূপ ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম যে একজন মজুসীর কাছে গিয়া সালাম দিতে বলিলেন ইহাতো অসম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আবার তাঁহার ঘুম আসিয়া গেল। তিনি আবার ঘুমের ভিতর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে ঐরূপ বলিতে শুনিলেন। এইবার যখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন তাঁহার কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

তিনি সকালে উঠিয়া ফযরের নামায পড়িয়াই অমনি ঐ মজুসীর সন্ধানে বাহির হইলেন। উক্ত মজুসী একজন ধনী লোক বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি যখন তাহার কাছে উপস্থিত হইলেন তখন তাহার নিকট অনেক লোক উপস্থিত ছিল। সে তাঁহাকে দেখিয়া হেয় জ্ঞান করিল এবং বলিল, আমার কাছে তোমার কি দরকার?' তিনি বলিলেন, 'আপনার কাছে আমার কিছু বলিবার আছে কিন্তু তাহা গুপ্তভাবে বলিতে হইবে।' তখন সেই মজুসী তাহার সভাস্থিত লোকদিগকে বলিল, আপনারা একটু সরিয়া যান। এই লোকটির সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথাবার্তা আছে।' সমস্ত লোক সরিয়া গেলে তিনি বলিলেন, 'আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আপনাকে সালাম দিয়াছেন' সে বলিল 'তোমাদের নবী কে? তিনি বলিলেন 'আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম)।' সে বলিল, 'তুমি কি জানো না যে আমি একজন মজুসী এবং তোমাদের নবীর উপর আমার কোন বিশ্বাস নাই?' তিনি বলিলেন, 'তা তো আমি জানি। কিন্তু আমি তাঁহাকে দুইবার দেখিলাম। দুইবারই তিনি আমাকে তাগাদা দিয়া এই কথা বলিতে বলিলেন।' মজুসী বলিল, তুমি কি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতে পারো যে তিনি তোমাকে আমার কাছে আসিতে বলিয়াছেন?'

তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে তিনি আমাকে আপনার নিকট আসিতে বলিয়াছেন।' মজুসী বলিল, 'ভাল, তাহাই যদি হইয়া থাকে, তবে তিনি কি বলিতে বলিয়াছেন?' আবেদ সাহেব বলিলেন, "তিনি এই কথা বলিতে বলিয়াছেন যে আপনার জন্য যে দোয়া করা হইয়াছিল তাহা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করিয়াছেন এবং আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাকে কিছু দিতে বলিয়াছেন। মজুসী বলিল 'সে দোয়াটি কি তাহা জানো কি?' তিনি বলিলেন, "তাহা আমি জানি না।' তখন মসুজী বলিল, 'তাহা হইলে এখন তুমি আমার সঙ্গে ভিতরে এস। আমি এ বিষয়ে সব কিছু খুলিয়া বলি।' এই কথার পর আবেদ সাহেব তাহার সঙ্গে ভিতরে গেলেন।

সেই মজুসী ভক্তির সহিত বলিল, 'আপনার হাত বাড়ান।' আবেদ সাহেব হাত বাড়াইলেন। তখন সে তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' এই কলেমা পাঠ করতঃ সেই মজুসী আন্তরিকতার সহিত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে তাহার সভাস্থিত লোকদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'আপনারা জানিয়া রাখুন যে এতদিন পর্যন্ত আমি অসত্য পথে ছিলাম, এক্ষণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। সেইজন্য আমি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার প্রেরিত সত্য নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম)-এর উপর পূর্ণ ঈমান আনিলাম।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার সহিত এইরূপ ঈমান আনিবেন, তাঁহাদের নিকট আমার যাহা প্রাপ্য আছে তাহা আর দিতে হইবে না–আমি তাহা আল্লাহর ওয়াস্তে ছাড়িয়া দিলাম। আর যদি কেহ ঈমান না আনেন তাহা হইলে তিনি যেন আমার যাহা কিছু প্রাপ্য আছে তাহা এক্ষুনি দিয়া ফেলেন। কারণ তাঁহার সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। যেহেতু সে খুব ধনী লোক ছিল এবং অনেক লোকের কাছেই তাহার টাকা-পয়সা পাওনা ছিল তাই এইসব কথা শুনিয়া তাহাদের অনেকেই ঈমান আনিল।

আর যাহারা ঈমান আনিল না তাহারা তাহাদের ঋণ তৎক্ষণাৎ আদায় করিল। অতঃপর সে তাহার ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, 'বৎস! আমি আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। তুমি যদি তাহাই কর তবে তুমি আমার ছেলে এবং আমি তোমার পিতা, নচেৎ তোমার সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই।' তাহার ছেলে বলিল, 'বাবা, আপনার প্রতিকুল মত আমি কখনও পোষণ করিতে পারি না। আপনি যে পথের

পথিক আমিও সেই পথেই আছি। আমিও বলিতেছি, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্‌না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' ইহার পর সে তাহার মেয়েকে (যে মজুসী ধর্ম ব্যবস্থা অনুযায়ী তাহার নিজ ভাইয়ের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল) ডাকিয়া বলিল, 'বল্‌ত মা, তোমার মত কি?' সে বলিল 'প্রথম হইতেই নিজ ভাইয়ের সহিত আমার বিবাহটা আমার কাছে খুবই অপছন্দীয়।

অতএব আমি আনন্দের সহিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছি এবং আমিও বলিতেছি, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্‌না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' পুত্র কন্যার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় সেই নও মুসলিম খুবই আনন্দিত হইল। পরে সেই আবেদ সাহেবকে বলিল, 'এখন আমি সেই দোয়া সম্বন্ধে আলাপ করিব কি যে দোয়া কবুল হওয়া সম্বন্ধে আপনি আমাকে সংবাদ দিলেন এবং যে দোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে এতদূর আপ্যায়িত করিয়াছে? আবেদ সহেব বলিলেন, 'বলুন'। সে বলিল, 'তবে শুনুন, যে দিন মজুসী মাজহাব অনুযায়ী আমার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ হইল সেদিন আমি বিরাট ভোজ সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এতদঞ্চলের সমস্ত এলাকাই প্রায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

ভোজ সভা অবসানের পর আমি নিজেকে খুব ক্লান্ত অনুভব করিলাম। সে জন্য আমি আমার ঘরের ছাদের উপর বিছানা পাতিয়া একটু গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। আমার ঘরের সামনে একজন বিধবা স্ত্রীলোক বাস করিত তাহার অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। তাহারা হাসান ইবনে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বংশধর বলিয়া পরিচিত। একটি মেয়েকে তাহার মাকে বলিতে শুনিলাম, মা আজ রাত্রিতে এই মাজুসীর বাড়ীতে কিরূপ ধুমধামের সহিত খাওয়া দাওয়া হইল তাহা দেখিয়াছ ত? তাহাদের খাওয়া-দাওয়া দেখিয়া আমাদেরও খাওয়ার ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দরিদ্র হেতু প্রায় সময় অনাহারে থাকি তাই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা দেখিলে মনের মধ্যে খাওয়ার ইচ্ছাই জাগিয়া উঠে। আমরা অনাহারে মরিতেছি, আর তাহারা খাওয়া-দাওয়ার ধুমধাম চালাইয়াছে। ইহাতে কি তাহাদের মঙ্গল হইবে? মেয়েটির এই কথা শুনিয়া আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া তাহাদের জন্য ভাল ভাল খাদ্য ও তিন-চারিটি নূতন নূতন কাপড় পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা ইহা পাইয়া খুবই খুশী হইল বটে, কিন্তু তাহাদের প্রশ্ন জাগিল, 'মজুসীর দেওয়া অন্ন ভক্ষণ করা উচিত হইবে কি?' তাহাদের মা বলিল, তোমরা খাও আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য ইহা পাঠাইয়াছেন।'

তখন তাহারা বলিল, 'না মা, আমরা উহা খাইব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের নানাজী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের ওসিলাতে সেই মজুসীর মুসলমান হইবার জন্য দোয়া না করি।' এই বলিয়া তাহারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারা আমীন, আমীন বলিতে লাগিল। আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) যে দোয়া কবুলের সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সে এই দোয়া। যাক এক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করা আমার উপর অপরিহার্য কর্তব্য। যখনি আমি আমার মেয়েকে ছেলের সহিত বিবাহ দিয়াছিলাম তখন আমি আমার অর্ধেক সম্পত্তি তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম।

এক্ষণে ইসলাম গ্রহণের পর যখন তাহাদের সেই বিবাহ বাতিল হইয়া গেল তখন আমি সেই অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি আপনাকেই দান করিলাম। আপনি আমার জন্য যে সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছেন সে সুসংবাদের পুরস্কার ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশি হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের আদেশের মর্যাদা দানের জন্য আমি আপনাকে এই অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি সমর্পণ করিলাম।'

৮৭। শায়খ আবু আবদুল্লাহির রসৃসা (র.) তাঁহার উক্ত কিতাবে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন– 'বাগদাদে একজন অতি ধনী লোক ছিলেন। তিনি জলে স্থলে সফর করিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিছু দিন যাওয়ার পর তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। তিনি আস্তে আস্তে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এমন কি তিনি অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়া গেলেন। ঋণের দায়ে ঘরের বাহির হওয়া তাঁহার জন্য সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন তিনি কোথাও যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন মহাজন আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। তিনি তাহার নিকট হইতে ৫০০ দিনার কর্জ করিয়াছিলেন। সে বলিল, 'আমার পাওনা এক্ষুনি আদায় কর।' তিনি বলিলেন, 'এখন আমার কাছে এক কপর্দকও নাই, কোথায় হইতে আদায় করিব?' সে বলিল, "না দেওয়াই তোমার স্বভাব। চল, এক্ষুনি তোমাকে কাজির কাছে লইয়া যাই।' তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে আমাকে মানুষের কাছে বেইজ্জতি করিবেন না। আমি যতশীঘ্র পারি আপনার পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা করিব, ইনশাল্লাহ তা'আলা। সে

কোন কথাই শুনিল না। একেবারে তাঁহাকে কাজীর কাছে লইয়া হাজির করিল। কাজী সাহেব বলিলেন, 'তাহার পাওনা আদায় করিয়া দাও।' তিনি বলিলেন, 'এখন আমার কাছে কিছুই নাই।' কাজী সাহেব বলিলেন, 'তবে তোমার ঋণের জামীন দাও। নচেৎ তোমাকে জেলে দেওয়া হইবে।

তখন তিনি বাহিরে আসিয়া একজন জামীনদার খুঁজিতে লাগিলেন। কিনতু কাহাকেও পাইলেন না। তখন কাজীর চাপরাসী বলিল, 'যখন আপনি জামীন দিতে পারিতেছেন না তখন আপনাকে জেলেই যাইতে হইবে।' এই কথা শুনিয়া তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাজনকে বলিতে লাগিলেন, 'দেখুন ভাই, শুধু আজ রাত্রির জন্য আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আমার সন্তানাদির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি। তারপর যদি কোন ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে জেলখানাতেই আমার সমাধি হইবে। আজ রাত্রের জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে জামীন রাখিলাম, আমি কাল প্রভাতেই ইনশাল্লাহু তা'আলা আসিয়া উপস্থিত হইব।' এই কথা শুনিয়া মহাজনের কিছু দয়ার উদ্রেক হইল। সে বলিল, 'আচ্ছা, তাহা হইলে যাও; কাল সকালেই কিন্তু ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া চাই-ই।'

কাজী সাহেবও মহাজনের অনুরোধে সেই রাত্রির জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি তখন অতি চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া বাড়ি ফিরিলেন। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন? আপনি এত বিচলিতই বা কেন?' তিনি তখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'যখন আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হে ওয়া সাল্লামকে জামীন রাখিয়াছেন, তখন আর চিন্তার দরকার কি?' তাঁহারা সেই রাত্রিতে দরূদ শরীফ পড়িতে পড়িতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) বলিলেন, 'তুমি প্রভাতেই বাদশাহের উজিরের সাথে দেখা কর এবং বল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আপনাকে সালাম দিয়াছেন এবং আমার ৫০০ দিনারের ঋণ পরিশোধ করিতে বলিয়াছেন, যাহার জন্য কাজী আমাকে জেলে যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। এই কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য তাহাকে বল যে সে প্রতি রাত্রে আমার উপর এক হাজার বার দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকে। গত রাত্রিতে এক হাজার বার পড়িতে গিয়া

তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণে গোলমাল হইয়াছিল। এক হাজার বার পুরা হইল কিনা এ বিষয়ে সে সন্ধিহান ছিল। বল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে তাহার দরূদ শরীফ পাঠ করা পুরোপুরি এক হাজার বারই হইয়াছে, কোন কম বেশি হয় নাই।'

ইহার পর তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি খুব খুশী হইয়া উঠিলেন। ফযরের নামাজ পড়িয়াই অমনি বাদশাহের উজিরের কাছে গিয়ে পৌছিলেন। গিয়া দেখিলেন যে তিনি তাঁহার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে সালাম দিয়া বলিলেন, 'আমি আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'কে পাঠাইয়াছে?' বলিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। তিনি আপনাকে সালাম দিয়া আমর ঋণ পরিশোধ করিবার আদেশ দিয়েছেন এবং আমার কথা সত্যতা প্রমাণের জন্য বলিয়াছেন যে আপনি তাঁহার উপর প্রাতি রাত্রে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করেন। গত রাত্রে আপনার দরূদ শরীফ পাঠের সময় সংখ্যা নির্দ্ধারণে কিছু সন্দেহ আসিয়াছিল। তিনি বলিলেন যে সন্দেহ করিবার কোন আবশ্যক নাই। আপনার এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ ঠিকই হইয়াছে।' উজির সাহেব এই কথা শুনিয়া তাঁহার সত্যবাদীতা বুঝিতে পারিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপনার্থে তাঁহার দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন দিয়া বলিলেন, 'মারহাবাম বে রাসূলিল্লাহে, আলাইহিস সালাতো ওয়াস্ সালাম।'

পরে তাঁহাকে ঋণ পরিশোধের জন্য ৫০০ দিনার, তাঁহার স্ত্রীর জন্য ৫০০ দিনার, তাঁহার সন্তানাদির জন্য ৫০০ দিনার, সুসংবাদ দানের জন্য ৫০০ দিনার এবং তাঁহার সত্যবাদীতার জন্য ৫০০ দিনার দান করিলেন। এই দান পাইয়া ঋণগ্রস্ত ভদ্রলোকটি মহানন্দে ঘরে ফিরিলেন এবং ৫০০ দিনার লইয়া সেই মহাজনের নিকট গিয়া বলিলেন, 'চলুন, কাজী সাহেবের নিকট চলুন–আপনার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিই।' তাঁহারা কাজী সাহেবের নিকট পৌছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আপনার ঋণ আপনাকে শোধ করিতে হইবে না–আমিই তাহা আদায় করিব, কেননা, গত রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে আমাকে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে আদেশ করিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া মহাজন বলিল, "আমিও আর আমার প্রাপ্য চাই না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম গত রাত্রিতে আমাকেও এই ঋণ সম্বন্ধে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন।' এই ভাবে সমস্ত দুঃখের

অবসান ঘটিল। ভদ্রলোক মনের আনন্দে ঘরে ফিরিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে তাঁহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল।

গুণগ্রাহী পাঠক–একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দরূদ শরীফের ফজিলত কত ব্যাপক, কত বড়। এবং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম কতখানি সজাগ, সচেতন ও সকর্মক তাহাও লক্ষ্য করুন।

৮৮। হেফস্ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমি আবু জুরয়াকে স্বপ্নে দেখিলাম যে তিনি আকাশের উপর ফেরেশতাগণের সহিত নামায পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞেস করিলাম, 'কিসের বদৌলতে আপনি এই মর্যাদা লাভ করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আমি নিজ হাতে একলক্ষ হাদীস লিখিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক হাদীস লিখিবার সময়, দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। সেই জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্যাদা দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন–

من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا

অর্থাৎ, 'যে কেহ অমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাজেল করেন।

৮৯। শায়খ আবু আব্দিল্লাহির রাস্‌সা (র.) তদীয় 'তোহফাতুল আখয়ার" কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে শায়খ আবুল হাসান ইবনুল হারেসুল লায়সী রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমার অবস্থা এক সময় এতই শোচনীয় হইল যে আমি কপর্দকহীন হইয়া পড়িলাম। পুত্র-কন্যাদের অন্ন জুটাইবার অবস্থাও আমার থাকিল না। ঈদের আগমনে সকলের গৃহে ঈদের প্রস্তুতি দেখা দিল, কিন্তু আমার নিকট এমন কিছুই ছিল না যদ্বারা কিছু খাদ্যের এবং পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারি। ঈদের রাত্রি সমাগত। 'কি করা' উচিত তাহাই চিন্তা করিতেছি এমন সময় কে একজন দরজায় আওয়াজ দিল। কপাট খুলিয়া দেখি আমাদের অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আরও অনেকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া মোমবাতি। এত রাত্রিতে এইরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনে আমি

অবাক হইলাম। তিনি বলিলেন, 'কিয়ৎক্ষণ পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম।

তিনি বলিলেন, 'আবুল হাসান ও তাঁহার সন্তানগণ নিতান্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের এমন কিছু নাই যদ্বারা আগামী কল্য ঈদ উৎসব পালন করিতে পারে। তুমি এক্ষুনি গিয়া তাহার বস্ত্রাদি ও খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিও যদ্বারা সে এবং তাহার সন্তানগণ ভালভাবে ঈদ করিতে পারে।' আমার ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ও পোশাক পরিচ্ছেদের আসবাবপত্র লইয়া এই কয়েকজন দরজী সহ ছুটিয়া আসিয়াছি যেন তাহারা রাতারাতি আপনাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি তৈয়ার করিয়া দিতে পারে।' অতঃপর তিনি দরজীগণকে বলিলেন, 'এস, তোমরা অবিলম্বে কাজ আরম্ভ কর–যেন তাঁহারা প্রভাতে ঈদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন।'

পাঠক–অনুধাবন করুন, দরূদ শরীফের মর্যাদা ও কার্যকারিতা। প্রকৃতই যাঁহারা দরূদ শরীফের ভক্ত, তাঁহাদের দুনিয়া ও আখেরাতের চিন্তাকে আল্লাহ তা'আলা এইভাবেই দূর করেন।

لما رايت الامر لله وحده
وان رسول الله خير الخلائق
توسلت فى امرى وتفريج كربتى
لاكرم مخلوق لاكرم خالق

৯০। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল এনতাকী (র.) তদীয় 'মাতালেউল আনওয়ার ফিস্ সালাতে আলান্ নাবীয়িল মোখতার' কিতাবে হাফেজ ইবনে জান কাওয়ালের 'কিতাবুল কুর্বাত হইতে আবু আলী সাহাফীর বর্ণনা এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে শায়খ আবদুল্লাহ রাজবাদী রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদা উটে চড়িয়া এক ময়দান পার হইতেছিলেন। এমন সময় সেই উটের পদস্খলন হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আল্লাহ'–তখন উট বলিয়া উঠল 'আল্লাহু ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মদ।'

৯১। আবু আবু আলী কাত্তান (র.) বলেন, 'আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের কোন জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা

ওয়া সাল্লাম) আমি দিনরাত আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করি তবু আপনি আমার সালামের জবাব দিলেন না?' তিনি বলিলেন, 'তুমি দরূদ শরীফ পাঠ কর বটে কিন্তু আমার সাহাবিদগকে ভর্ৎসনা করিয়া থাক।' আমি বলিলাম, 'হুযূর আমি আপনার হাতে তওবা করিতেছি, ভবিষ্যতে আর কখনও ঐরূপ করিব না।' তিনি তখন বলিলেন, 'ওয়া আলাইকাস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাহাবাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম কখনও সন্তুষ্ট থাকেন না। আবু সাফী সাহেবের এই ত্রুটি থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তা'আলা ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু তাঁহার দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে তাঁহার এই সৌভাগ্য লাভ হইল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে তাওবা দ্বারা দোষমুক্ত করিয়া লইলেন। যদি এই দরূদের মধ্যম না থাকিত তাহা হইলে হয়তো তাঁহাকে এই মারাত্মক ত্রুটি লইয়া কবরে যাইতে হইত যাহার জন্য তাঁহার আখেরাতের শান্তি বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু দরুদ ওসিলাতে তিনি এই অশেষ ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইলেন।

يا ايها الراجون لفضل الله
اكثروا الصلاة على رسول الله
يا امة المصطفى يا اشرف الامم
هذا نبيكم المخصوص بالكرم
هو الرؤف الرحيم الطاهر الشيم
ان شئتم ان تنالوا رفعة وغنا
صلوا عليه لعل الله يرحمنا

৯২। 'নাযহাতুল মাজালেস্ কিতাবে শায়খ আবদুর রাহ্‌মান সাফূরী (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন যে একজন সুফী লোকের মুত্ররোধ হওয়ায় খুবই কষ্ট পাইতেছিলেন। স্বপ্নে তিনি আরেফ বিল্লাহ শায়খ শেহাবুদ্দিন ইবনে রাসলানকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, 'আপনি এই অব্যর্থ মহৌষধকে অবলম্বন করেন না কেন? তাহা হইতেছে এই দরূদ শরীফ ঃ

اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد فى القلوب وصل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الاجساد وصل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد فى القبور -

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়া বা'রিক আলা রূহি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ফিল আরওয়াহি ওয়াসোল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়া বারিক আলা ক্বালবি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ফিল কূলূবি ওয়া সোয়াল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা জাসাদি সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ফিল আজসাদি ওয়া সালি ওয়াসাল্লিম আলা ক্বাবরি সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ফিল কুবূরি।

জাগরিত হইবার পর তিনি এই দরূদ শরীফ অধিক মাত্রায় পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি সম্পূর্ণ তিনি রোগমুক্ত হইলেন।

৯৩। উক্ত কিতাবে ইহাও বলিয়াছেন যে, একজন লোকের মৃত্যুর সময় নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞেস করিলেন 'তোমার কি মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতেছে? সে বলিল 'না আমি কোন যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিনা! কারণ, আমি আলেমদিগকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে যদি কেহ বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহা হইলে তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা হইবে না। সেই সময় হইতে আমি বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পড়িয়া আসিতেছি। তাহার বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।' উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ হইতে পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে দরূদ শরীফ পাঠের উপকারিতা কত উচ্চ, কত মহান এবং কত বিশাল। যাহারা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভেচ্ছুক তাহাদের জন্য দরূদ শরীফ যে এক বিরাট সম্বল ইহা বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃত হাদীস সমূহ ও বক্তব্যসমূহ অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না। এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট এমন কয়েকটি দরূদ শরীফ সম্বন্ধে আলোচনা করিব যাহার উপকারিতা অপরিসীমএবং বুযুর্গানে দ্বীন যাহার ফা'যিরাত্ সম্বন্ধে একমত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কতিপয় দরূদ শরীফের বিশেষ ফযীলত

১। সালাতে তাফরিজিয়া বা দরূদে না'রিয়া ঃ

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمدن الذى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم واله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك

বাংলা উচ্চারণ ঃ ১. আল্লাহুম্মা সোয়াল্লি সালাতান কা'মিলাতান ওয়াসাল্লিম সালা'মান তা'ম্মান আলা 'সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাজি তানহাল্লু বিহিল ওক্বাদু ওয়াতানফারিযু বিহিল কুরাবু ওয়াতুক্বদা বিহিল হাওয়া-য়িজু ও য়াতুনা-লু বিহির্ রাগা-য়িবু ওয়াহুসনুল খওয়াতিমু ওয়া ইয়ুস্তাস্কাল গামা-মু বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া আ'লিহি ওয়াসাহ্বিহি ফী কুল্লি লামহাতিন ওয়ানাফসিন বিআদাদি কুল্লি মা'লূমিল্লাকা।

'খাজিনাতুল আসরার' কিতাবের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠায় এবং 'আফজালুস-সালাওয়াত' কিতাবের ১৬৪ ও ১৬৫ পৃষ্ঠায় এই দরূদ শরীফের মহোপকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ইমাম কারতাবী রাহেমাহুল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'যে এই দরূদ শরীফ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ৪১ বার অথবা ১০০ বা ততোধিক বার পড়ে আল্লাহ তা'আলা তাহার চিন্তা-শোক, তাহার দুঃখ কষ্ট দূর করেন, তাহার কার্যাদি সাধ্য করেন, তাহার অন্তর জ্যোতির্ময় করেন, তাহার মর্যাদা উচ্চ করেন, অবস্থা ভাল করেন, তাহার জীবিকা প্রশস্ত করেন এবং আধিক্যের সহিত মঙ্গল ও নেকীর দরজা খুলিয়া দেন। শাসন বিষয়ে তাহার কথা কার্যকরী করেন, জামানার আপদ বিপদ হইতে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হইতে তাহাকে নিরাপদ রাখেন। মানুষের হৃদয়ে তৎপ্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করেন এবং সে যাহা চায় তাহা দান

করেন। কিন্তু এই সমস্ত উপকারিতা লাভ করনের শর্ত হইতেছে সর্বদা তাহার উপর আমল করিতে থাকা। এই দরূদ শরীফ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার গুপ্ত ধনাগারের একটি গুপ্ত ধন। এইজন্য ইহাকে গুপ্ত ধনাগারের চাবিও বলা হয়। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে সালাতে তাফরিজিয়া পরীক্ষিত দরূদ শরীফ সমূহের অন্যতম। পশ্চিম দেশে ইহাকে সালাতে নারিয়াও বলা হইয়া থাকে অর্থাৎ কার্যকারিতার দিক দিয়া ইহা অগ্নিতুল্য। পশ্চিম দেশীয়গণ যখন কোন উদ্দেশ্য হাসিল করিতে বা কোন অনভিপ্রেত বিষয় দূর করিতে চান তখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া এই দরূদ ৪৪৪৪ বার পাঠ করেন। তদ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইমাম দীন্নরী বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করিয়া পড়ে তাহার জীবিকা প্রশস্ত হয় এবং মর্যাদা লাভ হয় ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ইহাকে দৈনিক ফযরের পর ৪১ বার পড়ে তাহার উদ্দেশ্য সফল হয়। যে ইহাকে দৈনিক ১০০ বার পড়ে সে আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। যে ইহাকে দৈনিক ৩১৩ বার পড়ে তাহার নিকট গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। যে ইহাকে দৈনিক ১০০০ বার পড়ে সে এরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, যা অবর্ণনীয়, অশ্রুতপূর্ব এবং কল্পনাতীত। ইবনে হাজার আসক্বালানী এই দরূদ শরীফ সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত দিয়াছেন।

২। সালাতে মুনজিয়া ঃ

اللهم صل على سيدنا محمد صلا تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات فى الحياة وبعد الممات ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ২. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন সালা-তান তুনাজ্জীনা 'বিহা মিন জামী-ইল আহওয়া-লি ওয়াল আ'ফাতি ওয়া তাক্বদী লানা বিহা জামীয়াল হা-জা-তি ওয়াতুতাহ্‌হিরুনা বিহা মিন জামীয়াল হা-জা-তি ওয়াতারফাউনা বিহা ইন্দাকা আ'লাদ্‌ দারাজা-তি ওয়াতুবাল্লিগুনা বিহা আক্বসাল গা-য়া-তি মিন জামীইল খাইরাত ফিল হায়াতি ওয়া বা'দাল মামা-তি।

'শরহে দালায়েলুল খায়রাত' কিতাবে হাসান ইবনে আলী আল আসওয়ানী (র.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক আপদ বিপদে এই দরূদ শরীফ ১০০০ বার পড়ে আল্লাহ তা'আলা তাহার আপদ বিপদ দূর করেন এবং সে তাহার ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়।

ইবনুল ফাকেহানী (র.) শায়খ সালেহ মূসা আদ্‌দারীর (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি একবার সমুদ্রে ভ্রমণে ছিলেন। হঠাৎ সমুদ্র এরূপ ঝড় উঠিল যে জাহাজের সকল লোকই প্রায় নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল এবং সকলে ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আমি তন্দ্রাভূত হইয়া নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে দেখিলাম; তিনি বলিতেছেন. 'জাহাজের লোকদেরে বলিয়া দাও তাহারা যেন উক্ত দরূদ শরীফ ১০০ বা পড়ে।' অতঃপর আমি জাগ্রত হইয়া সকলকে এই স্বপ্নের কথা জানাইলাম এবং আমরা প্রায় তিন শত বারের মত পড়িবার পরই আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে বিপদমুক্ত করিলেন। সাইয়েদ মুহাম্মদ আফেন্দী বলিয়াছেন যে আল্লামা আহমদ আত্তার তদীয় কেতাবে 'দরূদে মুনজিয়া' সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

উক্ত দরূদের শেষের দিকে আরেফে আকবার يا ارحم الراحمين يا الله কথাটি সংযোগ করিয়াছেন। কোন কোন বুযর্গান বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিপদ আপদে ইহা ১০০০ বার পড়িবে আল্লাহ তা'আলা উহা দূর করিবেন এবং তাহার আশা পূর্ণ করিবেন, যে ব্যক্তি মহামারীর সময় ইহা আধিক্যের সহিত পাঠ করিবে আল্লাহ তাহাকে নিরাপদ রাখিবেন। সমুদ্র ভ্রমণে আধিক্যের সহিত পড়িলে দুর্ঘটনা হইতে আল্লাহ তাহাকে নিরাপদ রাখিবেন। সমুদ্র ভ্রমণে আধিক্যের সহিত পড়িলে দুর্ঘটনা হইতে আল্লাহ তা'আলা মুক্তি দিবেন এবং যে ব্যক্তি এই দরূদ ৫০০ বার পড়িবে আল্লাহ তা'আলা চাহেতু সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ পরীক্ষিত।'

অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন শাইখ সাবীও শাইখুল আরেফ মুহাম্মদী হাক্কী নাজেলী (র.)। শাইখুল আকবর (রা.) বলিয়াছেন 'এই দরূদ শরীফ আরশের গুপ্ত ধনসমূহের অন্যতম। যে ব্যক্তি মধ্য রাত্রে ইহলোকিক বা পারলৌকিক যে কোন প্রয়োজনে এই দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়িয়া দোয়া করে আল্লাহ তা'আলা তাহার উদ্দেশ্য সফল করিবেন। কবুল হওয়ার দিক দিয়া ইহা বিদ্যুৎ হইতেও দ্রুতগামী, ইহা মহামূল্যবান পরশ পাথর ও মহা প্রতিষেধক। এই দরূদ শরীফ অতিশয়

রহস্যময় এবং অপাত্রে এই রহস্যোদ্‌ঘাটন করা উচিত। শাইখুল বাওণী এবং ইমাম জাজুলী এই দরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্য ও গুপ্তভেদ সম্বন্ধে এইরূপ অনেক বর্ণনা দিয়াছেন। বুযুর্গানে দ্বীনের মতে প্রত্যেক নামাযের পর প্রত্যহ উপরোক্ত দরূদে নারিয়া ১১ বার ও দরূদে মুনজিয়া ৯ বার পড়ার উপকারিতা অত্যধিক।

৩। সলাতে আলীউল কাদ্‌রে ঃ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبى الامى الجبيب العالى القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم -

বাংলা উচ্চারণ ঃ ৩. আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন নবীয়্যিল উম্মিয়ীল হাবীবিল আ-লিয়্যিল ক্বাদরিল আযীমিল জাহ্‌ ওয়াআলা আ'লিহী ওয়াসাহবিহী ওয়াসাল্লিম।

শায়খ সাবী (র.) ও আল্লামা মুহাম্মদ আমীর (র.) ইমাম সুয়ূতী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাত্রে নিয়মিতভাবে এই দরূদ শরীফ আমল করে, যদি একবার করিয়াও হয়, মৃত্যুর পর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাহাকে সমাহিত করিবেন। সাইয়েদ আহমদ দাহ্‌লান এবং অন্যান্য আরেফগণ এই দরূদ শরীফের অনেক ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন যথা, যে ব্যক্তি সর্বদা জুমার রাত্রে এই দরূদ শরীফ অন্ততঃ একবার করিয়াও পড়ে মৃত্যুর সময় ও কবরে যাওয়ার সময় তাহার রূহের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের রূহ পাকের মোশাহেদা ঘটে এবং সে দেখিতে পায় যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাহাকে দাফন করিতেছেন। কোন একজন আরেফ বলিয়াছেন, যে এই দরূদের উপর সর্বদা আমল করে তাহলে তাহার উচিত প্রত্যেক রাত্রে উহা দশ বার পড়া এবং প্রত্যেক জুমার রাত্রে ১০০ বার পড়া, যাহাতে এই মর্‌তুবা হাসিল হয়। আরেফ শায়খ ওসমান দিমইয়াতি (র.) এই দরূদ শরীফের অনেক ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন এবং নিজে প্রত্যেক নামাযের পর তিন বার বা অন্তত ১ বর পড়িতেন।

(৪)

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد فى كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك

বাংলা উচ্চারণ ঃ ৪. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ফী কুল্লি লামহাতিন ওয়ানাফাসিম বিআদাদি কুল্লি মা-লূমিল্লাকা।

আরেফ মুহাম্মদ হক্কি নাজেলী (র.) তদীয় 'খাজিনাতুল আসরার কিতাবে এই দরূদ শরীফের উল্লেখ করিয়াছেন। তদীয় মুর্শেদ শায়খ মুস্তফা আলহিন্দি (র.) ১২৬১ হিজরীতে মদীনা মোনাওয়ারাস্থ মাদ্রাসায়ে মাহমূদিয়াতে অবস্থানকালে এই দরূদ শরীফের সনদ তাহাকে দিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সাথে মিলনের এবং ইলমে হাকিকতের জ্ঞান লাভ করার অনুকূল কোন বিশিষ্ট যিকিরের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি শায়খ হিন্দি (র.) আয়াতুল কুরসি ও তৎপর এই দরূদের শিক্ষা দিলেন এবং বলিলেন, "যদি তুমি সর্বদা এই দরূদের আমল কর তাহা হইলে সরাসরি-নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে এমন কি তুমি রূহানী ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।'

তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইহার ফযীলতসমূহ অনেকের দ্বারাই পরীক্ষিত। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'হে বৎস! তুমি এই দরূদের আমল নিয়মিতভাবে কর এবং দুনিয়ার যেখানেই থাক না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের রওজা মোবারক তোমার দৃষ্টির আড়াল হইবে না।' তিনি (নাজেলী রাঃ) বলিতেছেন যে, প্রথম যে রাত্রে আমি এই দরূদ শরীফ পাঠ আরম্ভ করিলাম সেইরাত্রে ১০০ বার পড়িলাম এবং সেই রাত্রেই নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখিলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন– 'তোমার জন্য আমার শাফায়াত, তোমার পিতামাতার জন্য এবং তোমার ভ্রাতৃবৃন্দের জন্যও শাফায়াত।" তিনি বলিতেছেন যে, তিনি অনেক বন্ধু বান্ধবকে এই দরূদের ফযীলত সম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং যাঁহারা তদনুযায়ী আমল করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অতি আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৫)

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتى ادركنى يارسول الله ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ৫. আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ক্বাদ দ্বা-ক্বাত হী-লাতি আদ্‌রিকনী ইয়া রাসূলুল্লাহ।

এই দরূদ শরীফ ইব্‌নে আবেদীন (র.) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিত আছে যে দামেস্ক অধিবাসী শায়খ আহমদ হালাবী একজন বুযুর্গ লোক ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি একবার দামেস্কের এক উজীরের বিরাগ ভাজন হইয়া সারা রাত্র ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে কাটান। তৎপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিতে পান। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম তাহাকে অভয় দান করেন ও এইরূপ শিক্ষা দেন এবং বলেন 'যদি কেহ এই দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার দুঃখ মোচন করিবেন।'

অতঃপর তিনি জাগ্রত হইয়া অনুরূপ আমল করিলেন এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বিপদমুক্ত করিলেন। শায়খ সাইয়েদ মুহাম্মদ শাকের বলিয়াছেন যে একদা তিনি কোন বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি উপরোক্ত দরূদ শরীফ আবৃত্তি করিতেছিলেন। ১০০ বার কদম চলিতে না চলিতেই আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁহাকে বিপদমুক্ত করিলেন। উপরোল্লেখিত আউলিয়া কেরাম এবং আরও অনেক বুযুর্গান আরও অনেক ক্ষেত্রে ইহার প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইহার ফযীলত পরীক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কেহ কেহ এই দরূদের ভিন্ন 'এবারত' দিয়াছেন। যেমনঃ

الصلاة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله خذ بيدى قلت حيلتى ادركنى ـ

আস্‌সালতু আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়েদী ইয়া রাসূলাল্লাহ খুজ বিয়াদী ক্বাল্লাত হীলাতি আদ্‌রিকনী।

শায়খ আহমদ শারাবাতি আল হালাবি (র.) তদীয় পিতার নিকট এই দরূদের বিষয় বহুবার শুনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'গন্ধযুক্ত খাদ্যাদি খাওয়ার দরূণ বা অন্য

কোন কারণে মুখে দুর্গন্ধ হইলে ইহা দূর করার প্রতিষেধক হইল এই দরূদ শরীফ যাহার এবারত একটু পৃথক, যেমন ঃ

اللهم صل وسلم على النبى الطاهر

আল্লাহুম্মা সোয়াল্লি ওয়াসাল্লিম আলান্নাবীয়ত ত্বোয়াহির।

কিন্তু এই ফায়দা হাসিল করার শর্ত এই যে ইহা এক নিঃশ্বাসে ১১ বার পড়িতে হইবে। ইহাও তিনি নিজে এবং অন্যান্যদের দ্বারা পরীক্ষিত বলিয়া উল্লেখ করেন।

৬। দরূদে ইব্‌রাহীমিয়া ঃ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

বাংলা উচ্চারণ ঃ ৬. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বা-রিক আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীমা ফিল আলামীন ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

এই দরূদ শরীফের এবারত বোখারী ও মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য সহিহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। কাজেই ইহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং সেই জন্য নামাযের মধ্যে এই দরূদ শরীফ পড়ার বিধান রহিয়াছে। ইহার ফযীলত সম্বন্ধেও সহিহ হাদীস রহিয়াছে। ইমাম বোখারী (র.) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার জন্য আমি কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিব এবং তাহার জন্য শাফায়াত করিব।' বুযুর্গানে দ্বীনের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করিলে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হইবে।

ইমাম গাজ্জালী (র.) তদীয় 'এহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে 'মুসাব্বেয়াতে আশার' [বা ১০টি বিষয় যাহা ৭ বার করিয়া পড়িতে হয়] এর অশেষ ফযীলতের কথা বর্ণনা

করিয়াছেন যাহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল। এই দশটির মধ্যে দরূদ শরীফ ১টি। শায়খ মুহাম্মদ বেদিরীর মতে ইহা সালাতে ইব্‌রাহিমিয়া হওয়া উচিৎ।

মোসাব্বেয়াতে আশার

১। সূরায়ে ফাতেহা-৭ বার ২। সূরায়ে নাস-৭ বার
৩। সূরায়ে এখলাছ-৭ বার ৪। সূরায়ে কাফেরূন-৭ বার
৫। আয়াতুল কুরসি-৭ বার।

(৭)

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم -

সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর ওয়ালা-হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আযীম।

৮। সালাতে ইব্‌রাহিমিয়া-৭ বার

اللهم اغفرلى ولو الدى وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الاحياء منهم والاموات -

৭ বার আল্লাহুম্মাগফিরী ওয়ালিওয়া লিদাইয়া ওয়ালিল মু-মিনীনা ওয়াল মুমিনাতী ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি আল আহ্‌য়ায়ি মিনহুম ওয়াল আমওয়াতি।

اللهم افعل بى وبهم عاجلا واجلا فى الدين والدنيا والاخرة ما انت له اهل ولا تفعل بنا يامولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم -

১০ বার আল্লামা ইব্‌নে আবেদীন (র.) ইহার ফযীলত সম্বন্ধে শায়খ মুহাম্মদ দাদীরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি এই নিয়মে প্রত্যহ পড়িবে সে ইহ-পরকালের ধ্বংস হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ইহা সমস্ত গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা এবং প্রত্যেক বিপদের রক্ষা কবচ।' গাজ্জালী (র.) প্রত্যহ সূর্যোদয়ের ও অস্তের পূর্বে ইহা পড়িবার বিধান দিয়াছেন।

(৭)

اللهم صل على محمد عبدك ونبيك النبى الامى -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া নাবীয়্যিকান নাবীয়্যিল উম্মীয়্যি।

ইমাম গাজ্জালী (র.) তদীয় 'এহ্‌ইয়াউল উলূম' কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি শুক্রবারে আমার উপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পড়ে তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়।' তখন বলা হইল, 'হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) আপনার উপর কিরূপ দরূদ শরীফ পড়িব?' তদুত্তরে এই দরূদ শরীফের কথাই তিনি বলিলেন। আরেফ মারাসী (র.) হইতে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দিবারাত্রে এই দরূদ ৫০০ বার পড়িবে, জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইবে না।' ইমাম ইয়াফেয়ী তদীয় গ্রন্থ 'বুসতানুল ফুকারা'তে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে তিনি বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি শুক্রবারে ১০০০ বার এই দরূদ শরীফ আমার উপর পড়িবে (ভিন্ন রেওয়ায়েতে) ঃ

اللهم صل على سيدنا محمد النبى الامى
وعلى اله وصحبه وسلم -

বাংলাউচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন নবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আলা আ-লিহি ওয়াসাহ্‌বিহি ওয়া সাল্লিম।

সে সেই রাত্রে তাহার প্রভুকে অথবা তাহার নবীকে অথবা বেহেশ্‌তে তাহার স্থান দেখিবে। যদি সেই রাত্রে নাও দেখে তবে দুই তিন বা পাঁচ শুক্রবারে তদনুরূপ আমল করিবে।' কুত্‌বে রাব্বানী বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রা.) তদীয় কিতাব 'গুনিয়াতুত তালেবীনে' হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাত্রে দুই রাকাত নামাজ পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর ১ বার আয়াতুল কুরসি ও ১৫ বার

সূরায়ে এখলাছ পড়ে অতঃপর নামাযান্তে ১০০ বার পড়ে ঃ اللهم صل على محمد النبى الامى সে অবশ্যই আমাকে স্বপ্নে দেখিবে। পরবর্তী শুক্রবার অতিক্রম করিবার আগেই সে আমাকে দেখিবে, এবং যে আমাকে দেখিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত এবং তাহার অগ্রবর্তী ও পরবর্তী সব গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اهل بيته

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আহলি বাইতিহী।

আহমদ ইব্‌নে মূসা (র.) তদীয় পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই দরূদ শরীফ ১০০ বার করিয়া পড়িবে আল্লাহ তা'আলা তাহার ১০০টি অভাব দূর করিবেন, তন্মধ্যে ৩০টি দুনিয়াতে। ইব্‌নে হাযার (রা.) 'কিতাবুস সাওয়ায়েকে' জাফর ইব্‌নে মুহাম্মদ ও তিনি জাবের (রা.) হইতে বর্ণিত ১টি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন 'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) ও তদীয় পরিজনের উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ১০০টি প্রয়োজন মিটান, তন্মধ্যে ৭০টি আখেরাতের। শায়খ ছাজায়ী তাহার এবারত একটু ভিন্ন রকম বলিয়াছেন যেমন–

(৯)

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
النبى الامى وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما
صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على
محمد النبى الامى وعلى ال محمد وازواجه
وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
فى العالمين انك حميد مجيد ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়ারাসূলিকান নবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়াযুররিয়াতিহী কামা সোয়াল্লাইতা আলা ইবরাহীমরা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন নবীয়্যিল উম্মীয়ি ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া আয্‌ওয়াজিহি ওয়াযুর্‌রিয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (র.) তদীয় 'আজকার' কিতাবে, 'এই দরূদ শরীফটি অন্যান্য দরূদ শরীফ হইতে উত্তম, কারণ উহা সহিহ হাদীস গ্রন্থদ্বয় তথা বুখারী ও মুসলিম শরীফের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

(১০)

اللهم صل على محمد وانزله المنزل المقرب منك يوم القيامة

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আন্‌যিলহুম মানযিলাল মুক্বাররাবা মিনকা ইয়াউমাল ক্বিয়ামাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়িবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হইয়াছে' ইমাম শা'রানী (র.) ও তদীয় 'কাশফুল গুম্মাহ্' কিতাবে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১)

اللهم صل على روح سيدنا ومولانا محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور-

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা রূহি সাইয়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ফিল আরওয়াহি ওয়া আলা জাসাদিহী ফিল আজসাদি ওয়া আলা ক্বাবরিহি ফিল কুবুরি।

ইমাম শা'রানী (র.) বলিতেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে এই দরূদ শরীফ পড়িবে সে আমাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে এবং যে আমাকে স্বপ্নে দেখিবে সে আমাকে কেয়ামতের দিন দেখিবে এবং তাহার জন্য আমি শাফায়াত করিব এবং যাহার জন্য আমি শাফায়াত করিব সে আমার হাউজে কাউছার হইতে পানি পান করিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার শরীরকে দোযখের জন্য হারাম করিবেন। দালায়েলুল খায়রাতের ব্যাখ্যাকারীও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে ৭০ বার পড়ার কথা বলিয়াছেন; সে সম্বন্ধে ফাকেহানী বলিতেছেন 'আমি এই দরূদ শরীফ নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে পড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যখন আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া

সাল্লামের চেহারা মুবারক চন্দ্রের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিলাম। তৎপর তিনি চন্দ্রের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।'

(১২)

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فى الاولين والاخرين وفى الملاء الاعلى الى يوم الدين -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ফিল আওয়ালীনা ওয়াল আ-খেরীন ওয়া ফিল মালায়িল আ'লা ইলা ইয়াউমিদ দীন।

ইমাম শা'রানী (র.) বলিতেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম মসজিদে উপবিষ্ট আছেন এমতাবস্থায় একজন লোক আসিয়া বলিল ঃ

السلام عليكم يا اهل العز الشامخ والكريم الباذخ

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) তাহাকে তাঁহার ও আবু বকর রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর মধ্যবর্তী স্থানে বসাইলেন তাহাকে অগ্রবর্তী করিতে দেখিয়া উপস্থিত সাহাবাগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন 'জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে সংবাদ দিলেন, 'এই ব্যক্তি আমার উপর এমন দরূদ শরীফ পড়ে যাহা ইতিঃপূর্বে আর কেহ পড়ে নাই।' তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলিলেন, 'সে কিরূপ দরূদ শরীফ পড়ে, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম?' তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত দরূদ শরীফের কথা বলিলেন।

(১৩)

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه اداء واعطه الوسيلة والمقام الذى وعدته

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলে মুহাম্মাদিন সোয়ালা-তান তাকূনু লাকা বিদা-আন ওয়ালিহাক্কিহি আদা-আন ওয়া আ'তিহিল ওয়াসীলাতা ওয়াল মাক্বামামাল্লাজী ওয়া আদতাহু।

ইমাম শা'রানী (র.) এই দরূদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিতেছেন, 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়িবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত বা অবশ্যম্ভাবী।'

(১৪)

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সাল্লি আলাল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল মুসলিমনীনা ওয়াল মুসলিমাতি।

ধন সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি বর্ধিত হইবার দোয়াই

ইমাম শা'রানী (র.) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিতেছেন যে কোন মুসলমান যাহার সদক্বা দেওয়ার সঙ্গতি নাই, সে তাহার দোয়ার মধ্যে এই দরূদ পড়ুক, কেননা ইহাই তাহার জন্য যাকাত বা সদকা। মোমেন তাহার গন্তব্যস্থল বেহেশ্‌ত না হওয়া পর্যন্ত কোন মঙ্গল কার্যে তৃপ্ত হয় না।' আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে অনেক বর্ণনাকারী এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করিয়াছেন। (হিসনে হাসীন-৩২২ পৃঃ দেখুন

(১৫)

صل الله على محمد

বাংলা উচ্চারণ ঃ সোয়াল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন।

ইমাম শা'রানী (র.) বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিতেন, 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়িবে তাহার নফ্‌সের প্রতি ৭০টি রহমতের দরজা খোলা হইবে এবং আল্লাহ তা'আলা মানুষের হৃদয়ে তাহার প্রতি মুহব্বত ঢালিয়া দিবেন তৎপর মোনাফেক্ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার দুশ্‌মনি করিবে না।' হযরত আলী খাওয়াছ (রা.)ও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কোন আরেফ খিজির আলাইহিস সালাম হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাফেজ সাখাভী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন লোক শাম দেশ হইতে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, 'হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া

আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ এবং তিনি আপনাকে দেখার আকাঙ্খা পোষণ করেন।' তিনি বলিলেন, 'তাহাকে লইয়া আসিও।' সে বলিল, 'তিনি অন্ধ' তিনি বলিলেন 'তাহাকে সাত রাত্র 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদীন' এই দরূদ শরীফ পড়িতে বল। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আমাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে এমনকি আমা হইতে হাদীস বর্ণনা করিতে পারিবে।' অতঃপর সেই ব্যক্তি অনুরূপ আমল করিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইত এবং হাদীস শরীফও বর্ণনা করিত।

(১৬)

اللهم صلى على محمد وعلى اله وسلم

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম।

আবু মুহাম্মদ জাবর (রা.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়িবে সে দন্ডায়মান থাকিলে বসিবার পূর্বে এবং উপবিষ্ট থাকিলে দাঁড়াইবার পূর্বেই তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।'

(১৭)

اللهم يارب محمد وال محمد صل على محمد وال محمد واعط محمد الدرجة والوسيلة فى الجنة اللهم يا رب محمد وال محمد اجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লামহুম্মা ইয়া রাব্বা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন ওয়াত্বে মুহাম্মাদান আদ্‌দারাজাতা ওয়াল ওয়াসীলা ফিল জান্নাতি আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন আজযি মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা মা হুয়া আহলুহ।

ইমাম সাজায়ী (র.) বলিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই দরূদ শরীফ পড়িবে ৭০ জন লিখক ফেরেশতা ১০০০ দিন তাহার সওয়াব লিখিবে,

এবং তাহার ও তাহার মাতাপিতার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।' আরও অনেকে এই দরূদ শরীফ সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফেজ সাখাভী (র.) মাজদুদ্দীন ফিরূজাবাদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 'যদি কেহ সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ শরীফ নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর পড়িতে চায় সে উপরোক্ত দরূদ শরীফ পড়ুক।'

(১৮)

اللهم صل على سيدنا محمد فى الاولين وصل على سيدنا محمد فى الاخرين وصل على محمد في النبيين وصل علي سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملاء الاعلي الى يوم الدين -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন ফিল আউয়ালীনা ওয়াসাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন ফিল আখেরীন ওয়া সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন ফিন নাবীয়্যীনা ওয়া সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ফিল মুরসালীনা ওয়া সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন ফিল মালায়িল আলা ইলা ইয়াউমিদ্‌দ্বীন।

সাঈদ ইবনে আতারিদ রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ সকাল-সন্ধ্যা তিন বার করিয়া পড়িবে, তাহার গুনাহ সমূহ নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তাহার আনন্দ স্থায়ী হইবে, তাহার দোয়া কবুল হইবে, তাহার আশা পূর্ণ হইবে এবং দুশমনের বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করা হইবে।

(১৯)

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى وعلى اله وازواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়ানাবিয়্যিকা ওয়ারাসূলিকান নবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুর্‌রিয়াতিহী ওয়াসাল্লিম আদাদা খালকিকা ওয়ারিদা নাফসিকা ওয়াজিনাতা আরশিকা ওয়া মিদাদা কালিমাতিকা।

হাফেজ সাখাভী (র.) মাজদুদ্দীন ফিরূজাবাদী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি কেহ সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ শরীফ পড়ার প্রতীক্ষা করে, তবে এই দরূদ শরীফ পড়ুক। ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ও এই দরূদ শরীফের ফযীলত সম্বন্ধে একই মত পোষণ করিতেন।

(২০)

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى وعلى اله وازواجه وذريته واهل بيته واصحابه وانصاره واشياعه ومحبيه وامته وعلينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী আসহাবিহী ওয়া আওলাদিহী ওয়া আয্‌ওয়াজিহী ওয়ায্‌র্‌রিয়্যাতিহী ওয়া আহলে বাইতিহী ওয়া আস্‌হাবিহী ওয়া আন্‌ ছারিহী ওয়া আশইয়ায়িহী ওয়া মুহিব্বীহি ওয়া উম্মাতিহী ওয়া আলাইনা মাআহুম আজমাঈন ইয়া আরহামার রাহেমীন।

শেফা কিতাবে হাসান বাস্‌রী (র.) হইতে এই দরূদ শরীফ বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বলিতেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের হাউজে কাওসার হইতে তৃপ্ত হইয়া পান করিবার বাসনা রাখে সে যেন উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করে।'

(২১)

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه اداء واعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذى وعدته واجزه عنا

ما هو اهله واجزه افضل ما جازيت نبيا عن امته وصل عليه وعلى جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন সোয়ালাতান তাকূনু লাকা বেদায়ান ওয়ালিহাক্কিহী আদা-আন ওয়াতিহিল ওয়াসীলাতা ওয়াব্ আস্হুল মাক্বামাল মাহমুদানিললাজী ওয়া আদ্তাহু ওয়া আজযিহী আন্না মা-হুয়া আহলুহু ওয়া আজযিহী আফদালা মা-জা-যাইতা নাবীয়্যান আন উম্মাতিহী ওয়াসেয়াল্লি আলাইহি ওয়া আলা জামীয়ি ইখওয়া-নিহী মি-নান্নাবীয়্যীনা ওয়াস্ সোয়ালিহীনা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

ইমাম গাজ্জালী রাহেমাহুল্লাহু তদীয় 'এহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে এই দরূদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শুক্রবারে এই দরূদ শরীফ ৭ বার করিয়া পড়ার জন্য খুব উৎসাহ দিয়াছেন। বুযুর্গানদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উক্ত দরূদ শরীফ প্রতি শুক্রবারে ৭ বার করিয়া ৭ শুক্রবার পড়ে তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের শাফায়াত অনিবার্য।

(২২)

اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى اله وصحبه وسلم عد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবীয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাহ্বিহী ওয়াসাল্লিম আদাদা মা আলিমতা ওয়া যিনাতা মা আলিমতা ওয়া মিলআ মা আলিমাতা।

ইহা সালাতে শামছুদ্দীন মুহাম্মদ হানাফী (র.) নামে পরিচিত। ইমাম শা'রানী (র.) বলিয়াছেন, 'এই দরূদের মাহাত্ম্য ও ফযীলত অসীম।' শরীফ নোমানী (রা.) বলিতেছেন যে আমি আমার পিতাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে এক বিরাট তাঁবুর ভিতরে দেখিতে পাইলাম। আউলিয়াগণ একে একে আসিতেছেন ও সালাম করিতেছেন। একজন বলিয়া

দিতেছেন তিনি অমুক। অতঃপর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে বসিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি বড় জামাত আসিল যাহাতে অনেক লোক ছিলেন। সেই ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, 'ইহা মুহাম্মদ হানাফীর জামাত।' তাঁহারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছিলেন তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। তৎপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর ও ওমর রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন 'আমি এই লোকটিকে ভালবাসি কিন্তু তাহার খাট পাগড়ীটি ব্যতীত।' তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলিলেন, 'হুযুর অমতি দিলে আমি তাঁহার পাগড়ীটি ঠিক করিয়া দেই।' তিনি অনুমতি দিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁহার পাগড়ীর অঞ্চল বাম কাঁধে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিলেন। এই কথা মুহাম্মদ হানাফীকে (রা.) যখন বলা হল, তিনি খুব কাঁদিলেন এবং বলিলেন 'যদি তোমার পিতামহকে আবার দেখিতে পাও তবে জিজ্ঞেস করিও আমার কোন আমলের জন্য হুযূর আমাকে এত মুহাব্বত করেন।' অতঃপর যখন আবার দেখিতে পাইলেন তখন তিনি এই বিষয় জিজ্ঞেস করিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'সে প্রত্যহ সূর্যাস্তের পূর্বে নির্জনে যে দরূদ আমার উপর পাঠ করে তজ্জন্য।' ইহা উপরোক্ত দরূদ শরীফ।

(২৩)

اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة وميمى الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما فى علمك كائن او قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لامنتهى لها دون علمك انك على كل شئ قدير -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন হায়ির রাহমাতি ওয়ামীমিল মুলকি ওয়া দা-লিদ্ দাওয়ামিস্ সাইয়েদিল ক্বা-মিলিল ফা-তিহিল খাতিমি আদাদা মাফি ইলমিকা কায়িনুন আও ক্বাদ কানা কুল্লামা জাকারাকা ওয়া জাকারাহুজ্

জাকিরূন ওয়াকুল্লামা গাফালা আন্ জিক্‌রিকা ওয়াজিকরিহিল গাফিলুন সালাতান দা'য়িমাতান বিদাওয়ামিকা বাক্বিয়াতান বিবাক্বায়িকা লা মুনতাহা লাহা দূনা ইসমিকা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

আবুল আব্বাস্ আহমাদ আল হাজেরী (র.) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের উপর উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহার জন্য দশ নেকী। জনৈক ওলী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হুযুর আপনার উপর এই দরূদ শরীফ পড়িলে ১০টি নেকী হইবে বলিয়া যে বলা হয় তাহা ঠিক কিনা?" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম বলিলেন "হ্যাঁ, বরং প্রত্যেকটি দরূদ শরীফের জন্য ১০টি নেকী এবং প্রত্যেক নেকী তার দশগুণ। এবং সম্বন্ধে আরও অনেক ওলী অনেক ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪)

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادى الى صراطك المستقيم صلي الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়াবারিক আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিনিল ফাতিহি লিমা উগলিক্বা ওয়াল খাতিমি লিমা সাবাক্বা ওয়ান না-সিরিল হাক্কা বিল হাক্কি ওয়াল হা-দী ইলা সিরাতিকাল মুস্তাকীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী হাক্কা ক্বাদরিহী ওয়া মিক্বদারিহীল আযীম।

আল্লামা আহমদ সা'বী (রা.) বলিয়াছেন যে, এই দরূদে ফাতেহা স্বনাম ধন্য আরেফে কামেল মুহাম্মদ বকরী (রা.) আমল করিতেন এবং বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ জীবনে একবার পড়িবে সে দোযখে যাইবে না।" পশ্চিম দেশীয় কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন যে এই দরূদ শরীফ তাঁহার উপর আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে দৈববাণী স্বরূপে সাহিফার আকরে নাযিল হইয়াছিল। কোন কোন আরেফ

বলিয়াছেন যে এই দরূদ শরীফ ১ বার পড়া অন্যান্য ১০,০০০ দরূদ শরীফের সমতুল্য এবং কাহারও মতে ৬০০,০০০ দরূদ শরীফের সমতুল্য। যে এই দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে ৪০ দিন পড়িবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার সমুদয় গুনাহ মাফ করিবেন। যে ব্যক্তি ইহা বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও সোমবার রাত্রে ১০০০ বার করিয়া পড়িবে, সে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। নিয়ম হইল চারি রাকাত নামাযান্তে ১০০০ বার পড়া। এই চারি রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরায়ে কদর, দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ইজা জুল জিলা, তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে কাফেরূন এবং চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফালাক্ ও সূরায়ে নাস। পড়ার সময় আগরবাতি জ্বালাইতে হইবে। তিনি বলিতেছেন, কেহ ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন" কারণ, ইহা তাঁহার নিজের পরীক্ষিত। আরেফীনদের শিরোমণি শায়খ্ আবদুল ক্বাদের জিলানী (রা.)ও এই দরূদ পাঠ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন "ইহা তরিকতের প্রথম অবস্থায় ও মধ্য অবস্থায় অর্থাৎ অবস্থায়ই উপকারী। অনেক আরেফীন বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে এত সব গূঢ় রহস্য ও আশ্চর্য বিষয় নিহিত রহিয়াছে যে জ্ঞানীগণও তাহাতে হয়রান হইয়া গিয়াছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সর্বদা দৈনিক ১০০ বার করিয়া পড়ে, তাহার পরিমাণ আল্লাহ জাল্লা শানুহু ব্যতীত আর কেহই জানে না।

২৫. সালাতুস্ সায়াদাত ঃ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد عدد ما فى علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله -

বাংলা উচ্চারণ ঃ ২৫. আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ'লে সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফী ইলমিল্লাহি সালাতান দা'য়িমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ।

আহমদ সা'বী (রা.) বলিয়াছেন, 'এই দরূদ শরীফ ৬০০,০০০ দরূদ শরীফের সমতুল্য। যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সর্বদা প্রত্যেক শুক্রবারে ১০০০০ বার করিয়া পড়িবে সে ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে।'

এইরূপ আরও অনেক প্রকারের দরূদ শরীফ রহিয়াছে, যাহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট এবং শক্তিসম্পন্ন। ইমাম নাবহানী (রা.) প্রণীত 'সাআদাতুদ্ দারাঈন' ও 'আফদালুস্ সালাওয়াত্" পাঠ করিলে ঐ সমস্ত দরূদ শরীফের সন্ধান পাইবেন। মোটের উপর দরূদের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখা তরিকত পন্থীদের জন্য এক অপরিহার্য কর্তব্য।

সুফিয়ায়ে কেরাম (রা.) এক বাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যেক তালেবে মওলাকে দরূদের ওয়াজিফা অবলম্বন করিবার জন্য আমি অনুরোধ করি ইমাম জাজুলী (রা.) প্রণীত 'দালায়েলুল খায়রাত' ও এইরূপ ওজিফা গ্রহণের জন্য বিশেষ সহায়ক। এই কিতাব সম্বন্ধে আমি আগেই মন্তব্য করিয়াছি।

হয় ত্র গ্রন্থের ৮নং [৭৬ পৃঃ] , ২৫ নং [৬১-৬২ পৃঃ] বর্ণনা সমূহে সমবেতভাবে উচ্চৈঃস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিষয় এবং দরূদ শরীফ সম্বন্ধীয় অন্যান্য জরুরি বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা করিয়া 'হাকীকতে মুহাম্মদী ও মিলাদে আহমদী' নামে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। জ্ঞানান্বেষী পাঠক উহাও পাঠ করুন।

اللهم وفقنا لاطاعتك واطاعة رسولك ووفقنا للتقرب اليك بوسيلة نبيك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم -

॥ সমাপ্ত ॥

